NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ সাম্রাজ্যবাদ: যুদ্ধই ইতিহাস, বর্তমান, ভবিষ্যৎ

ভোট দেননি, সৌমিত্রর নাগরিকত্ব কাড়ার পরামর্শ সুজাতার ৬

কলকাতা ২৭ মে ২০২৪ ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ সোমবার সপ্তদশ বর্ষ ৩৪৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 27.5.2024, Vol.17, Issue No. 344, 8 Pages, Price 3.00

রেমালে-র দাপট শুরু হতেই তটস্থ বাংলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ধেয়ে আসছে 'রেমাল'। ক্ষয়ক্ষতির আতঙ্কে কাঁপছে বঙ্গের উপকূল ও বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা। জেলায়-জেলায় রবিবার সকাল থেকেই ঝড়বৃষ্টি, দমকা হাওয়া, জলোচ্ছ্বাস শুরু হয়ে যায়। দুর্যোগের মোকাবিলায় কোমর বেঁধে তৈবি রয়েছে প্রশাসনও। রবিবার সকালে সাগর ব্লকে মাইকিং করে রেমাল নিয়ে সতর্ক করে পুলিশ এবং প্রশাসন। তাদের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী তিন দিন সাগরে স্নান করা যাবে না। যে সব পুণ্যার্থী এসেছেন সাগরে, তাঁদেরও বারণ করা হয়েছে। নিরাপদ জায়গায় সরে যেতেও বলা হয়েছে। পাথরপ্রতিমায় মাইকিংয়ের মাধ্যমে ব্লক প্রশাসন নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারীদের সতর্ক করেছে। তাঁদের শীঘ্র নিরাপদ জায়গায় যেতে বলা হয়। মাটির বাড়িতে বসবাসকারীদের স্থানীয় ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

'রেমাল' দুর্যোগ থেকে বাঁচতে আগেই বন্ধ রাখা হয়েছিল ফেরি পরিষেবা। ভেসেলগুলোকে জেটির সঙ্গে চেন দিয়ে বেঁধে রাখা হয় হুগলির গুপ্তিপাড়া, উত্তরপাড়া ঘাটগুলিতে। রেমালের প্রভাবে ঝড়ের গতি এতটাই হতে পারে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেন বেলাইন হতে পারে। ট্রেন গড়িয়ে গিয়ে অন্য ট্রেনে ধাক্কা মারতে পারে। তাই আগাম সতর্কতা অবলম্বন করছে দক্ষিণ পূর্ব রেল। শালিমার রেল ইয়ার্ডে ট্রেনের চাকায় বাঁধা হয় চেন-তালা। রেলের ট্র্যাকে দেওয়া হয় স্টপার।

এদিন বন্যা ও আশ্রয়কেন্দ্র ঘুরে দেখেন মথুরাপুর লোকসভায় তৃণমূল প্রার্থী বাপি হালদার। সোমবার সকাল পযর্ন্ত কলকাতা বিমানবন্দর থেকে বাতিল উড়ান। ইতিমধ্যেই হাওড়া, শিয়ালদহ শাখায় বাতিল হয়েছে গুচ্ছ গুচ্ছ লোকাল ট্রেন। শনিবারই বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে পূর্ব রেল। এবার একাধিক ট্রেন বাতিল হয়ে গেল দক্ষিণ-পূর্ব রেলেও। দিঘা, পুরীগামী অনেক ট্রেন বাতিলের ঘোষণা করা হয়েছে দেওয়া হয়েছে বিজ্ঞপ্তি।

দুর্যোগের ফলে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষা স্থগিত করল প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়। পরীক্ষা হবে আগামী ১৮ জুন।

দুর্যোগ মোকাবিলায় হেল্পলাইন নম্বর চালু করেছে কলকাতা পুরসভা। নম্বরগুলো হল ২২৮৬১৩১৩, ২২৮৬১৪১৪।

সোমবার ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে নদিয়া, মুর্শিদাবাদ জেলায়। প্রতি ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৮০ কিলোমিটার বেগে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া। কলকাতা ও উত্তর-দক্ষিণ ২৪ পরগনায় তখন ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এই তিন জেলায় সোমবার সর্বোচ্চ প্রতি ঘণ্টায় ৭০ কিলোমিটার বেগে ঝড় বইতে পারে।

সোমবার বীরভূম, পূর্ব বর্ধমান, হাওড়া, হুগলিতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। প্রতি ঘণ্টায় ৭০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে।

দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলায় ভারী বৃষ্টি। সর্বোচ্চ ৬০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় ঝড় হতে পারে। মালদহ, দুই দিনাজপুরে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এই তিন জেলায় সর্বোচ্চ প্রতি ঘণ্টায় ৫৫ কিলোমিটার বেগে ঝড় বইতে পারে। কোচবিহার, জলপাইগুড়িতেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

এক নজরে

দিল্লির শিশু হাসপাতালে আগুনে পুড়ে মৃত অন্তত ৭ সদ্যোজাত

নয়াদিল্লি, ২৬ মে: দিল্লির শিশু হাসপাতালে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। হাসপাতালে ভর্তি থাকা অন্তত ৭ শিশুর মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। চিকিৎসা চলাকালীনই তাদের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কীভাবে আগুন লাগল শিশু হাসপাতালে, সেই নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। দিল্লির দমকল সূত্রে খবর, শনিবার রাতে আগুন লাগে পূর্ব দিল্লির বিবেক বিহার এলাকার একটি শিশু হাসপাতালে। রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ হাসপাতালে আগুন লাগার খবর আসে। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ১৬টি ইঞ্জিন। ওইসময় হাসপাতালে একাধিক শিশু চিকিৎসাধীন ছিল। তার মধ্যে ছিল বেশ কয়েকজন সদ্যোজাতও। জানা গিয়েছে, ১২ জন সদ্যোজাতকে উদ্ধার করতে পেরেছিলেন দমকলকর্মীরা। কিন্তু হাসপাতালেই জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় ৬ সদ্যোজাতের। রবিবার সকালে আরও এক সদ্যোজাতের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। আশঙ্কাজনক অবস্থায় এখনও পাঁচ শিশু চিকিৎসাধীন রয়েছে। কীভাবে আগুন লাগল হাসপাতালে তা এখনও জানা যায়নি। আগুন নেভানোর যথাযথ বন্দোবস্ত ছিল কিনা, কেন ব্যবস্থা রাখা হয়নি-এমন নানা প্রশ্ন উঠছে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর থেকে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে দিল্লি পুলিশ সূত্রে খবর।

সাংসদ খুনে কলকাতায় ঢাকার গোয়েন্দা দল

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজিমের হত্যাকাণ্ডের তদন্তে কলকাতায় এসে পৌঁছেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল। নেতৃত্বে রয়েছেন অতিরিক্ত কমিশনার মহম্মদ হারুণ অর রশিদ। রবিবার সকালেই ঢাকা থেকে তিন সদস্যের প্রতিনিধিদলটি রওনা হয়। দুপুর ১২টার আগেই তাঁরা দমদম বিমানবন্দরে অবতরণ করেছেন। বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন হারুণ অর রশিদ। গোটা ঘটনা নিয়ে তিনি সবিস্তারে জানান। কলকাতা পুলিশের সঙ্গে তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য আদানপ্রদান হয়েছে এবং সিআইডি-র সহযোগিতা চান বাংলাদেশের গোয়েন্দারা। বিমানবন্দরে বাংলাদেশের গোয়েন্দা প্রধান জানান, হত্যাকাণ্ডের মাস্টারমাইন্ড শাহিনকে দেশে ফিরিয়ে আনতে পুলিশের ডিজির মাধ্যমে আবেদন করা হবে। ইন্টারপোলের সাহায্য চাইবেন তাঁরা। গোয়েন্দা প্রধান হারুণ জানান, 'শাহিন এই হত্যার মূল পরিকল্পনাকারী বলে নিশ্চিত করেছে কলকাতা ও ঢাকার গোয়েন্দারা। ঘটনাটি পুরো কলকাতায় ঘটেছে, তাই আমরা সমস্ত জায়গাটি আগে পরিদর্শন করতে চাই। এর পর জিহাদকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আমরা পুলিশের সহযোগিতা চাইব।' শাহিন মূল সন্দেহভাজন এবং পলাতক। তাকে বিচারের আওতায় আনতে ভারত, নেপাল ও যুক্তরাষ্ট্রের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাহায্য চাওয়া হয়েছে।

সামনে এল নয়া তথ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশে সাংসদ খুনে সামনে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য। সূত্রের খবর, মূল অভিযুক্ত আখতারুজ্জামান শাহিন আমদানি-রপ্তানি ব্যবসার কথা বলে ভাড়া নিয়েছিল নিউটাউনের এই ফ্ল্যাট। যে দালালের সূত্রে এই ফ্ল্যাট তারা নিয়েছে তাঁকে জানিয়েছিল, ফ্ল্যাটে ব্যবসার কাজ হবে বলে। তবে ফ্ল্যাটে অন্যদের আনাগোনা শুরু হতে দালালের প্রশ্নের মুখে পড়েন আখতারুজ্জামান শাহিন। উপায় না পেয়ে খুনের চক্রীদের তাঁর সংস্থার কর্মী বলে পরিচয় দেয়। আবার কখনও বা পরিচয় দেয় বন্ধু হিসেবে। ইতিমধ্যেই ফ্ল্যাট মালিক ও দালালদের সঙ্গে কথা বলে এমনাটাই জানতে পেরেছে রাজ্যের গোয়েন্দা দফতর সিআইডি।

ভিলেন 'রেমাল'-এর জেরে বাতিল মুখ্যমন্ত্রী, অভিষেক ও বিজেপি নেতাদের কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রেমাল-এর জেরে বাতিল একাধিক নির্বাচনী কর্মসূচি। শাসক-বিরোধী উভয়পক্ষের রোড শো থেকে জনসভা বাতিল নানা কর্মসূচি।

শেষ দফার নির্বাচন এখনও বাকি। আগামী ১ জুন রাজ্যের ৯ লোকসভা কেন্দ্রে ভোট। তার আগে শাসক-বিরোধী সবদলই রাজনৈতিক প্রচারে ব্যস্ত। তবে কাঁটা ঘূর্ণিঝড়। বাতিল করা হয় রবিবাসরীয় একাধিক প্রচার কর্মসূচি। এদিন ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত মেটিয়াবুরুজে রোড শো ছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তা বাতিল করা হয়। মথুরাপুরে জনসভা ছিল রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং সন্দেশখালি সভা

করার কথা ছিল সুকান্ত মজুমদারের। দুই বিজেপি নেতার সভাই বাতিল করা হয়। রেমাল ঘুর্ণঝড়ের কারণে রবিবার সকাল থেকেই শুরু হয় বৃষ্টি। এমন দুর্যোগের জেরে শেষ পর্যন্ত বাতিল হয়ে যায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিছিল। রবিবার দুপুরে হরিনাভি থেকে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন হয়ে রাজপুর বাজার পর্যন্ত যাদবপুর লোকসভা এলাকায় মিছিল করার কথা ছিল তৃণমূলনেত্রীর। সঙ্গে আরও দুটি জনসভারও কর্মসূচি রাখা হয়েছিল সপ্তম দফা ভোটের আগের শেষ রবিবারে। কিন্তু শুক্রবার থেকেই রেমালঘুর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস মিলেছিল। তাই রাজনৈতিক দলগুলির ভোটের প্রচার নিয়ে ঘোর দুশ্চিন্তায় পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত সব আশঙ্কা সত্যি করে একের পর এক প্রচার কর্মসূচি বাতিল হতে থাকে সব প্রার্থীর। সেই পর্যায়েই তৃণমূল প্রার্থী সায়নী ঘোষের সমর্থনে আয়োজিত মিছিলটি বাতিল করেন মমতা।

রাজস্থানে তাপমাত্রা ৫০ ডিগ্রি! গরমে মৃত ১২

জয়পুর, ২৬ মে: আর মাত্র এক ডিগ্রি পেরোলেই গরমের আগের সব রেকর্ড ভেঙে দেবে রাজস্থান। ইতিমধ্যেই ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পুড়ছে পশ্চিমের এই রাজ্য। ফালোড়িতে শনিবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছুঁয়ে ফেলেছে ৫০ ডিগ্রি। আর এক ডিগ্রি টপকালেই ২০১৬ সালের রেকর্ড ভেঙে ফেলবে এই জেলা। মৌসম ভবনের তথ্য অনুযায়ী, ওই বছরে এই জেলাতেই তাপমাত্রা ছুঁয়েছিল ৫১ ডিগ্রি। ২০১৯ সালের ১ জুন চুরুতে তাপমাত্রা ছিল ৫০.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ১৯৫৬ সালের ১০ এপ্রিল অলওয়ারের তাপমাত্রা ছিল ৫০.৬ ডিগ্রি। ইতিমধ্যেই এই রাজ্যে গরমের জেরে মৃত্যু হয়েছে ১২ জনের।

রাজকোটে ৩০ সেকেন্ডে পুড়ে খাক দাহ্য পদার্থে ঠাসা গেমিং জোন, মৃত বেড়ে ৩২

রাজকোট, ২৬ মে: ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে পুরো আগুনের গ্রাসে চলে গিয়েছিল রাজকোটের গেমিং জোনের ভিতরে থাকা বহুতলটি। ফলে অনেকেই বেরোনোর সুযোগ পাননি। কেউ কেউ আবার দোতলা থেকে ঝাঁপ মেরে প্রাণ বাঁচিয়েছেন। ইতিমধ্যেই মৃতের সংখ্যা বেড়ে কমপক্ষে ৩২-এ দাঁড়িয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, গেমিং জোনের ভিতরে থাকা যে বহুতলে আগুন লেগেছিল, সেই বহুতলটি গোটাটাই দাহ্যপদার্থে ঠাসা ছিল। বহুতলের অন্দরসজ্জার জন্য রাবার, রেক্সিন, থার্মোকল এবং ফোমের মতো জিনিস ব্যবহার করা হয়েছিল। ফলে আগুন আরও দ্রুত ছড়াতে সাহায্য করেছিল এই অন্দরসজ্জায় ব্যবহৃত জিনিসগুলিই। শুধু তাই-ই নয়, ফাইবার এবং কাপড়ও ব্যবহার করা হয়েছিল। এ ছাড়াও গেমিং জোনের মেরামতির কাজ চলছিল বেশ কিছু দিন ধরেই। সে কারণে যত্রতত্র কাঠ, টিনের শেডও পড়েছিল। ওয়েল্ডিংয়ের কাজ চলছিল। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে, সেখান থেকেই আগুন লেগেছিল গেমিং জোনে।

তদন্তকারীরা আরও জানাচ্ছেন, গেমিং জোনের ওই বহুতলে ২০০০ লিটার ডিজেল এবং ১৫০০ লিটার পেট্রল মজুত করা ছিল। তিন তলা

অগ্নিকাণ্ডে জনস্বার্থ মামলা

আমদাবাদ, ২৬ মে: দুর্ঘটনার পর বেসরকারি এই গেমিং জোনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা-সহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন উঠছে। এই ডামাডোলের মধ্যে গুজরাত হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে। আদালত মামলা গ্রহণ করে গোটা ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। বিচারপতি বীরেন বৈষ্ণব এবং দেবান দেশাইয়ের বেঞ্চে গেমিং জোন নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলে মামলা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে রাজ্য সরকার এবং পৌর নিগমের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে আদালত। ঠিক কোন আইনে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গেমিং জোন চালানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, দ্রুত তা জানতে হবে। গোটা ঘটনায় 'বাকরুদ্ধ' আদালত এই ঘটনাকে 'মানুষের তৈরি বিপর্যয়' বলেছে। প্রশাসনকে ভর্ৎসনা করে বেঞ্চের মন্তব্য, 'সম্ভবত গুজরাত কম্প্রিহেনসিভ জেনারেল ডেভেলপমেন্ট কন্ট্রোল রেগুলেশনস-এর ফাঁক-ফোকরের সুবিধা নিয়ে অবৈধ বিনোদন পার্কের চালানো হচ্ছিল।' আগামীকাল ২৭ মে এই মামলার পরবর্তী জরুরি শুনানি হবে।

ওই ভবনের নীচের তলাতে মজুত ছিল ওই জ্বালানি। আর আগুন প্রথম লেগেছিল নীচের তলাতেই। বিপুল পরিমাণ জ্বালানি মজুত থাকায় সেই আগুন কয়েক সেকেন্ডে গ্রাস করে নেয় বহুতলটিকে। এই বহুতলে ওঠানামার জন্য একটি মাত্রই সিঁড়ি ছিল। ফলে নীচ থেকে আগুন উপরের তলের দিকে যেতে থাকায় উপর থেকে নামার উপায় ছিল না। ফলে দ্বিতল এবং তৃতীয় তলে অনেকেই আটকে পড়েছিলেন। ফলে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে। এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধির আশঙ্কা করছে প্রশাসন।

স্থানীয় সূত্রে খবর, রাজকোটের এই গেমিং জোন অত্যন্ত জনপ্রিয়। প্রতি দিন বেশ ভিড় হত এই জোনে। তবে সপ্তাহান্তে নতুন নতুন 'অফার' থাকায় ভিড় আরও বেশি হয়। এ সপ্তাহে ৫০০ টাকার টিকিট বিক্রি হচ্ছিল ৯৯ টাকায়। ফলে সেই সুযোগ হাতছাড়া করতে চাননি কেউ। তাই শনিবার ভিড়ও হয়েছিল যথেষ্ট। ওই বহুতলে যে সব শিশু খেলছিল, তাদের মধ্যে যারা বেঁচে গিয়েছে, তাদের কেউ কেউ জানিয়েছে, আচমকাই এক কর্মী এসে জানান, নীচের তলায় আগুন লেগেছে, দ্রুত বাইরে বেরোতে হবে। এই খবরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বহুতলের ভিতরে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। আচমকাই বহুতলটি ভেঙে পড়ে। তার নীচে চাপা পড়ে যান অনেকে।

এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ইতিমধ্যেই সিট গঠন করা হয়েছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে গেমিং জোনের মালিক, ম্যানেজার-সহ তিন জনকে। শনিবার বিকেল সাড়ে ৪টে নাগাদ এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনায় এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৯ শিশু-সহ ৩২ জনের মৃত্যু হয়েছে।

জয়নগরে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের সুযোগ নিতে মুখিয়ে বিরোধীরা

শুভাশিস বিশ্বাস

যুগ যুগ ধরে এসইউসিআই-এর শক্ত জমি জয়নগর। জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে এসইউসিআই-এর ভাল রাজনৈতিক প্রভাব ছিল। জয়নগর বিধানসভা কেন্দ্রটি দীর্ঘদিন তারা নিজেদের দখলে রাখে বাম আমলে সিপিএমের সঙ্গে এসইউসিআই-এর কড়া টক্কর চলত এইসব অঞ্চলে। কিন্তু সেই রাম'ও নেই, আর অযোধ্যাও নেই। এদিকে ১০ বছর আগে পর্যন্তও জয়নগর লোকসভা তাদেরই দোসর আরএসপি বা বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের দখলে ছিল। ২০১১ সালে রাজ্য জুড়ে বাম শিবিরে ধস নামলেও দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন লাগোয়া কেন্দ্রে রাজনীতির রং বদলায়নি। তবে ২০১৪ সালে তৃণমূলের দীর্ঘদিনের বিধায়ক গোবিন্দচন্দ্র নস্করের মেয়ে প্রতিমা মণ্ডলের হাত ধরে জয়নগরের দখল নিতে সক্ষম হয় তৃণমূল। এই জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সাত বিধানসভার মধ্যে রয়েছে গোসাবা, বাসন্তী, কুলতলি, জয়নগর, ক্যানিং পশ্চিম, ক্যানিং পূর্ব, মগরাহাট পূর্ব। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনেও তৃণমূলের প্রতীকে লড়ছেন তৃণমূলের বিদায়ী সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল। তবে জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মণ্ডলকে নিয়ে বহুদিন ধরেই অসন্তোষ ছিল ওই কেন্দ্রেরই ছয় বিধায়কের। তৈরি হয়েছিল দূরত্বও। ফের প্রার্থী হিসেবে প্রতিমাদেবীর নাম ঘোষণা করার পরও তা আরও প্রকাশ্যে আসে। প্রশ্ন ওঠে, প্রার্থীর হয়ে প্রচারে এই ছয় বিধায়ক নামবেন কি না তা নিয়েও। পরে প্রতিমাদেবী ওই ছয় বিধায়কের বৈঠকের পর মান ভাঙে তাঁদের। সাথে সাথে ভুল বোঝাবুঝি কাটিয়ে প্রচারে নামার সিদ্ধান্তও নেন তাঁরা। এদিকে এবারের নির্বাচনে এই ঘাসফুল শিবিরেই পদ্ম ফোটাতে মরিয়া গেরুয়া শিবির। সেই কারণেই বিজেপি ভরসা রেখেছে জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের ভূমিপুত্র চিকিৎসক অশোক কাণ্ডারী উপর।

অন্যদিকে আইএসএফের হয়ে লড়াইয়ে রয়েছেন মেঘনাথ হালদার। লড়াইয়ে রয়েছেন এসইউসিআই প্রার্থী নিরঞ্জন নস্করও। সীমিত ক্ষমতা নিয়েই লড়াইয়ে রয়েছে তাঁরা। আর জোট প্রার্থী হিসেব রয়েছেন আরএসপির সুভাষ নস্কর। জয়নগর কেন্দ্রের রাজনৈতিক ইতিহাস বলছে, স্বাধীনতার পর থেকেই এই লোকসভা কেন্দ্রে বরাবরের দাপট ছিল কংগ্রেসের। ক্ষমতা ছিল জনতা পার্টিরও। তবে সবথেকে বেশি সময়ের জন্য ক্ষমতা থেকে রেভল্যুশনারি সোশ্যালিস্ট পার্টি। ১৯৮০ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত এই লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ ছিলেন সনৎ কুমার মণ্ডল। ২০০৯ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিল সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া। আর ২০১৪ থেকে ক্ষমতায় তৃণমূল কংগ্রেস। এখনও পর্যন্ত দু'বার সাংসদ হয়েছেন ঘাসফুল শিবিরের প্রতিমা মণ্ডল। এরপর একুশের বিধানসভা নির্বাচন এবং ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়নগরের সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতিতেও সেই ঘাসফুলেরই আধিক্য।

তবে জয়নগরের মাটিতে পা রেখে একটা ব্যাপার খুব স্পষ্টভাবে টের পাওয়া গিয়েছে তা হল যে বিভাজনের রাজনীতি চলছে জয়গরে তা নিয়ে ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা। যেমন, গত ডিসেম্বরে শহরের বুকে ভরসন্ধ্যায় তৃণমূল নেতা সারফুদ্দিন শেখের খুন হন। যা আদতে স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস এবং এলাকার বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা গৌর সরকারের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফল। এর প্রভাব ২০২৪-এর নির্বাচনে পড়বে বলে মনে করছেন অনেকেই। এদিকে বিজেপি যে বিরোধী দল হিসেবে খুব একটা ভরসার তেমনও মনে করছেন না স্থানীয়দের একাংশ। কারণ, এঁদের মতে বিজেপি তো সবে খাতা খুলেছে। আর বিজেপিতে সবই ইয়ং জেনারেশন। ফলে অত সহজে জয়নগর থেকে তৃণমূল হারবে না।

অন্যদিকে, জয়নগরের অপর এক অংশের বক্তব্য, 'বর্তমান রাজনীতি হল শেল্টার। শেল্টার নেই বলে সিপিএম-এসইউসি থেকে লোক বিজেপি'তে যাচ্ছে। ফলে এই ভোটে কী হবে অনুমান করা মুশকিল।' এই জয়নগরের মইপীঠে পা রাখার পরই সামনে এল আরও বাস্তব কিছু ঘটনা। যেখানকার মানুষেরা আয়লার ক্ষতিপূরণ না-পেয়ে এসইউসির সমর্থক হয়েছেন। অন্যদিকে বাসন্তীর মানুষের ভরসার জায়গা বাম প্রার্থী সুভাষ নস্কর। এদিকে আবার ক্যানিং পশ্চিমে তৃণমূল তার লিড ধরে রাখতে পারবে কি না তা নিয়ে সন্দেহ থাকলেও ক্যানিং পূর্ব যে তৃণমূলের পক্ষেই থাকবে সে ব্যাপারে নিশ্চিত প্রায় প্রত্যেকেই। কারণ, ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা। এলাকার 'গডফাদার' বললে অত্যুক্তি হবে না। শওকতের দাপট এখানে এতটাই বেশি যে সেখানে বিরোধীরা কার্যত কোনও প্রচার করতে পারেননি। তবে মাঝে মধ্যে এখানে যুব তৃণমূল ও তৃণমূলের মধ্যে চোরাগোপ্তা সংঘাত নির্বাচনে কতটা প্রভাব ফেলে সেটাও দেখার।

তবে যে যাই বলুক জয়নগরে এবার দাঁতে দাঁত কামড়ে লড়ছেন বিজেপি প্রার্থী অশোক কাণ্ডারী। তাঁর বক্তব্য, 'এর আগে জয়নগর লোকসভা কেন্দ্র থেকে যতজন সাংসদ হয়েছেন তাঁদের কারও বাড়ি জয়নগরে ছিল না। কেউ ক্যানিং, কেউ সল্টলেক তো কেউ বালিগঞ্জের বাসিন্দা ছিলেন। এই শহরের মানুষ বরাবরই চেয়েছেন জয়নগরের ভূমিপুত্র প্রার্থী হোক। যাতে সব সময় তাঁকে পাওয়া যায়। সেটাই এবার হয়েছে। আমি জেতার পক্ষে ১০০ শতাংশ আশাবাদী।' অন্যদিকে আবার বামশক্তি যেভাবে মাতা তুলে দাঁড়াচ্ছে তাতে আশার আলো দেখছেন আরএসপি প্রার্থী সুভাষ নস্করও। তিনি গত লোকসভা নির্বাচনের ফল বিশ্লেষণ করে জানান, 'তৃণমূলকে জব্দ করতে গেলে বিজেপি-কে ভোট দিতে হবে, এমন ধানরাই বাম সমর্থকদের একাংশের মধ্যে কাজ করেছে। তবে বর্তমানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা বিরাট অংশ শাসক দলের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। ফলে তাঁদের ভোট আমরাই পাব। তাছাড়া, প্রার্থী হিসেবে জয়নগরের মানুষের কাছে আমার পরিচিতি সবচেয়ে বেশি। এমনও হতে পারে, কোথা থেকে এত ভোট পেলাম তা দেখে আমরাই অবাক হয়ে গেলাম!'

তবে অনেকেরই ধারনা, এবারের নির্বাচনী দৌড়ের লড়াইয়ে 'ডার্ক হর্স' হতে পারেন আইএসএফ প্রার্থী মেঘনাদ হালদার। এখানকার ভোটরদের মধ্যে ৩৮ শতাংশ মুসলিম ভোটার এটা ভুলে গেলে চলবে না। আর ভোট কাটাকাটির খেলায় আইএসএফ এবং এসইউসিআই কে, কাকে, কতটা বেগ দেয়, সেটাই এখন দেখার।

মুর্শিদাবাদে জোট সমর্থকের জমির ফসল নষ্ট করে দেওয়ার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মুর্শিদাবাদ: ভোট পরবর্তী হিংসায় মুর্শিদাবাদের ডোমকলের মুক্তারপুর মাঠ এলাকায় জোট সমর্থকের জমির ফসল নষ্ট করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাতের অন্ধকারে। জমসেদ আলি নামের এক চাষির ৮ থেকে ১০ কাঠা পটলের জমি নষ্ট করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। কাঠগড়ায় তৃণমূল। যদিও অভিযুক্ত ওই চাষির দাবি, শুধুমাত্র তিনি বাম কংগ্রেস করার কারণেই রাতের অন্ধকারে চাষের ফসল নষ্ট করে দিল তৃণমূল। ভোটের আগে থেকেই ওই এলাকায় অশান্তি চলছিল। এলাকায় ভয় ভীতির পরিবেশ তৈরির চেষ্টা চলছিল। ভোটেও বিক্ষিপ্ত অশান্তির খবর আসে মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। এই ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পটল চাষি জমসেদ আলি ডোমকল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

রবিবার কলকাতা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ভবানীপুর বিধানসভার ৭৩ ও ৭১ নং ওয়ার্ডের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বামফ্রন্ট মনোনীত ও জাতীয় কংগ্রেস সমর্থিত সিপিআই (এম) প্রার্থী সায়রা শাহ হালিমের জনসংযোগ করলেন।

চ্যাংরাবান্ধায় ট্রাক ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত ১, জখম ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, চ্যাংরাবান্ধা: কোচবিহারের চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের ডোরাডাবরি এলাকায় ট্রাক ও বাইকের সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। ঘটনায় জখম হয়েছেন আরও দুইজন। একটি পণ্য বোঝাই ট্রাকের সঙ্গে চ্যাংরাবান্ধাগামী একটি বাইকের সংঘর্ষ হয়। সেই সংঘর্ষের ফলে বাইকের দুই আরোহী রাস্তায় ছিটকে পড়েন। পেছনে থাকা আরেকটি বাইকও দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িতে ধাক্কা মারলে ওই বাইকের আরোহীরাও গুরুতরভাবে জখম হন। দুর্ঘটনার বিকট শব্দে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে তড়িঘড়ি জখমদের উদ্ধার করে স্থানীয় চ্যাংরাবান্ধা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। এদিকে চ্যাংরাবান্ধা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্তব্যরত চিকিৎসক একজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাকিরা বর্তমানে চিকিৎসাধীন।

জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম অজয় কুমার মণ্ডল। বাকি দুই জখম ব্যক্তি বাসুদেব বিশ্বাস ও পঙ্কজ সরকারকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানন্তরিত করা হয়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, তিন ব্যক্তি মেখলিগঞ্জ ব্লকের জামালদহের বাসিন্দা। ঘটনার খবর পেয়ে মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। মেখলিগঞ্জের এসডিপিও আশিষ পি সুব্বা বলেন, 'ঘাতক ট্রাকটিকে আটক করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

কান চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কার জেতার জন্য পায়েল কাপাডিয়াকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৬ মে: কান চলচ্চিত্র উৎসবে নাম উজ্জ্বল ভারতের। বঙ্গতনয়া অনসূয়া সেনগুপ্ত পেয়েছেন সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার। এবার প্রি সম্মান পেলেন পরিচালক পায়েল কাপাডিয়া। তাঁর পরিচালিত 'অল উই ইমাজিন অ্যাজ লাইট' ছবির জন্য এই পুরস্কার পেলেন তিনি। পুরস্কার জেতার জন্য পায়েল কাপাডিয়াকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

প্রধানমন্ত্রী সোশ্যাল মিডিয়ায় বলেছেন যে অল উই ইমাজিন অ্যাজ লাইট এর জন্য ৭৭ তম কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে গ্র্যান্ড প্রিক্স জেতার ঐতিহাসিক কৃতিত্বের জন্য ভারত পায়েল কাপাডিয়ার জন্য গর্বিত। তিনি আরও বলেন যে, ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার প্রাক্তন ছাত্র তার অসাধারণ প্রতিভা দিয়ে বিশ্ব মঞ্চে উজ্জ্বল হয়ে চলেছেন। তারা ভারতের সমৃদ্ধ সৃজনশীলতার আভাস দেয়। এই মর্যাদাপূর্ণ সম্মান শুধুমাত্র তার অসাধারণ দক্ষতাকে সম্মান করে না বরং অন্যদেরও অনুপ্রাণিত করে।

প্রায় ৩০ বছর পর ভারতীয় ছবি হিসেবে পায়েলের পরিচালিত ছবিটি কান চলচ্চিত্র উৎসবের মূল প্রতিযোগিতায় মনোনীত হয়। তবে কানের সর্বোচ্চ সম্মান ডি'ওর পাওয়ার দৌড়েই নাম ছিল ছবিটির। তবে সেটি না পাওয়া গেলেও দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সম্মান গ্রাঁ প্রি-তে সম্মানিত হয়েছে ছবিটি। 'অল উই ইমাজিন অ্যাজ লাইট' ছবিটি মালয়ালি ও হিন্দি ভাষায় তৈরি একটি ছবি। মুম্বইয়ে থাকা দুই মালয়ালি নার্সকে কেন্দ্র করে ছবিটির গল্প। সংসারে বিরক্ত হয়ে রোড ট্রিপে বেরিয়ে একের পর এক নানা ঘটনার সম্মুখীন হয় তাঁরা। কাণি কুস্রুতি, দিব্যা প্রভা এবং ছায়া কদম এই ছবিতে অভিনয় করেছেন। ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক মহলে প্রশংসিত হয়েছে ছবিটি।

অন্ধ্রপ্রদেশের মেয়ে পায়েল। মুম্বইয়ের সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়াশোনার পর তিনি ভর্তি হয়ে যান ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ায়। একাধিক শর্ট ফিল্মের পাশাপাশি তথ্যচিত্র তৈরি করেছেন পায়েল। এদিন পুরস্কার পেয়ে আপ্লুত পায়েল বলেন, 'প্রতিযোগিতায় মনোনীত হওয়াই আমার কাছে স্বপ্নের মতো ছিল। এটা তো কল্পনারও অতীত। তাই ধন্যবাদ।' নিজের ছবির তিন অভিনেত্রীকেও ধন্যবাদ দেন পায়েল।

নদীবাঁধ পরিদর্শন করলেন মথুরাপুরের বিজেপি প্রার্থী অশোক পুরকাইত

নিজস্ব সংবাদদাতা, ফ্রেজারগঞ্জ: নামখানার ফ্রেজারগঞ্জ উপকূল এলাকায় সমুদ্র তীরবর্তী হাতিকর্নার, দাস কর্নার ও লক্ষীপুরেএ বেহাল নদীবাঁধ পরিদর্শন করলেন মথুরাপুরের বিজেপি প্রার্থী অশোক পুরকাইত। উপকূল এলাকার সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করে রাখা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন বিজেপি প্রার্থী। তাঁর দাবি বাঁধ নির্মাণে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। এরফলে একাধিক জায়গায় বাঁধে ফাটল দেখা দিচ্ছে। পাশাপাশি এদিন লদীপুরের সমুদ্র তীরবর্তী এলাকার বেশকিছু বাসিন্দাকে একটি লজে সাময়িক আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন প্রার্থী।

মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করে নৈহাটিতে সন্ন্যাসীদের মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কয়েকদিন আগে নির্বাচনী জনসভার মঞ্চ থেকে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙার ভারত সেবাশ্রম সংঘের কার্তিক মহারাজকে আক্রমণ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কার্তিক মহারাজের উদ্দেশ্যে তাঁর মন্তব্য ছিল, 'আপনি বিজেপি করুন। কিন্তু চিহ্নটা বুকে লাগিয়ে করুন'। মুখ্যমন্ত্রীর এহেন বিতর্কিত মন্তব্যের প্রতিবাদে গত ২৪ মে কলকাতার রাজপথে খালি পায়ে হাঁটেন সাধু-সন্তরা। একই ইস্যুতে রবিবার বিকেলে ব্যারাকপুর জেলার হিন্দু জাগরণ মঞ্চের তরফে নৈহাটিতে প্রতিবাদ মিছিল করা হয়। নৈহাটির গৌরীপুর চৌমাথা থেকে মিছিল শুরু হয়ে নৈহাটি বড়মা মন্দিরের কাছে শেষ হয়। উক্ত মিছিলে সাধু-সন্তদের পাশাপাশি ব্যারাকপুর জেলার হিন্দু জাগরণ মঞ্চের সম্পাদক রোহিত সাউ, যুব মোর্চার রাজ্য সম্পাদক উত্তম অধিকারীও সামিল হয়েছিলেন। প্রতিবাদ মিছিলে

যোগ দিয়ে সন্ন্যাসীরা আওয়াজ তোলেন, মুখ্যমন্ত্রীকে নির্শতে ক্ষমা চাইতে হবে। অন্যথায় তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করছেন। আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবার হুঁশিয়ারিও দিলেন সাধু-সন্তরা।

নির্বাচনী প্রচারে দেবশ্রী চৌধুরী।

রেমাল ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় শতাধিক ত্রাণ শিবির ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় সব ধরনের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিচ্ছে ভারত সেবাশ্রম সংঘ। ঘূর্ণিঝড়ের আভাস পেয়ে ভারত সেবাশ্রম সংঘের পক্ষ থেকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, উত্তর চব্বিশ পরগনা দুই মেদিনীপুর সহ সমুদ্র তীরবর্তী জেলাগুলিতে উদ্ধারকাজ ও মানুষকে দ্রুত উদ্ধার করে ত্রাণ শিবিরে যাতে পৌঁছে দেওয়া যায় তাই আগাম ব্যবস্থা নিচ্ছে ভারত সেবাশ্রম সংঘ। ইতিমধ্যেই কাকদ্বীপ, নামখানা, গঙ্গাসাগর সহ বিভিন্ন এলাকায় ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বেচ্ছাসেবকরা পৌঁছে গিয়েছেন। সঙ্ঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ জানান, গঙ্গাসাগর আশ্রমের প্রায় দুই শতাধিক যাত্রী নিবাসের কামরা, কাকদ্বীপ এবং লট এইট আশ্রমের ৫০টি কামরা ও মহেন্দ্রগঞ্জ গ্রামোন্নয়ন কেন্দ্রের ঘরগুলি এবং সুন্দরবন এলাকায় সংঘের শতাধিক স্কুল, মিলন মন্দির গুলিতে দুর্গত মানুষদের রাখার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া ওইসব এলাকায় ত্রাণ সামগ্রী, শুকনো খাবার ও জামাকাপড় ইতিমধ্যেই পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু রাতে ঝড় আছড়ে পড়ার কথা তাই বিভিন্ন জায়গায় অতিরিক্ত জেনেরেটারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বেচ্ছাসেবকরা রাতভর ঝড়ের গতিপ্রকৃতির ওপর নজর রাখবে এবং প্রয়োজনে রাতেই উদ্ধারকাজ ও ত্রাণের কাজ শুরু করে দেওয়া হবে।

শুরু হয়েছে জলোচ্ছ্বাস, পর্যটকদের সমুদ্রের ধার থেকে সরাতে হিমশিম অবস্থা পুলিশ প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁথি: ধেয়ে আসছে 'রেমাল'। দিঘায় শুরু হয়েছে জলোচ্ছ্বাস। আর সেই 'মনোরম' দৃশ্য দেখতেই দিঘার সমুদ্রের পাড়ে ভিড় জমিয়েছেন পর্যটকরা। 'অত্যুৎসাহী' সেই পর্যটকদের সমুদ্রের ধার থেকে সরাতে রবিবার সকালে রীতিমতো হিমশিম খেতে হল পুলিশ প্রশাসনকে। লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে গেলেন তাঁরা। তার পরেও ইতিউতি ভিড় জমাচ্ছেন পর্যটকরা। ঝড়ের তাণ্ডবের কথা মাথায় রেখে পর্যটকদের দিঘা ছাড়ার আর্জি জানিয়ে মাইকিং করছে প্রশাসন।

রবিবার সকাল থেকেই আকাশ কালো। সঙ্গে দমকা হাওয়া, প্রবল বৃষ্টি ও জলোচ্ছ্বাস। তার পরেও পর্যটকদের ঘরে আটকানো যায়নি। উত্তাল সমুদ্রে স্নান করতে নেমেছেন বহু পর্যটক। আবার সুমদ্রের ধারেও জড়ো হয়েছেন অনেকে জলোচ্ছ্বাস দেখতে। তবে সকাল থেকেই সতর্ক পুলিশ প্রশাসন। মাইকিং করছে তারা। রাস্তায় নেমে আমজনতাকে সতর্ক করেছেন। তাতেও কাজ না হওয়ায় লাঠি উচিয়ে তাড়া করেছে পুলিশ। কোথাও কোথাও লাঠিচার্জ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। প্রসঙ্গত, ঘূর্ণিঝড় রেমালের ল্যান্ডফলের সময় যত এগোচ্ছে রাজ্যজুড়ে খারাপ হচ্ছে আবহাওয়া। সমুদ্র উপকূলবর্তী জেলা পূর্ব মেদিনীপুরে বৃষ্টির সঙ্গে চলছে ঝোড়ো হাওয়া। দিঘার সমুদ্রে কড়া নজরদারি চালাচ্ছে প্রশাসন। পর্যটকদের স্নানে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। পুলিশ এবং বিপর্যয় মোকাবিলা বিভাগের কর্মীদের সৈকতে কড়া নজরদারি চালাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে নামার বারণ রয়েছে। তাঁদেরকে পরিবার নিয়ে সতর্কতা মেনে সমুদ্রতট ছেড়ে সুরক্ষিত জায়গায় সরে যেতে বলা হয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৭শে মে। ১৩ই জ্যৈষ্ঠ। সোমবার। চতুর্থী তিথি। জন্মে ধনু রাশি। অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি মহাদশা কাল ও বিংশত্তরী শুক্রর মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে দিনটি কাটাতে হবে। ধৈর্য ধরে, বুদ্ধির দ্বারা, দিনটি অতিবাহিত করতে হবে। বৈবাহিক জীবনে খুব ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে, পরিবারে কলহ বিবাদ বৃদ্ধি। অনাত্মীয় এক বন্ধুর দ্বারা, বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। অন্যের যুক্তিকে মানার আগে একবার নিজেও যুক্তি প্রয়োগ করুন শুভ হবে। দেবী তারার ১০৮ নাম বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় নতুন পথের সম্ভাবনা কর্মে শান্তির বাতাবরণ। যে কাজের জন্য এতদিন বসেছিলেন, সেই কাজের নতুন পথের সম্ভাবনা। বান্ধবের দ্বারা উপকার। অনাত্মীয় বন্ধু দ্বারা উপকার। প্রতিবেশী স্বজনের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পুরাতন এক বান্ধবীর ফোন কল ফ্যাক্স- ই-মেইল দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।আজ ভগবান দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে সুখবৃদ্ধী।

মিথুন রাশি : তৃতীয় ব্যক্তির গুপ্ত ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কর্মে অশুভ বাতাবরণ আছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা প্রতিপালন করা দরকার। একসঙ্গে একসাথে অনেক কাজের দায়িত্ব চেপে আসলে মানসিক অসুস্থতা বোধ করবেন। ধৈর্য ধারে চলতে হবে, নিশ্চয়ই সম্মান বৃদ্ধি হবে।মা দুর্গাদেবী চরণে ১০৮ রঙিন পুষ্প প্রদানে সুখবৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বন্ধু বান্ধবের দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। যে কাজটি শেষ হলো তার সম্মান বৃদ্ধি যোগ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্মে সম্মানিত করবেন। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা শিক্ষকতা- অধ্যাপনা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ ব্যবসায়ীদের অর্থ বৃদ্ধি যোগের প্রবল সম্ভবনা। গৃহ-বাস্তু বিষয় যে দুশ্চিন্তা ছিল তার অবসান হবে। ১০৮ দূর্বা ভগবান গণেশ চরণে প্রদান করুন সুভত্ত বৃদ্ধি হবে। সিংহ রাশি সতর্কতা আজ পরিবারের মধ্যে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে।

সিংহ রাশি : শ্বশুরবাড়ির দুজন সদস্য দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেই কাজ পালন না করার জন্য তর্ক বিবাদে পরিণত হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভত্ত বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিলম্ব হবে। ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি হবে। ভগবান গনেশজীর চরণে ১০৮ দুর্গা প্রদানে সুখ বৃদ্ধি হবে। কন্যা রাশি খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। আপনার উৎসাহ

কন্যা রাশি : আজকে নতুন পথ দেখাবে। ব্যবসায় নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পরিকল্পনা। এক স্বজনের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা, সন্তানের দ্বারা সম্মান। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। মন্দিরে প্রদীপ প্রদানে সর্বসুখ বৃদ্ধি। তুলা রাশি কোন পুরাতন বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। যাকে এতদিন ভরসা করেছিলেন তিনি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন।

তুলা রাশি : এক প্রতিবেশীর দারা শুভত্ত বৃদ্ধি হবে।ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথ। তঅর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। যারা অলংকার শিল্পে আছেন, যারা তরল পদার্থের ব্যবসা করেন। শ্বশুরবাড়ির একজন প্রবীন সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আজ মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জালনে সুখ-বৃদ্ধি নিশ্চিত।

বৃশ্চিক রাশি : একটু ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনে, নিজের মতামত প্রকাশ করলে, শান্তির বাতাবরণ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ থাকলেও, অশান্তির কালো মেঘও থাকবে। পরিবারে সন্তানের কারণে সাময়িক দুশ্চিন্তা থাকবে। গৃহ শিক্ষকের কারণে সাময়িক চিন্তা থাকবে। এক অনাত্মীয় দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল একটু বাধাগ্রস্থ হবে। ধৈর্য রাখলে শুভ হবে। দেবী মা বগলা ১০৮ হলুদ পুষ্প নিবেদনে সুখবৃদ্ধি নিশ্চিত।

ধনু রাশি : তর্ক-বিতর্কের সম্ভাবনা। যারা চিকিৎসক, যারা অধ্যাপনা করেন, আজকের দিনটি তারা সতর্ক থাকলে শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকলেও সুখ প্রাপ্তি হবে। সন্তানের দ্বারা কিছু দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি হবে, বিদ্যালয়ে এবং কোন ইনস্টিটিউশন এর প্রধানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক সম্ভাবনা প্রবল। যানবাহন সাবধানে চালানো ভালো, ধৈর্য রেখে ঠান্ডা মাথায় রাস্তায় বের হওয়া ভালো। দেবী দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প প্রদানে বাধা কাটবে।

মকর রাশি : প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা উপকার হবে পরিবারে। সন্তানের সাথে শুভ সমঝোতা। শান্তির বাতাবরণ পরিবারে। এক অনাত্মীয় দ্বারা উপকার সাধিত হবে। পরিবারে যে পুজো দীর্ঘদিন হয়ে এসেছে, তা বন্ধ থাকার কারণে কিছু অশুভ যোগ আছে, সেই পুজোটিকে আবার শুভারম্ভ করতে হবে। দেবী দুর্গা চরণে ১০৮ বিশ্বপত্র প্রদানে শুভ।

কুম্ভ রাশি : দূরে থাকা নিকট আত্মীয় দ্বারা সুখবৃদ্ধি। ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে যারা অসুস্থতায় হসপিটালে বা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, আজ সুস্থতার পূর্ণ লক্ষণ। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন, তাদের শুভ। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ তৈরি হবে। কর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। ১০৮ বিল্বপত্র মা দুর্গার চরণে দিলে শুভ প্রাপ্তি হবে।

মীন রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছাত্রছাত্রী যারা উচ্চবিদ্যা যোগে অধ্যায়ন করেন, তাদের সুযোগ বৃদ্ধি, ছাত্র-ছাত্রী যারা নিম্নবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের গৃহ শিক্ষকের সহায়তা দ্বারা আজ বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে। ব্যবসায়ীদের আজ একটি বড় চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা। জমি বাড়ি কৃষি জমি বিষয় শুভ। প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। আজ মন্দিরে গিয়ে সাতটি প্রদীপ জ্বালান, আপনার নাম গোত্র বলে শুভ হবে।

(পন্ডিত জহর লাল নেহেরুর তিরোধান দিবস।
শ্রী শ্রী আনন্দময়ী মায়ের শুভ আবির্ভাব তিথি।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

NOTICE

I, hereby certify that Saravan Singh is my client and he intents to fide nomination as a candidate to 18 Basirhat, North 24 Parganas West Bengal and I also hereby mentain due details at pending case against Saravan Singh.
Criminal Case: (Not convicted)
Case No: Sonarpur P.S. Case No. 1705/2018
Status of Case: Pending
Section: 506/509/34 I.P.C.
Pending Case: Baruipur Sub divisional Case.
E.No. WB 248/2011
Mob: 9831786369
Sujit Manna (Advocate)
Mob. 9831786369
21.05.2024

বিজ্ঞপ্তি

IN THE COURT OF LD. DISTRICT DELEGATE, PASCHIM MEDINIPUR.
SUCCESSION CERTIFICATE CASE NO. 04 / 2023
SIKHA SARKAR... Petitioner
এতদ্বারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কোতয়ালী থানার মহাতাবপুর মালিরবাগান এলাকাবাসীগণকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত এলাকা নিবাসী মৃত পুতুল সরকার মহাশয়ার রক্ষিত নিম্ন তপশীলে বর্ণিত Debt সম্মন্ধে তাহার কন্যা ওয়ারীশান হিসাবে **Succession Certificate** প্রার্থণায় অত্র আদালতে উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত দরখাস্তকারিনীর অনুকুলে কেন **Succession Certificate** প্রদান করা হইবে না তন্মর্মে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তী প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা উকিলবাবুর দ্বারা তাহা পেশ করিবেন। অন্যথায় আইনানুগ ব্যবস্থা লওয়া হইবে।

Schedule of Debts
BANK & BRANCH: Punjab National Bank, Midnapur Branch
A/C No.: 0180010232572.
Amount of debt: Rs.10,563.55
Total Rs. 10,563.55 only (Rupees Ten Thousand Five Hundred Sixty three and Fifty Five Paisa only)
(All the above mentioned schedule debts are lying before the Punjab National Bank, at Midnapore, P.O. & P.S. Midnapore, District Paschim Medinipur.)

আদেশানুসারে,
Tapas Ranjan Chakraborty
সেরেস্তাদার,
পশ্চিম মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, 15/04/2024

Change of Name

I, **Sk. Mantaj Ali** S/O Sk. Abul Hosen residing at Palbari, Midnapore, West Medinipur, Pin-721101 have name correction in all document from **"Sk. Montaj"** to **"Sk. Mantaj Ali"** vide affidavit no. 8225 dated 24.05.2024 1st class Judicial Magistrate at Midnapore Court. Both name is same and one identical person i.e myself.

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**
এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬
হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪
নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ

‘আমার প্রার্থী সায়নী, দাঁত চেপে লড়াই করবে উন্নয়নের কাজে’, বার্তা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুর্যোগকে মাথায় নিয়েও যাদবপুরের সায়নীর হয়ে প্রচারে দেখা গেল তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। যাদবপুরে ভোটের প্রচারে গিয়ে নাম না করে দলের বিদায়ী তারকা সাংসদ মিমি চক্রবর্তীর প্রসঙ্গ টানেন তৃণমূল সুপ্রিমো। আর হরিনাভিতে নির্বাচনী প্রচারসভা থেকে প্রার্থী পরিচয় করাচ্ছিলেন মমতা। সায়নীকে কাছে ডেকে, তাঁর হাত ধরে উঁচু করে বলেন, ‘আমার প্রার্থী সায়নী। সায়নীকে দিয়েছি এই কারণে, যে আগের বার আপনারা অতটা সার্ভিস পাননি।’ তবে এটা ঠিক যে ২০২৪-এ তৃণমূল প্রার্থী তালিকায় সায়নী অন্যতম তারকা মুখ। এককথায়, সেলেব-নেত্রী। রবিবার হরিনাভির সভা থেকে মমতা যাদবপুরের বিদায়ী সাংসদের নাম না করেই স্বীকার করে নিলেন মিমি সাংসদ থাকাকালীন যাদবপুরবাসী সেভাবে পরিষেবা পাননি। যদিও এর জন্য টলি-নায়িকা মিমিকে দায়ী করছেন না তিনি, বরং তৃণমূলেরই ‘দোষ’ হিসেবে ব্যাখ্যা করেন তৃণমূল সুপ্রিমো। সায়নীকে পাশে নিয়ে মমতা বলেন , ‘মিমির অবশ্য কোনও দোষ ছিল না। তিনি নিজের ফিল্ম জগতে ব্যস্ত। এটা আমাদেরই দোষ ছিল। সে জন্য আমরা শুধরে নিয়েছি। সায়নী এলাকায় পড়ে থেকে লড়াই করবেন এবং দাঁতে দাঁত দিয়ে লড়াই করবেন উন্নয়নের কাজে।’

প্রসঙ্গত, উনিশের ভোটে এখান থেকে তৃণমূল প্রার্থী করেছিল টলি নায়িকা মিমি

চক্রবর্তীকে। তারকা প্রার্থী সেবার জিতে সাংসদও হয়েছিলেন যাদবপুরের। কিন্তু মিমিকে এলাকায় না পাওয়া নিয়ে সাধারণ মানুষের একাংশের মনে ক্ষোভ জন্মেছিল। এরপর ব্রিগেডের ‘জনগর্জনের’ সমাবেশ থেকে লোকসভা ভোটে তৃণমূলের বাছাই ৪২-এর তালিকায় জায়গা পাননি মিমি। তাঁর জায়গায় প্রার্থী করা হয়েছে তৃণমূলের অপর এক তারকা মুখ সায়নী ঘোষকে। এদিকে রবিবারের এই প্রচার সবা থেকেই ঘূর্ণিঝড় নিয়ে সাবধানবাণী দিতে শোনা গেল তৃণমূল সুপ্রিমোকে। এই প্রসঙ্গে মমতা বলেন, ‘সন্ধে ৬টার পর থেকে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে। একদিন চলবে। ভয় পাবেন না, কিন্তু সাবধানে থাকবেন।’ রেমাল ঘূর্ণিঝড়ের মুখে বঙ্গবাসীকে আশ্বস্ত করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, কোথাও বিদ্যুৎ সংযোগ চলে গেলে অযথা চিন্তা করার কারণ নেই। পর্যাপ্ত জেনারেটরের ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে বলেও জানান তিনি। তবে, পরিষেবা স্বাভাবিক করার জন্য ন্যূনতম সময় যাতে দেওয়া হয়, সেই ধৈর্যটুকু রাজ্যবাসীকে রাখার জন্য বলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। তবে সেই সময় যাতে টিভি বা এসি না চালানো হয়, সেই পরামর্শও দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি বিদ্যুতের খুঁটিগুলির কোথায় কী অবস্থা সেদিকেও নজর রাখার জন্য বিদ্যুৎ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে বিশেষ বার্তাও দিতে দেখা যায় মমতাকে।

ঘূর্ণিঝড়কে মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত কলকাতা পুরসভা, জানালেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আম্ফান তছনছ করেছে কলকাতাকে। রেমেল নিয়েও কড়া সতর্কতা হাওয়া অফিসের। কলকাতাতে ঝড় হতে পারে ঘণ্টায় ৮০ থেকে ৯০ কিমি বেগে। অর্থাৎ তছনছের সম্ভাবনা প্রবল। তবে কলকাতা পুরনিগম, কলকাতা পুলিশ, বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর সকলে প্রস্তুত। এদিকে এই ঘূর্ণঝড় নিয়ে কপালে ভাঁজ খোদ কলকাতার মেয়রের। আসন্ন এই প্রাকৃতিক এই দুর্যোগ নিয়ে রবিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে ফিরহাদ জানান, ‘আমরা সকলে দুশ্চিন্তায় আছি। এই ঝড় কলকাতা ছুঁয়ে যাবে। আবহাওয়া অফিসের সঙ্গে এখন যা কথা হয়েছে তাতে ৬০ থেকে ৮০ কিমি বেগে যাবে ঝড়।’ এর পাশাপাশি মেয়র ফিরহাদ এও জানান, সকলস্তরের ডিজির সঙ্গে বৈঠক করেছেন তিনি। ১৩ হাজার স্থায়ী কর্মী, ৩৩৮ জন ড্রেনেজের কাজে কর্মী তৈরি। প্রায় ১৫ হাজার কর্মী রাস্তায় নামানো হয়েছে এই দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য। সঙ্গে এও জানান, ‘রাত ২টোর আগে গঙ্গায়

জল ছাড়া যাবে না। লকগেট বন্ধ করে দিতে হবে। প্রায় ৪৮০ টি পাম্প তৈরি রয়েছে।’ তবে ৪-৫ ঘণ্টা জল জমার যে সম্ভাবনা রয়েছে সে ইঙ্গিতও দিয়ে রেখেছেন মেয়র। জেসিবি থাকছে ৭টি। এছাড়াও নামানো হচ্ছে ক্রেন। বড় গাছ পড়লে সেগুলো দ্রুত সরানোর জন্য থাকছে বড় ক্রেনও। আম্ফান থেকে শিক্ষা নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় যেমন চেতলা পার্ক স্ট্রিট, সাদার্ন এভিনিউয়ের মতো জায়গায় রাখা থাকছে ক্রেন। ২২টি প্যাম্প সবসময়ের জন্য চলবে। মূলত যেসব জায়গায় জল জমে সে সব জায়গায় এই নিকাশি পাম্প চালানোর কথা।

ইতিমধ্যেই দুর্যোগ মোকাবিলায় কলকাতা পুরনিগমের বিল্ডিং বিভাগের আধিকারিকরা বিভিন্ন বিপজ্জনক বহুতলগুলি থেকে মানুষজনকে সরাচ্ছেন। আদর্শ হিন্দু বিদ্যালয়ে রাখা হচ্ছে তাঁদের। সমস্ত বরো মিলিয়ে একাধিক ক্যাম্প রয়েছে। ফিরহাদ জানান, প্রত্যেক বরোতে ২টি করে স্কুল নেওয়া হয়েছে মানুষ রাখার জন্য।

শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে প্রথম চার্জশিট জমা দিতে চলেছে ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে এবার নিখুঁত পরিকল্পনায় এগোতে চলেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। ইডি সূত্রে যে খবর মিলছে তাতে শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে এবার প্রথম চার্জশিট জমা দিতে চলেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সূত্রের খবর, আগামী সপ্তাহের শুরুতেই কলকাতায় বিশেষ ইডি আদালতে শাহজাহানের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দেবে ইডি।

জানুয়ারি মাস থেকে সন্দেশখালির উপর দিয়ে বয়ে গেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক ঝড়-ঝাপ্টা। গ্রেপ্তার করা হয় সন্দেশখালির ‘ত্রাস’ শেখ শাহজাহানকে। জমি দখলের অভিযোগ থেকে শুরু করে বিস্তর অভিযোগ উঠে এসেছে সন্দেশখালি থেকে। সেই সংক্রান্ত বিষয়ে ইতিমধ্যেই বিস্তর তদন্ত চালিয়েছে ইডি। জমি দখলের তদন্ত চালাতে গিয়েই সন্দেশখালি থেকে সাধারণ মানুষজনের জমি দখল সংক্রান্ত একের পর এক অভিযোগ উঠে এসেছে শাহজাহানের বিরুদ্ধে। আর এখানেই এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের সন্দেহ এই জমি দখলের পিছনেই এক পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি হয়েছে সন্দেশখালির বুকে। সেই সূত্র ধরে তদন্ত চালিয়ে ইতিমধ্যেই ২৮৮ কোটি টাকার সন্ধান পেয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ইডি সূত্রের দাবি, চার্জশিটে উল্লেখ থাকবে এখনও পর্যন্ত সন্ধান মেলা এই বিপুল পরিমাণ টাকারও। যার মধ্যে ইতিমধ্যেই ২৭ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে দাবি ইডির।

র‍্যাগিংয়ে নিহত ছাত্রের নামে অ্যাওয়ার্ডের সিদ্ধান্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: র‍্যাগিং ঠেকাতে, অপরাধীদের রুখতে র‍্যাগিংয়ে নিহত ছাত্রের নামে অ্যাওয়ার্ড দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতির বৈঠকে,অন্তত এমনটাই জানিয়েছেন ভারপ্রাপ্ত ভিসি ভাস্কর গুপ্ত। এই প্রসঙ্গে যাদবপুরের ভারপ্রাপ্ত ভিসি এও জানান, ইসি’তে এই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। এরপরই ইসি’র সব সদস্য সহমত পোষণ করেন। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, র‍্যাগিং ঠেকাতে যে পড়ুয়া উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবেন, তাঁকে র‍্যাগিংয়ে নিহত ছাত্রের নামাঙ্কিত পুরস্কারে ভূষিত করা হবে প্রতি বছর। যদিও র‍্যাগিংয়ের জেরে মৃত ওই ছাত্রের পরিবার মনে করছে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এর সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তাঁদের হাতে ‘লজেন্স’-এর মতোই যেন কিছু একটা তুলে দিচ্ছেন। এই প্রেক্ষিতে মৃতত ছাত্রের পরিবারের তরফ থেকে দাবি করা হয়, অ্যাওয়ার্ড চালুর বদলে সন্তানের নামে স্মৃতিসৌধ তৈরি এবং তাঁর মৃত্যুদিনটিকে অ্যান্টি র‍্যাগিং দিবস হিসেবে পালনের।

এর পাশাপাশি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতির যে বৈঠক ছিল তাতে গত অগস্টে যাদবপুরের মেন হস্টেলে র‍্যাগিং ও যৌন হেনস্তায় ছাত্র-মৃত্যুর ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত পড়ুয়াদের শাস্তি নিশ্চিত করেন কর্তৃপক্ষ। ওই বৈঠকেই মৃত ছাত্রের স্মৃতিতে বিশ্ববিদ্যালয় কী করতে পারে, তা নিয়ে একাধিক প্রস্তাব আসে। কেউ প্রস্তাব দেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও ভবনের নাম মৃত ছাত্রের নামে রাখা হোক, কেউ প্রস্তাব দিয়েছেন, হস্টেল বা ক্যাম্পাসে স্মৃতিসৌধ বানানো যেতে পারে, কারও কারও প্রস্তাব ছিল, মেন হস্টেলের নাম বদলে ওই ছাত্রের নামে রাখা হোক। কিন্তু এই প্রস্তাবগুলি নিয়ে কর্মসমিতির অনেকেই মনে করেন, এমন কিছু করা ঠিক হবে না যা বার বার যাদবপুরের ওই অন্ধকারময় স্মৃতি উসকে দেয়। ভিসি প্রস্তাব দেন, র‍্যাগিং ঠেকাতে যে ছাত্র বা ছাত্রী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবেন, তাঁকে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হোক মৃত ছাত্রের স্মৃতিতে। সেই প্রস্তাবেই সিলমোহর পড়ে।

এর পাশাপাশি যাদবপুরের ভিসি এও জানান, ‘এই ঘটনায় যাদবপুরের মাথা হেঁট হয়েছে। আমরা দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করেছি, আর বার্তা দিতে চাইছি, যাদবপুর র‍্যাগিংয়ের ব্যাপারে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে চলবে। যে পড়ুয়ার প্রাণ গিয়েছে, সে আমাদের মনে সারাজীবন থাকবে। এমন ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সে কারণেই তাঁর স্মৃতিতে আমরা একটি অ্যাওয়ার্ড দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’ কী ভাবে, কোন কোন ক্রাইটেরিয়া মেনে এই অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হবে, তা অবশ্য ঠিক হবে পরে। ক্যাম্পাসে র‍্যাগিংয়ে নজরদারিতে ইসি’তে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, বর্ষ-ভিত্তিক আলাদা আলাদা হস্টেল থাকবে। পাশাপাশি ঠিক হয়েছে, হস্টেল সুপার-ওয়ার্ডেনরা ছাড়াও শিক্ষকদের দায়িত্ব দেওয়া হবে নজরদারিতে। তাঁদের কো-সুপার বা ওয়ার্ডেনের দায়িত্ব দেওয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে অ্যাওয়ার্ডের বিষয়টি মৃত ওই ছাত্রের পরিবারকে জানানো হয়েছে। যদিও তাঁরা সন্তুষ্ট হতে পারেননি।

রবিবার কলকাতা উত্তর লোকসভার বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়ের সমর্থনে বৌবাজারের ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া মোড়ে বিজয় সংকল্প সভায় বক্তব্য রাখলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনেয়াল, রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, অর্জুন সিং ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সিপিএম-এর প্রচার ঘিরে উত্তপ্ত হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতী সিপিএম-এর প্রচার ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠল হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটও। রবিবার সকালে সিপিএমের প্রচারে বাধা দেওয়া হল কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে। যার জেরে তুলকালাম কাণ্ড এলাকায়। সূত্রে খবর রবিবার ওই এলাকায় প্রচারে দিয়েছিলেন দক্ষিণ কলকাতার বাম প্রার্থী সায়রা শাহ হালিম। কিন্তু, এই মিছিলে পুলিশের তরফ থেকে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। প্রসঙ্গত, এই হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে বাড়ি খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এই এলাকাতেই এদিন প্রচারের চেষ্টা করেন সায়রা। এদিনের এই প্রচারে উপস্থিত ছিলেন বাম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় সহ প্রচুর বাম-কর্মী সমর্থকরা। তবে তার আগেই রাস্তাতেই ব্যারিকেড করে দেয় পুলিশ। পুলিশ সাফ জানায় এই এলাকায় প্রচার সম্ভব নয়। যুক্তি দেওয়া হয় ১৪৪ ধারার। তখনই বাম সমর্থকদের সঙ্গে বচসা শুরু হয়ে যায় পুলিশের। বচসা রূপ নেয় হাতাহাতিতে। প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে সর্বদাই থাকে ব্যারিকেড। অনুমতি ছাড়া সেখানে প্রবেশ এতটাও সহজ নয়। ওই এলাকাতে বামেদের লোকজন যেতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। ব্যারিকেড ভেঙে এগোনোর চেষ্টা করেন মীনাক্ষীরা। তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। এদিকে সায়রা শাহ হালিম

জানান, ‘আমি শুধু ভোটারদের সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলাম। কিন্তু পুলিশ তো গুন্ডাদের মতো আচরণ করছে।’ এদিনের এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ও। তাঁর প্রশ্ন ‘কেন ওদিকে যেতে পারব না সেটা পুলিশকে বলতে হবে। সঠিক কারণ দেখাতে হবে। এই পাড়ায় তো কারও জমিদারি নেই।’ অন্যদিকে এই ঘটনায় তোপ দাগেন বাম নেতা সুজন চক্রবর্তীও। পুলিশ-প্রশাসনের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে তিনি বলেন, ‘ এ রাজ্যের পুলিশ অসভ্য, অপদার্থ। কালীঘাট কী কারও পৈতৃক সম্পত্তি নাকি যে ওখানে কেউ মিছিল করতে পারবে না, প্রচার করতে পারবে না? এর আগে আমাকেও ওখানে প্রচারে আটকে দেওয়া হয়েছিল। আসলে প্রদীপ যেমন নেভবার আগে দপদপ করে তৃণমূলের হাল তাই। ভাজা লুচি, টোকা মারলেই ভেঙে পড়ে যাবে। আসলে তৃণমূলের শেষ দশা এসে গিয়েছে।’

ঘূর্ণিঝড়ের জেরে পিছোল প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ঝড় মোকাবিলায় রাজ্য জুড়ে তৈরি প্রশাসন। বন্ধ বিস্তীর্ণ এলাকায় ফেরি যোগাযোগ। বাতিল রয়েছে একাধিক ট্রেন, বিমান। এবার পিছিয়ে গেল প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা। কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে নিরাপত্তাজনিত কারণেই পরীক্ষা পিছনোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সোমবার যে পরীক্ষাগুলি হওয়ার কথা ছিল, তা পিছিয়ে ১৮ জুন নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দেবজ্যোতি কোনার জানিয়েছেন, স্নাতক এবং স্নাতকোত্তরের দ্বিতীয় সেমেস্টারের যেসব পরীক্ষাগুলি ২৭ মে, সোমবার হওয়ার কথা ছিল, সেগুলি পড়ুয়াদের কথা বিবেচনা করে পিছিয়ে ১৮ জুন নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। রেমালের প্রভাবে উত্তাল হবে সমুদ্র। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, রবিবার এবং সোমবার সমুদ্রের উপর ৯০ থেকে ১২০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। এর ফলে ঢেউয়ের উচ্চতাও হবে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে।

এখন একমাত্র ফেস-ভ্যালুতে পার্থ, বালু, অনুব্রত ও শাহজাহানদের ছবি দেখা যায়

মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ শীলভদ্র দত্তের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রবিবাসরীয় সকালে খড়দার নতুন বাজার সংলগ্ন এলাকায় চা চক্রের আসরে জনসংযোগ সারলেন দমদম কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শীলভদ্র দত্ত। মুখ্যমন্ত্রীর ফেস-ভ্যালু নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শীলভদ্র দত্তের কটাক্ষ, একটা সময় মুখ্যমন্ত্রীর ফেস-ভ্যালু ছিল।

এখন মুখ্যমন্ত্রীর ফেস-ভ্যালুতে চাকরি চুরি, রেশন চুরির ছবি দেখা যায়। ওনার ফেস-ভ্যালুতে পার্থ চ্যাটার্জি, বালু, অনুব্রত ও শেখ শাহজাহানদের ছবি দেখা যায়। তাই এখন ওনার ফেস-ভ্যালু বলে কিছুই নেই।

প্রসঙ্গত, দমদম লোকসভা কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থী সৌগত রায়ের সমর্থনে মুখ্যমন্ত্রী একাধিক সভা করেও ফেলেছেন। তা নিয়ে শীলভদ্র দত্তের প্রতিক্রিয়া, উনি সাতটা কেন ১৪ টা সভা করুক। তাতেও কিছু হবে না। আসলে মুখ্যমন্ত্রী ভয় পেয়েছেন। তাই একটা লোকসভায় ওনাকে এতগুলো সভা করতে হচ্ছে। তাঁর কটাক্ষ, মুখ্যমন্ত্রী যত আসবেন, ততই ওনার ভোট কমবে।

বিজেপি প্রার্থীর দাবি, বাংলার মানুষ ভিক্ষের ওপর ভিত্তি করে চলে না। বাংলার মানুষের মেরুদন্ড সোজা আছে। তাই সন্দেশখালির মায়েদের তাড়া খেয়ে শেখ শাহজাহানের মতো গুন্ডাকে পালাতে হয়েছিল। তাঁর আরও দাবি, দমদম কেন্দ্রে বিজেপি জিতবে। কারন, বাংলার মানুষ নরেন্দ্র মোদীকেই চাইছেন। প্রচারে মানুষের সাড়ায় তার প্রমাণও মিলছে।

সম্পাদকীয়

বৈষম্যদুষ্ট, একপেশে, সরকারি নীতিই কি ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্কে বিভেদ তৈরি করে?

সাম্প্রদায়িকতা, জাতি, বর্ণ, রাজনীতি ও ধর্মের ভিত্তিতে মেরুকরণ এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এই বৈষম্য ও বৈপরীত্যের ভিত্তিতে দুই গোষ্ঠীর মেরুকরণ ও সংঘাতের কারণ কিন্তু খুঁজতে হবে কোনও না কোনও সরকারি ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে, যা দুই গোষ্ঠীর মধ্যে দূরত্ব বা ভাঙন সৃষ্টি করে। শ্রমজীবী মানুষ কখনও নিজে থেকে সংঘর্ষ ও হানাহানিতে লিপ্ত হয় না। তাদের সে ইচ্ছা, সময় বা সামর্থ্য কোনওটাই থাকে না। জীবিকা নির্বাহ করতেই তাদের দিন চলে যায়। পারস্পরিক সহানুভূতি, সহায়তা ও ভ্রাতৃত্ববোধই সাধারণ মানুষের জীবনের ভিত্তি। যতই ব্যক্তিগত বা পারিবারিক রেষারেষি ও হিংসা থাকুক না কেন, আপনা থেকে সেই হিংসা সার্বিক ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক আকার ধারণ করে না। 'মেরা হৌ চোঙবা' বা 'মেরা ওয়াউঙবা' একটি মণিপুরি পরব। 'মেরা' হল মাস, 'হৌ চোঙবা' হল ভ্রাতৃত্ব আর 'ওয়াউঙবা' হল বাঁশের আগায় বাতি উত্তোলন। অর্থাৎ, বাঁশের আগায় বাতি উত্তোলন করে ভ্রাতৃত্ব উদ্‌যাপনের উৎসব। প্রতি বছর মেরা মাসে পাহাড়বাসী খ্রিস্টান কুকি ও উপত্যকাবাসী হিন্দু মেইতেইদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ ও ভ্রাতৃত্ব উদ্‌যাপনের উৎসব চলে এক মাস; অক্টোবর মাসের পূর্ণিমা থেকে নভেম্বর মাসের পূর্ণিমা পর্যন্ত। উপত্যকার মেইতেইরা লম্বা বাঁশের আগায় বাতি জ্বালিয়ে পাহাড়বাসীদের যেন সঙ্কেত দেয়; হে পাহাড়বাসী ভাই ও বন্ধু, আমরা উপত্যকাবাসী ভাই ও বন্ধুরা তোমাদের জানাই প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা এখানে ভাল আছি। তোমরা সেখানে ভাল থেকো। এক মাস ধরে চলে পাহাড় ও উপত্যকাবাসীর উপহার বিনিময়, ভোজন ও বিনোদন। অক্টোবরের পূর্ণিমায় পাহাড়বাসীরা নেমে আসে উপত্যকাবাসী মেইতেইদের অতিথি হয়ে। সে দিন মেইতেইরা ফল ও গাঁদা ফুল দিয়ে তুলসীর পুজো করে। এই রকম ঐতিহ্যমণ্ডিত ও প্রীতির সম্পর্ক কী করে ধ্বংসাত্মক রূপ নিতে পারে! বৈষম্যদুষ্ট, অসম, একপেশে, বঞ্চনাময় সরকারি নীতি; জমি কেনাবেচা, বন সংরক্ষণ ও বন-সম্পদের ব্যবহার, জনজাতি সংরক্ষণ, জাতীয় নাগরিক পঞ্জিকরণ; এই ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্কে বিভেদ তৈরি করে, যা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের রূপ নেয়, ও ধ্বংসলীলায় পরিণত হয়। মণিপুরের ঘটনা তারই পুনরাবৃত্তি।

শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মায়ের পুণ্য আবির্ভাব জয়ন্তী

আনন্দময়ী মা-এক স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক চলমান মাতৃপ্রতিমা হিসেবে দেশের সাধারণ এবং সাধুসন্তদের কাছে পূজিতা হয়েছেন। বিংশ শতকের এক বিস্ময় সাধিকা হিসেবে তিনি দেশের সকলের কাছে আদরণীয়া ও পূজিতা। তাঁর কোনও গুরু ছিল না। কিন্তু দেশের সাধু সন্তগণ তাঁকে মা দুর্গারূপে পুজো করেছেন। আনন্দময়ী মায়ের আবির্ভাব বর্তমান বাংলাদেশের খেওরায় ১৮৯৬ সালের ৩০ এপ্রিল। তাঁর পূর্ব নাম ছিল নির্মলা সুন্দরী। হরি নামে মাতোয়ারা সাধক পিতা বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য এবং মোক্ষদা সুন্দরী দেবীর কন্যা। ভক্তি যোগই তাঁর প্রদর্শিত পথ। তিনি তাঁর অনুগামীদের আপন সত্তা ভেবে অন্যদের সেবা করার পরমর্শ দিতেন। তাঁর প্রদর্শিত পথেই যে আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং অভিষ্ট দেবতার সাক্ষাৎলাভ ঘটবে একথা তিনি প্রচার করেছেন। সকলের মধ্যেই ব্রহ্মসত্তা বিরাজমান হিসেবে তিনি সকলের প্রতি সমমনোভাবাপন্ন হয়ে জীবনকাটিয়েছেন।

সংকলন : সত্যব্রত কবিরাজ

জন্মদিন

আজকের দিন

রবি শাস্ত্রী

১৯২৮ বিশিষ্ট ঐতিহাসিক বিপিন চন্দ্রের জন্মদিন।
১৯৫৭ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ নীতিন গডকড়ির জন্মদিন।
১৯৬৫ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় রবি শাস্ত্রীর জন্মদিন।

সাম্রাজ্যবাদ: যুদ্ধই ইতিহাস, বর্তমান, ভবিষ্যৎ

দেবজিৎ ভট্টাচার্য

সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে ছিলেন লেনিন ১৯১৫-১৬ সাল নাগাদ। সেসময় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতা কাউটস্কি দেখিয়েছিলেন, বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা 'অতি-সাম্রাজ্যবাদ'-এর দিকে এগিয়ে চলেছে, যে অবস্থায় বিশ্বে একটি স্থায়ীত্ব আসবে এবং যুদ্ধের কোন ঝুঁকি থাকবে না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিণাম তা বাস্তবে ভুল প্রমাণিত করলো। মার্ক্সবাদী অর্থনীতিবিদ লেনিন কাউটস্কির তত্ত্বকে সমালোচনা করে দেখালেন, সাম্রাজ্যবাদ হল, একচেটিয়া পরজীবী মৃতপ্রায়-পুঁজিবাদ অর্থাৎ পুঁজিবাদ যখন মৃত্যুশয্যায়। সাম্রাজ্যবাদের প্রাথমিক অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য হল, মুক্ত প্রতিযোগিতাকে একচেটিয়া কারবারের সাহায্যে স্থান চ্যুত করা। আর এর স্বার্থেই সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থায় বারেবারে ফিরে আসে যুদ্ধ।

পুঁজির উৎস এবং বিকাশ পর্ব

কার্ল মার্ক্সের পুঁজির ধারনাটি ছিল ধ্রুপদী অর্থনীতির থেকে সম্পূর্ন আলাদা। তিনি 'পুঁজির আদিম লুণ্ঠন' পর্বে দেখিয়েছিলেন, উৎপাদককে উগ্র বল প্রয়োগের দ্বারা উৎপাদনের উপকরণ থেকে বিযুক্ত করার মধ্য দিয়ে পুঁজির সৃষ্টি হয়েছিল। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে তৈরি হল নতুন দ্বন্দ্ব; একদিকে পুঁজি অপরদিকে শ্রম; লুণ্ঠিত উৎপাদনের উপকরণ সৃষ্টি করলো পুঁজির যা উৎপাদনের উপকরণ থেকে বিযুক্ত নিঃস্ব মানুষকে শ্রম বিক্রি করতে বাধ্য করলো। ইউরোপের সমাজ বিকাশের ধারায় যোগ হল নতুন পর্ব, পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক। এর থেকে এলো পণ্য, দাম, মুনাফা, বাজার, বর্ধিত পুনরুৎপাদন ইত্যাদি। পণ্য উৎপাদনের সার্বিক প্রয়োজনীয়তা এবং শ্রমশক্তির পণ্যে রূপান্তর হল পুঁজিবাদী সম্পর্কের দুটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। প্রথমে বণিক-পুঁজির পণ্য থেকে শুরু করে হস্তশিল্পের গিল্ড পর্ব তার পর ম্যানুফ্যাকচারিং পার হয়ে পুঁজিবাদ পৌঁছালো কলকারখানা ভিত্তিক বৃহৎ শিল্পে। জন্ম নিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্ব প্রদানকারী সর্বহারাশ্রেনী। এই শ্রেনীকে গোড়া থেকে খতম করতে পুঁজিপতিশ্রেনী দায়িত্ব সহকারে জন্ম দিল সংশোধনবাদের। তখন পুঁজির একাধিপত্যের স্বার্থে পুঁজিবাদ ছুটলো সরল পুনরুৎপাদন থেকে বর্ধিত পুনরুৎপাদনের দিকে। প্রতিষ্ঠিত হল পুঁজিপতিশ্রেনীর অতি-মুনাফার খেলা, বাজার দখলের প্রতিযোগিতা ও পুঁজির উপরে একচেটিয়া কেন্দ্রীভবন। এ ধরনের শিল্পোন্নত, শক্তিশালী পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের ভেতরে ব্যাংক ও শিল্প পুঁজির মেলবন্ধনে তৈরি হয় বিপুল পরিমাণে লগ্নি পুঁজি। যার নিয়ন্ত্রক মূলত শিল্পোন্নত রাষ্ট্রের কিছু মুষ্টিমেয় বৃহৎ পুঁজিপতিশ্রেনী। সূচনা হল সাম্রাজ্যবাদের। তাই লগ্নি পুঁজির গর্ভে বেড়ে ওঠলো ফ্যাসিবাদও।

সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন

অসম বিকাশের সুযোগে সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া বৃহৎ পুঁজিপতিশ্রেনীর বাজার দখল ও অতি-মুনাফার খেলায় লগ্নি পুঁজির বিপুল রপ্তানির প্রয়োজন হয়ে পড়ে অন্যান্য পিছিয়ে পড়া দেশগুলিতে। ফলে রোধের মুখে পড়ে সেই দেশগুলির দেশীয়-পুঁজির বিকাশ এবং এই সাম্রাজ্যবাদী লগ্নি পুঁজির লুণ্ঠনের স্বার্থে লগ্নি পুঁজি এবং সেই দেশগুলির সামন্তশ্রেনীর মিলিত বন্ধনে পিছিয়ে পড়া দেশ তথা উপনিবেশ, আধা উপনিবেশগুলিতে জন্মালো এক নতুন ধরনের দালাল বুর্জোয়া, আমলাতান্ত্রিক মুৎসুদ্দী পুঁজিপতিশ্রেনী (যারা সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত)। এর পর সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া বৃহৎ পুঁজিপতিশ্রেনীর অতি-মুনাফা ও বাজার দখলের খেলায় বাঁধলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, বিকশিত হল ফ্যাসিবাদের প্রয়োজনীয়তা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। তার পরেও পুঁজিবাদ ঘুরে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টায় বর্ধিত পুনরুৎপাদনের মধ্যে দিয়ে আরো এক নতুন অধ্যায় সূচিত হল, বিশ্বায়নের।

বিশ্বায়ন-পরবর্তী সাম্রাজ্যবাদ

এ পর্বে সারা বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী লগ্নি পুঁজি বৃহৎ গোষ্ঠীগুলির বিভিন্ন ধরনের একচেটিয়া জোট ও তার দ্বারা নিয়ন্ত্রণের মধ্যমে ফুলে-ফলে বিকশিত হওয়ার ফলে সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন চূড়ান্ত পর্যায় ধাবিত হল। এ পর্বের শুরুতেই একচেটিয়া লগ্নি পুঁজির কারবারিরা ঝুঁকে পড়লো কম বিনিয়োগকারী লগ্নির মাধ্যমে স্বল্প মেয়াদী সময়ে অতিরিক্ত মুনাফা লুটের নেশায়। বাজারে এলো 'শেয়ার-হোল্ডার পুঁজিবাদ'। এই সময় থেকে একচেটিয়া পুঁজিপতিশ্রেনীর 'পুঁজির আদিম লুণ্ঠন' প্রক্রিয়ার নয়াপর্ব চালু হল। এবারে কেবল উৎপাদনের উপকরণ বা শ্রম লুট নয়, লুট হতে থাকলো মানুষের সঞ্চিত টাকা, ছোট-মাঝারি ব্যবসাদারদের পুঁজি, শেয়ারে মাধ্যমে। ফলত, বৃহৎ লগ্নি পুঁজি গোষ্ঠীগুলি গ্রাস করতে থাকলো সর্বত্র একচ্ছত্র, একচেটিয়া ভাবে। এর ফলে পুঁজিবাদের বুনিয়াদি সংকট ও দ্বন্দ্বগুলি আরোও প্রকট আকার ধারণ করলো। লগ্নি পুঁজি বৃহৎ গোষ্ঠীগুলি গ্রাস করতে শুরু করলো ছোট, মাঝারি পুঁজিকেও। তাই এখনো লেনিনের সংজ্ঞাই যথার্থ, তসাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে পুঁজিবাদী বিকাশের সেই স্তর, যেখানে একচেটিয়া কারবার ও লগ্নি পুঁজির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত, যেখানে পুঁজি রপ্তানি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে, যেখানে আন্তর্জাতিক ট্রাস্টগুলির মধ্যে বিশ্বে ভাগবাটোয়ারা শুরু হয়েছে এবং বৃহত্তম পুঁজিবাদী শক্তিগুলির মধ্যে ভূগোলকের সমস্ত অঞ্চলের বাটোয়ারা সমাপ্ত হয়েছে।দ

এই পর্বকে পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ রূপ সাম্রাজ্যবাদ তথা সাম্রাজ্যবাদের সব থেকে কুৎসিত, লগ্নি পুঁজির-নয়া উদারবাদী পর্যায় বলা যেতেই পারে। যেখানে লগ্নি পুঁজির প্রসারের স্বার্থে ফাটকা মাধ্যমগুলি সারা বিশ্বে ব্যাপক আকারে খুলে যায়। এই সময় যে কোন সমষ্টি গত মালিকানা, রাষ্ট্রের অধীনে থাকা দেশীয় সম্পদ সব পরিণত হয় সাম্রাজ্যবাদী লগ্নি পুঁজির বৃহৎ গোষ্ঠীগুলির কারবারিদের ব্যক্তি মালিকানায়। ফলে রাষ্ট্রের অধিকার ক্রমশই সংকুচিত হয়ে ঠেকে কেবলই, লগ্নি পুঁজির স্বার্থ রক্ষার্থে। তাই উত্তর-আধুনিক তাত্ত্বিকেরা বলেন, লগ্নি পুঁজির এই প্রসারের পথ বিস্তৃত আকারে খুলে যাওয়ার ফলেই সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে। আগে সাম্রাজ্যবাদ যে কাজটি করতো যুদ্ধের মাধ্যমে এখন সে করে, বহুজাতিক কোম্পানি, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও তার নীতিমালা, বিধিবিধান, চুক্তি এবং বিজ্ঞান, প্রযুক্তিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। অর্থাৎ তারা বোঝাতে চান এই যে, সাম্রাজ্যবাদ আগে যে কাজটি করতে ব্যবহার করতো কামান,বন্দুক, এখন সে কাজটি করে জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, ব্রিকস, এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাংক প্রভৃতির মাধ্যমে। কিন্তু এই কারণে কী সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধে প্রয়োজনীয়তা কখনোই ফুরাতে পারে!

বর্তমানের যুদ্ধের পরিবেশ

বিশ্বায়নের সময় জুড়ে পিছিয়ে পড়া দেশগুলিতে লগ্নি পুঁজির ফাটকা প্রসারের হাত ধরে এবং সামন্তশ্রেনীর অংশের মিলিত বন্ধনে গড়ে উঠেছে নব্য আমলাতান্ত্রিক মুৎসুদ্দী পুঁজিপতিশ্রেনী। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, এদেশের আম্বানি-আদানি গোষ্ঠীদের। যাঁদের দ্বারাই আজ মূলত তৃতীয় বিশ্বে (এ দেশে) সাম্রাজ্যবাদীদের একচেটিয়া লগ্নি পুঁজির লুণ্ঠন অব্যাহত। তবে যেহেতু এই সময় সাম্রাজ্যবাদ স্বল্পমেয়াদি সময়ে একচেটিয়া ফাটকা মুনাফার উপরে বেশি ঝুঁকে পড়ে সেহেতু উৎপাদন - উৎপাদনশীলতা বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে কমতে থাকে যা পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কে মূলে ধাক্কা দেয়(যা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন বহু পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদেরা)। ফলে অতি-মুনাফার লোভ, বাজার দখলের প্রয়োজনে পুঁজির বর্ধিত পুনরুৎপাদনের স্বার্থে যুদ্ধ প্রায়শই প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তবে এ পর্বে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি সবসময়ই তৃতীয় বিশ্বের ঘাড়ের উপরে বন্দুক রেখে যুদ্ধ চালাতে চায় এবং নিজেরা সরাসরি সেই যুদ্ধে যুক্ত না হয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অন্যান্য পিছিয়ে পড়া দেশের 'পুতুল' সরকারের মাধ্যমে যুদ্ধ পরিচালনা করতেই তদপর হয়ে উঠে। তাই আমরা দেখতে পাই, এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকায় প্রায় সময়ই যুদ্ধ চলে। লগ্নি পুঁজি প্রসারে স্বার্থে এ যুদ্ধ কখনো রাষ্ট্র জনগণের উপরে নামিয়ে আনে, আবার কখনো সাম্রাজ্যবাদীদের বাজার দখলের প্রতিযোগিতার খেলায় দুই পড়শী দেশের মধ্যেও চলে। তাই সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থায় ইউরোপে যুদ্ধ বাঁধলে তা বন্ধ করবার যতটা তৎপরতা দেখা যায় তেমনটা দেখা যায় না মধ্যপ্রাচ্যের ক্ষেত্রে।

প্রধান বিপদ সংশোধনবাদ ও ফ্যাসিবাদ

সংশোধনবাদকে পুঁজিবাদ শুরুর সময় থেকেই লালন-পালন করেছিল, সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবকে গোড়া থেকে ধ্বংস করবার জন্যে। আর লগ্নি পুঁজি গর্ভে বেড়ে উঠেছিল ফ্যাসিবাদ যা লগ্নি পুঁজির পথ প্রসারের ক্ষেত্রে রাজনৈতিকভাবে প্রধান ভূমিকা পালন করছে, বিশেষত নব্বইয়ের দশক থেকে। এখন আমরা দেখতে পাই যে, নয়া ঔপনিবেশিক বিশ্বব্যবস্থায় পরিচালিত নানান দেশেই ফ্যাসিবাদী ও সংশোধনবাদী শাসকের উদ্ভব হয়েছে। এই দুই শক্তির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব ও বোঝাপড়ার ঠেকনার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী লগ্নি পুঁজির পথ-প্রসার বিস্তৃত আকারে চলছে, কখনো তা চরম ভাবে আবার কখনো তা নরম ভাবে কিছু আর্থিক সংস্কার, সামাজিক প্রকল্পের মাধ্যমে। মূলত এই দুই শক্তি যুগল বন্দী হয়ে সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্বকে আগলে রেখেছে। সংশোধনবাদ যদি হয় পুঁজিবাদের নিকৃষ্টতম-আদি রূপ, তবে ফ্যাসিবাদকে সাম্রাজ্যবাদী লগ্নি পুঁজির একচেটিয়া গোষ্ঠীগুলির লুণ্ঠনের সব থেকে হিংস্রতম-ভয়ংকর ও চূড়ান্ত পর্যায় বলা যেতে পারে।

যুদ্ধই ভবিষ্যৎ

বিশ্বায়ন পরবর্তী পৃথিবীতে, সাম্রাজ্যবাদের এই কুৎসিত পর্বে যুদ্ধের শেষ নেই। কিন্তু তাতে সাম্রাজ্যবাদী দুই শক্তির সরাসরি যোগাযোগ খুব কম লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু অতি-মুনাফার ঝোঁকে সাম্রাজ্যবাদের মূলগত সমস্যা দেখা দেয়, উৎপাদন-উৎপাদনশীলতা কমে যাওয়ার ফলে(নেট ওয়ার্থ অনুযায়ী অ্যাপল, অ্যামাজন, গুগল, মাইক্রোসফট, ফেসবুক, টেনসেন্ট এবং আলিবাবা বর্তমান পুঁজিবাদের নিয়ন্ত্রক, যাঁদের উৎপাদনের সাথে তেমন কোন সংযোগ নেই। এর ফলে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কে মূলগত ভীতে ধাক্কা লাগে, যা বিশ্ব-পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার বুনিয়াদের মূলগত জায়গায় সপাটে আঘাত করে। তাই সাম্রাজ্যবাদী লগ্নি পুঁজির একচেটিয়া গোষ্ঠীগুলির নতুন করে বৃহৎ শিল্পকে ক্ষুদ্র আকারে ভেঙে-ভেঙে পুঁজির পুনরুৎপাদনের মধ্যেমে নতুন উৎপাদন প্রক্রিয়া চালু করবার স্বার্থে শ্রমের বাজার একচেটিয়া দখলের তোড়জোড় পুনরায় জোরকদমে শুরু হয়েছে। যার ফলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যেকার বোঝাপড়া ক্ষয়ের দিকে এবং সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বার আশঙ্কা ক্রমাগত বাড়ছে। তাই এখন পিছিয়ে পড়া দেশে আর সস্তার শ্রমিক-বাহিনী মজুত রাখা নয়, নানা সাম্রাজ্যবাদী জোটের মাধ্যমে অস্ত্র-শস্ত্র সহ যুদ্ধের চুক্তিভিত্তিক ভাড়াটে সেনাবাহিনী-ও মজুত রাখা ভালো মাত্রায় শুরু হয়েছে।

সৃজনশীল জনগণের জনমতেই যাদবপুরে এবার অনির্বাণ

প্রদীপ মারিক

ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে যাদবপুরের জনগণ নরেন্দ্র মোদির পক্ষে জনমত দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় স্রোতের মত ভারতীয় জনতা পার্টিকে জনমত দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন তারা নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বেই দেশ গঠনের পক্ষে। যাদবপুর একদা ছিল বাম গড় ক্রমে সে গড় চলে যায় বর্তমান রাজ্যের আঞ্চলিক শাসক দলের হাতে। ২০২৪ লোকসভা ভোট কিন্তু অন্য রকম মাত্রা নেবে কারণ নরেন্দ্র মোদি যেমন কেন্দ্রের পাহারায় তেমন শুভেন্দুরা এই যাদবপুরের প্রত্যেকটি মানুষের পাহারার দায়িত্ব নিয়েছেন। একজন মায়ের কোল খালি হতে তারা দেবেন না। এটাই তাদের দৃঢ় অঙ্গীকার। ভোট স্বচ্ছ হোক দেখা যাক কে জয়ী হন? স্বচ্ছ ভোট হলে বাংলার অন্যান্য জায়গার মতোই বঙ্গের আঞ্চলিক শাসকদল ধরাশায়ী শুধু হবেই না যাদবপুর লোকসভায় দ্বিতীয় স্থান দখল করতে পারবে কিনা সন্দেহ আছে, কারণ বাম এবং আই এস এফ এর প্রার্থী যথেষ্ট কর্মকুশলী। তারা প্রত্যেক মানুষের কাছে পৌঁছতে চাইছে। রাজ্যের অন্যতম নজরকাড়া কেন্দ্র যাদবপুর। এই কেন্দ্রের মধ্যে যেমন পড়ে শহরাঞ্চল, তেমনি রয়েছে সবুজ শ্যামল গ্রাম, আছে পিয়ালী নদী, এই লোকসভায় যেমন বুদ্ধিজীবী মানুষের বাস তেমনি রয়েছে কৃষক-শ্রমজীবী মানুষও যারা অত্যন্ত সহজ সরল। বিজেপি প্রার্থী অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায় যথেষ্ট মার্জিত, প্রতিবাদী এবং অবশ্যই যাদবপুরের মানুষের পক্ষে নরেন্দ্র মোদির ন্যায়বিচারের হাতিয়ার। কিশোর থেকে শুরু করে প্রবীনরা যে ভাবে অনির্বানকে যাদবপুরের ভরসা হিসাবে ভাবছেন তাতে আঞ্চলিক শাসক দল ভ্রু-কুঞ্চিত, ২০২৪ সালে তাদেরকে যে নির্মূল করেই ছাড়বে যাদবপুরের জনগণ তাদের মূল্যবান জনমত দিয়ে তা একশো শতাংশ নিশ্চিত। রামলালা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যে ভক্তির বাতাবরণ সারা দেশে তৈরি হয়েছে, সেখানে ভারতবাসীর মনে হিংসা-দ্বেষ ব্যাপারটাই দূরীভূত হয়েছে। যাদবপুরের সর্ব ধর্মের মানুষ মনে করে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বেই তারা সব থেকে বেশি নিরাপদ। ডঃ অনির্বান গঙ্গোপাধ্যায় সহ বাকী বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে বিশাল জনসমাবেশ, পথসভা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিচ্ছে যাদবপুরের মানুষ পরিবর্তন চায় এবং বিজেপির প্রতি তাদের আস্থা রয়েছে বলেই তৃনমূলকে আর তারা ভয় পাচ্ছে না তারা স্বতস্ফুর্তভাবে বিজেপির সাথে যুক্ত হতে চাইছে। এটাই তো স্বতঃস্ফূর্ত ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে যাদবপুরের জনগণের রায়। সিপিএম এর তরুণ তুর্কি পার্থী সৃজন ভট্টাচার্য্য। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে বাংলার বামপন্থীরা যেমন তরুণ প্রার্থী বেছে নিয়েছেন তা সাম্প্রতিক বাংলার ভোট রাজনীতিতে বিরল। সব কিছুই হলো কিন্তু অনেক পরে, কারণ বাংলায় ক্ষমতাশীল আঞ্চলিক দলকে সরাতে গেলে ভারতীয় জনতা পার্টির মত দলকে প্রয়োজন। যারা কাঁটার মত টক্কর দিতে পারবে তোলামুলের সাথে। যাদবপুরের রুচিশীল শিক্ষিত এবং সৎ সাহসী খেটে খাওয়া সংখ্যালঘু মানুষরা এখন ভারতীয় জনতা পার্টিকেই পছন্দ করেন, কারণ তারা বুঝতে পেরেছে এত দিন তাদেরকে ভুল বুঝিয়ে চলেছিল আঞ্চলিক শাসক দল। তারা বুঝতে পেরেছেন নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বেই তারা বেশি নিরাপদ। শুধু মুখের কথা নয় মোদি দেখিয়ে দিলেন, তিনি যা বলেন তাই তিনি ভারতবাসীর জন্য করে দেখান। গবেষণার অর্থভাণ্ডার তৈরি করে মোদি সরকার বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির জন্য একটা ডিজিটাল প্লাটফর্ম গড়েছেন, 'টেক-স্যাভি'র মাধ্যমে। যা যুব প্রজন্মের জন্য এক স্বর্ণযুগ সৃষ্টি করবে। এক লাখ কোটি টাকার যে অর্থ ভাণ্ডার তৈরি করা হবে, তাতে ৫০ বছরের জন্য সুদ দিতে হবে না। দীর্ঘকালীন মেয়াদের জন্য ঋণ নেওয়া যাবে। নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে ভারতিবাসীর সমোচ্চারিত কণ্ঠস্বর 'জয় জওয়ান, জয় কিষাণ, জয় বিজ্ঞান এবং জয় অনুসন্ধান'। শহর শহরতলী গ্রামের প্রত্যেক মানুষের বিকাশের লক্ষ্য তাদের উৎপাদন বিভিন্ন পণ্যের সঙ্গে ডিজাইনিং বিজ্ঞান যুক্ত করে স্টার্ট-আপের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে প্রচুর কর্মসংস্থান তৈরি হবে, অর্থনীতির ভাষায় যাকে সুইট স্পট বলা হয়ে থাকে। ভারতের বিকাশের জন্য চাই নারীশক্তির বিকাশ। মোদী সরকার, তিন তালাক রদ করেছে, সংসদ ও রাজ্যের বিধানসভায় মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত করা হয়েছে। বাড়িতে এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার প্রদান করা হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে পিএম আবাস যোজনার ৭০ শতাংশ বাড়ির মালিকানা বা যৌথ মালিকানা দেওয়া হয়েছে মহিলাদের। মহিলাদের প্রকল্প 'লাখপতি দিদি'তে জোর দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে ২ কোটি মহিলার অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। এই লক্ষ্যমাত্রা আগামী দিনে বাড়িয়ে ৩ কোটি করা হচ্ছে। সার্ভাইক্যাল ক্যান্সারের ভ্যাকসিন নিতে পারবেন দেশের মহিলারা। মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্যের জন্য একাধিক প্রকল্প কার্যকর হবে। ভারতের বিকাশ মানে কৃষকদের বিকাশ। পিএম বিশ্বকর্মা যোজনার মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে দেশবাসী। ১১.৪ কোটি কৃষকদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। পিএম ফসল বিমা পেয়েছেন ৪ কোটি কৃষক। গরিব মানুষদের উন্নতিতেই দেশের উন্নতি। ৮০ কোটি মানুষকে বিনামূল্যে রেশন দিচ্ছে মোদি সরকার, সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুফল পাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। স্বাস্থ্যের জন্য আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প কার্যকর করতে চায় মোদি সরকার কিন্তু রাজ্যের আঞ্চলিক শাসক দল কিছুতেই সেই সুযোগ দিতে চায় না। অলিগর মুসলিম ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন উপাচার্য তারিক মনসুর তার সাম্প্রতিক এক গবেষণা পত্রে উল্লেখ করেছেন কেন সংখ্যালঘু মানুষরা ২০২৪ সালের নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদির পক্ষে তাদের জনমত দেবেন। আপামর মুসলিম সম্প্রদায় মোদি সরকারের দ্বারা উপকৃত হয়েছেন। তিন তালাক প্রথা অবাসনের জন্য আইন প্রণয়ন করে বিজেপি সরকার নারীদের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছে। মোদি সরকারের সমস্ত জনমুখী পরিকল্পনা সংখ্যালঘু মানুষরা সুবিধা পাচ্ছে। বিশ্বের মুসলিম দেশ গুলির সঙ্গে অত্যন্ত সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলছেন নরেন্দ্র মোদি। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপি কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর কোন রকম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় নি। সারা বিশ্ব যখন নানা রকম সংঘাতের মধ্যে দিয়ে চলছে ঠিক তখন প্রয়োজন শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন। বিজেপিকেই তাই ব্যাবসায়ী, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র, রুচিশীল সমস্ত সংখ্যালঘু মানুষরা সমর্থন করে। মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চ, রাষ্ট্রবাদী মুসলিম পসমন্দা মাজাজ, সুফি ইসলামিক বোর্ড, আহমেদিয়া মুসলিম ইউথ এসোসিয়েশন, ইন্ডিয়ান মাইনরিটিজ ফাউন্ডেশন মনে করে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে সমস্ত মুসলিমরা সুরক্ষিত। কারণ তারা মনে করে নরেন্দ্র মোদির সঙ্গেই তারা সবকা সাথ সবকা বিকাশের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছেন ভারতবর্ষকে তারাও তাদের সাথে সেই দিকেই এগিয়ে যেতে চায়। যদিও মানতে বাধা নেই যাদবপুরে ভারতীয় জনতা পার্টিকে কঠিন লড়াইয়ে ফেলে দেবে আই.এস.এফ। দলটি ২০২১ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আগে গঠিত হয়েছিল। ভারতীয় সেক্যুলার ফ্রন্ট (সংক্ষিপ্ত নাম - ISF হল একটি ভারতীয় রাজনৈতিক দল যা পশ্চিমবঙ্গে হুগলি জেলার ফুরফুরা শরীফের মাজারের একজন প্রভাবশালী ধর্মগুরু আব্বাস সিদ্দিকী দ্বারা গঠিত। যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির পর যদি কোন দল দ্বিতীয় স্থানে আসে সেটা হল আই এস এফ। আইএসএফ-এর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর নওশাদ সিদ্দিকী। তিনি যাদবপুর লোকসভার অন্তর্গত ভাঙরের বিধায়ক। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও বলতে দ্বিধা করেন না, নওশাদ ভাইয়ের প্রতিবাদের ভাষা আছে। জোর করে মিথ্যা মামলায় জেল বন্দি করেও তাকে দমানো যায় না। যে ভাষায় তোলামুলের চার ফুটের নেতাদের সঙ্গে চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারেন তা প্রশংসার যোগ্য। যাদবপুরের সঠিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষিত বামপন্থীদের মোদির হাত ধরতেই হবে। রাজ্যে ক্ষমতাশীল আঞ্চলিক দলকে সরিয়ে নতুন ভাবে ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করতে হলে বামপন্থীদের ২০২৪ সালের তাদের প্রদত্ত মতামত ভারতীয় জনতা পার্টিকে দিতেই হবে। রাজ্যের আঞ্চলিক দলের ভোট লুট আটকাতে শুভেন্দুরা একাই একশো। তবু সজাগ থাকতে হবে বামপন্থী এবং আই এস এফ দের কারণ মানুষের ভোট একটাও পাবে না আঞ্চলিক দল তাই যেন তেন প্রকারে ভোট লুট করতে চাইবে। ভোট লুট আটকাতে হবে। ভারতীয় জনতা পার্টির বুথের এজেন্টদের তোলামুল ভয় দেখাবে, যাতে তারা না বসে। কিন্তু অকূতভয় হয়েই প্রত্যেক এজেন্টকে বসতে হবে, কারণ ভারতীয় জনতা পার্টিতে শুভেন্দুরা এবং অগ্নিমিত্রারা আছে। যারা যে কোন মূল্যে কর্মীদের পাশে উত্তরপ্রদেশের যোগিজির মত বুলডোজার দাদা দিদি হয়ে থাকবেন। এবার কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনে যাদবপুরের রাজ্যের আঞ্চলিক শাসকদল। মসনদ যে তার রইলো না এ বিষয়ে একশো শতাংশ নিশ্চিত। শুধু সময়ের অপেক্ষা আঞ্চলিক দলের কাগুজে গর্জন যাদবপুরের কত নম্বর স্থানে শেষ হয়, দ্বিতীয়? না তৃতীয়!

মতামত লেখকের নিজস্ব

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের পর মুখ খুললেন বিধায়কের স্বামী, প্রকাশ্যে গোষ্ঠীকোন্দল !

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: হাড়োয়ার সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মিনাখাঁর বিধায়ক ঊষারানি মণ্ডল ও তাঁর স্বামী মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডলের সভায় অনুপস্থিতির কারণে ক্ষোভ উগড়ে দেন। তাঁর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মুখ খুললেন বিধায়কের স্বামী মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল।

তাঁর দাবি, মুখ্যমন্ত্রীকে ভুল বোঝানো হয়েছে। আর এই ভুল বোঝানোর কাজ করেছে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা নেতৃত্ব। তাঁর আরও দাবি, আবদুল খালেক মোল্লা এলাকায় একের পর এক অন্যায় করছেন। হাড়োয়ার বিধায়ক তথা বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হাজি শেখ নুরুল ইসলামকে দাঙ্গাবাজ, দুর্নীতিগ্রস্থ, তোলাবাজ বলে একাধিকবার বিষোদগার করেছেন। তার প্রমাণও আছে। শুধু তাই নয়, তার আরও অভিযোগ, খালেক মোল্লা তাঁকে ও তাঁর বিধায়ক স্ত্রীকে জেলা নেতৃত্বের সামনে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ সহ অপমান করেছেন। অথচ জেলা নেতৃত্ব নির্বিকার ছিল। উলটে তাঁদের চুপ করতে বললেও বিরুদ্ধে তাঁরা নিশ্চুপ ছিলেন।

জেলা নেতৃত্ব কেন চুপ ছিল? কেন তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীকে ভুল বুঝিয়েছেন? তার পিছনেও কারণ আছে বলে দাবি মৃত্যুঞ্জয়বাবুর। এখনই সেই বিষয়ে মুখ না খুললেও পরবর্তীতে সব প্রকাশ্যে আনবেন বলেও দাবি করেছেন বিধায়কের স্বামী। স্বাভাবিক কারণেই বসিরহাট লোকসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল ও খালেকের সঙ্গে জেলা নেতৃত্বের দহরম মহরমের কারণ প্রকাশ্যে আসল। ফলে সপ্তম দফা ভোটের আগে তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব অস্বস্তিতে বলেই দাবি ওয়াকিবহাল মহলের।

প্রসঙ্গত, বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের প্রার্থী হাজি নুরুল ইসলামের সমর্থনে হাড়োয়ার সার্কাস ময়দানে এক জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল শনিবার বিকেলে তৃণমূলের পক্ষ থেকে। সেই জনসভায় মিনাখাঁ বিধানসভার বিধায়ক ঊষারানি মণ্ডল ও তাঁর স্বামী উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল উপস্থিত না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেসের দলে থাকবেন অথচ মিটিংয়ে আসবেন না, তাঁদের সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক নেই। আমি আজই বলে গেলাম, আপনাকে নিয়ে দল চলবে না ব্লকে যাঁরা আছেন, তাঁরা বিষয়টি দেখে নেবেন। যতক্ষণ সে ক্ষমা না চাইবে, ততক্ষণ মিনাখাঁর বিধায়িকা ঊষারানি মণ্ডলকে আমরা মানছি না, মানব না। যারা বিজেপির সঙ্গে আঁতাত করে তাঁদের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। তৃণমূল নেতা তৈরি করে, একজন নেতা চলে যায় হাজার হাজার নেতার জন্ম দেয়, আপনি আপনার স্বামী দলটাকে বেচে দেবেন আমরা সেটাকে সমর্থন করব না।'

তৃণমূলের পতাকা পোড়ানোর অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগ। ইন্দাসে রাতের অন্ধকারে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা ছিঁড়ে পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। যদিও এটা তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বলে দাবি বিজেপির।

ভোট পর্ব মিটতেই ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগ উঠল ইন্দাস ব্লকের কড়িশুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের জয়নগর গ্রামে। তৃণমূলের অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা জয়নগর গ্রামে নির্বাচনের জন্য লাগানো তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা ছিঁড়ে পুড়িয়ে দেয়। বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল জানান, বিজেপি প্রার্থী নিজের হার নিশ্চিত বুঝে ঝামেলা পাকানোর জন্য রাতের বেলায় ইন্দাসে যান এবং তাঁর সঙ্গে কিছু দুষ্কৃতি বাহিনী ছিল, এরপর জয়নগর গ্রামে তৃণমূলের দলীয় পতাকা ছিড়ে পুড়িয়ে দেন। এটাই বিজেপির কালচার। তাঁদের কালচারকে ধিক্কার জানান তিনি। বিষয়টি নির্বাচন কমিশনারের কাছে জানানো হবে বলেও দাবি করেন।

বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির মুখপাত্র দেবপ্রিয় বিশ্বাসের দাবি, এটা তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, বিজেপি এই ধরনের কাজ করে না। কোনও রাজনৈতিক দলের দলীয় পতাকা নীচে পড়ে থাকলে বিজেপি কর্মী তা তুলে দেন। তৃণমূল হারছে চার তারিখের পর বুঝতে পারবে। আর সুজাতা মণ্ডল এই ধরনের কথা বলবেন কারণ তৃণমূল তাঁকে টিকিট দিয়েছে।

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৩৩(১) (লিকুইডেশন রেগুলেশন) এবং তৎসহ পঠিত ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড (কোড) অধীনে সম্পদ বিক্রির ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ। এতদ্বারা সাধারণের প্রতি নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে আরএনএম ইনফ্রা প্রা লি এর সম্পদসমূহ **''যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে'' এবং '' যা আছে ভিত্তিতে'' এবং ''যেখানে আছে ভিত্তিতে'' এবং ''কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত''** সারণিতে উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ে দেউলিয়াগ্রস্ত অধীনে বিক্রয় করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নিম্নোক্ত সারণিতে সম্পত্তি অনুযায়ী উল্লেখ করা হবে। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ওয়েব পোর্টাল **www.airauctioneer.com** মাধ্যমে বিক্রয় সম্পাদিত হবে। সাধারণের কাছ থেকে ব্যক্তিগত বা যথাযথ অনুমোদিত প্রতিনিধির কাছ থেকে ডাক আহ্বান করা হচ্ছে।

সম্পদের তপশিল (লাখ টাকায়)

লট নং	সম্পদের বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	বর্ধিতকরণ পরিমাণ
১.	সাথী অ্যাপার্টমেন্ট অফিস রুম নং জি-১, একতলা, ৩০ মুখার্জি পাড়া লেন, ওয়ার্ড নং ৭, শ্রীরামপুর [illegible]	১৮.৫০	১.৮৫	০.৩৭
২.	সাথী অ্যাপার্টমেন্ট, অফিস রুম নং জি-২, একতলা, ৩০ মুখার্জি পাড়া লেন, ওয়ার্ড নং ৭, শ্রীরামপুর [illegible]	১৭	১.৭	০.৩৪

টেন্ডার আবেদন ফর্ম দাখিলের শেষ তারিখ: ১১.০৬.২০২৪, বিকেল ৫.৩০ টা
ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ: ২১.০৬.২০২৪ | বিকেল ৫.৩০ | অকশন শেষ তারিখ: ২৩.০৬.২০২৪, দুপুর ২.৩০ টা।

[illegible]

তারিখ: ২৭.০৫.২০২৪
স্থান: কলকাতা
কনক রায়
লিকুইডেটর মেসার্স আরএনএম ইনফ্রা প্রা লি
আইবিবিআই রেজি নং IBBI/IPA-003/IPA-ICAI-N-00204/2018-2019/12456

যোগাযোগের ঠিকানা: [illegible] cirp.rnminfra@gmail.com
[illegible] অ্যাপার্টমেন্ট, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০১০৭, kanak1686@gmail.com

জায়গা দখলের প্রতিবাদে দুষ্কৃতী হামলায় আক্রান্ত বৃদ্ধ দম্পতি পরিবারের সদস্যরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: জায়গা দখলের দাবিতে প্রতিবাদ করায় দুষ্কৃতীদের হামলায় আক্রান্ত হলেন এক বৃদ্ধ দম্পতি ও তাঁর পরিবারের বেশ কয়েকজন সদস্য। এমনকি বাড়ির কয়েকজন মহিলাকেও মারধর করে দুষ্কৃতীরা বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকার এক গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ উঠেছে। আহতদের চিকিৎসা চলছে মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। রবিবার সকালের এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ইংরেজবাজার থানার কাজিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষ্মীপুর এলাকায়। পুরো বিষয়টি নিয়ে ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন বৃদ্ধ দম্পতির ছেলে মণি শেখ। পুরো ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত বৃদ্ধ দম্পতির নাম ফারুক শেখ (৫৮) এবং দুলালি বিবি (৫০)। লক্ষ্মীপুর এলাকায় তাঁদের তিন কাঠা জমি স্থানীয় মাটি মাটিয়ারা জোর করে দখল করে নিয়েছে বলে অভিযোগ। এনিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই গোলমাল চলে আসছে। আর এই ঘটনার পিছনে সংশ্লিষ্ট এলাকার এক পঞ্চায়েত সদস্য জড়িত রয়েছে বলে আক্রান্ত বৃদ্ধ দম্পতি অভিযোগ।

আক্রান্ত বৃদ্ধ দম্পতির ছেলে মণি শেখ জানিয়েছেন, 'কাজিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য মাইনুল শেখ ও তাঁর দলবল আমাদের তিন কাঠা জমি জোর করে দখল করে রেখেছেন। প্রতিবাদ করাতেই ওঁরা দীর্ঘদিন ধরে প্রাণে মারার হুমকি দিচ্ছেন। রবিবার সাত সকালেই দলবল নিয়ে মাইনুল শেখ আমাদের বাড়িতে হামলা চালান। বৃদ্ধ বাবা ও মাকে ব্যাপক মারধর করেন। বাড়ির আসবাবপত্র ভাঙচুর করেন। প্রতিবাদ করায় ওঁরা আমাদেরও মারধর করেছেন। এমনকি বাবা এবং আমাকে ওঁরা বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে একটি পরিত্যক্ত জায়গায় আটকে রেখেছিলেন। পরে পুলিশি মারফত আমরা উদ্ধার হয়েছি। পুরো বিষয়টি নিয়ে ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু পুলিশ এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করেনি।'

এদিকে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই কাজিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্য মাইনুল শেখ দাবি করে, এই ধরনের কোনও ঘটনাই ঘটেনি। তাঁর বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে। পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা

(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)

ইবিল ট্রেডেক্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	ইবিল ট্রেডেক্স প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	১০.০২.২০১৬
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	আরওসি কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U74900WB2016PTC209711
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	৯/২এ, তপসিয়া রোড (দক্ষিণ), কলকাতা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৪৬ এবং ২২৮, শান্তিপল্লী, ব্লক বিএ-১, ২য় তল, শরৎ পার্ক, রাজডাঙা মেন রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০১০৭
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	২২.০৫.২০২৪ (এনসিএলটি আদেশ গৃহীত ২৪.০৫.২০২৪)
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	১৮.১১.২০২৪
৮.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	পঙ্কজ কুমার টিবরেওয়াল আইবিবিআই রেজি. নং IBBI/IPA-001/IP-P01577/2018-19/12410
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	চিত্রা ৩ই, ডিউক রেসিডেন্সি, ১৩, চণ্ডীতলা লেন, চালিয়া মোড়ের নিকট, টালিগঞ্জ, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৪০ ইমেল আইডি : tibrewalpankaj@yahoo.com
১০.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	অফিস : এএএ ইনসলভেন্সি প্রফেশনালস এলএলপি ১৫বি, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা ৭০০০১৯ ইমেল আইডি : yibealtradexpvtltdibc@gmail.com
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	০৫.০৬.২০২৪
১২.	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	শ্রেণি (গুলি) নাম প্রযোজ্য নয় (এখনও পর্যন্ত নির্ধারিত নয়)
১৩.	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	১. প্রযোজ্য নয় ২. প্রযোজ্য নয় ৩. প্রযোজ্য নয়
১৪	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	Web link : প্রযোজ্য নয় সংশ্লিষ্ট ঠিকানা - প্রযোজ্য নয়

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, নির্দেশ দিয়েছে (কর্পোরেট ডেটরের নাম)-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া (ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ)।

ইবিল ট্রেডেক্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ০৫.০৬.২০২৪ তারিখে অর্ন্তবর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।

আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।

ক্রম নং ১২-য় উল্লিখিত তালিকা অনুযায়ী যে সকল আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ সংশ্লিষ্ট শ্রেণিভুক্ত তারা অনুমোদিত প্রতিনিধি বেছে নিতে পারেন ক্রম নং ১৩-য় উল্লিখিত তালিকায় ইনসলভেন্সি পেশাদার তিনজনের মধ্যে থেকে তাদের অনুকূলে অনুমোদিত প্রতিনিধি (প্রযোজ্য নয়) হিসেবে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির ফর্ম সিএ অনুযায়ী কাজ করতে।

মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

স্বা/-
তারিখ : ২৭.০৫.২০২৪ — পঙ্কজ কুমার টিবরেওয়াল
স্থান : কলকাতা — আইবিবিআই রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P01577/2018-19/12410

পশ্চিম বঙ্গ গ্রামীন ব্যাঙ্ক
Paschim Banga Gramin Bank

প্রধান কার্যালয়- নটবর পাল রোড, চ্যাটার্জি পাড়া মোড়, টিকিয়াপাড়া, হাওড়া , ৭১১১০১
বর্ধমান আঞ্চলিক অফিস
চৌধুরী মার্কেট, বাদামতলা, কালনা রোড, বর্ধমান-৭১৩১০১

ফোন-(০৩৪২) ২৬৬২৮৯০,২২৬৬৩৩৯৫,২৬৬৩৪১২, ২৬৬৩৪২৫,২৬৬৩৪৩০,২৬৬২৯৮৭ ফ্যাক্স-(০৩৪২) ২৫৬১১৮১, আমাদের ইমেল করুন: burdwanro.rm@mail.pbgb.co -তে

দখল বিজ্ঞপ্তি {রুল-৮(১)} পরিশিষ্ট- ৪, (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীন ব্যাঙ্ক, হাওড়া আঞ্চলিক অফিস** -এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নেবর্ণিত তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক নিম্নোক্ত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগণকে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক, উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহনের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর ফেরত দিতে বলেন উক্ত টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ-কে বিশেষভাবে ও জনগণকে সাধারণভাবে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির প্রতীকী দখল নিয়েছেন উক্ত রুলের রুল ৮ ও ৯ এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সাব সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে, নীচে বর্ণিত তাঁদের নামের সাপেক্ষে উল্লিখিত তারিখে। বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন ও এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে নীচে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক ও তদুপরি সুদ **পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীন ব্যাঙ্ক, বর্ধমান আঞ্চলিক অফিস** -এর ধার্য সাপেক্ষ হবে। এক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানের প্রতি ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, সুরক্ষিত সম্পদগুলি মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা/জামিনদার -এর নাম ও ঠিকানা এবং শাখা	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	১) দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ৩) বকেয়া পরিমান
১.	**শ্রী অশোক কুমার ব্যানার্জী,** পিতা- শৈলেশ্বর ব্যানার্জি, শ্যামলাল কলোনি, চালতা তলা লেন, বর্ধমান, পোস্ট- রাজবাটি, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩১০৪, পশ্চিমবঙ্গ এবং **জামিনদার** **শ্রীমতী শিপ্রা ব্যানার্জী,** স্বামী- অশোক কুমার ব্যানার্জি, ঠিকানা- শ্যামলাল কলোনি, চালতা তলা লেন, বর্ধমান, পোস্ট- রাজবাটি, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩১০৪ **শাখা: কাঞ্চননগর**	জমি ও তথায় থাকা বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা - বর্ধমান, জেএল নং- ৩০, এলআর খতিয়ান নং- ৭০১৪, এলআর প্লট নং- ৩৮৩০/৫১০৪, এলাকার পরিমাপ- ৩৪৫ বর্গফুট, জমির প্রকৃতি- দোকান, থানা- বর্ধমান সদর এর অধীনে, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, **অশোক কুমার ব্যানার্জির নামে, পিতা-শৈলেশ্বর ব্যানার্জী,** ২০০০ সালের বন্ধকী দলিল নং আই-৬৮৬৬, এডিএসআর অফিস বর্ধমান, তারিখ- ১২/১২/২০০০। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: পূর্ব-** ফাজের অ্যাভেনিউ। **পশ্চিম-** কে.সি. ওঝা। **উত্তর-** রাজ কলেজ রোড, **দক্ষিণ-** আফতাব অ্যাভেনিউ দ্বারা।	১) **২১/০৫/২০২৪** ২) **১১/০৪/২০২৩** ৩) (ক) **৯,৬৫,০৩৭.০০ টাকা** (নয় লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার সাঁইত্রিশ টাকা মাত্র) ২০/০৮/২০২২ অনুযায়ী (৩১/০৫/২০২২ পর্যন্ত সুদ ধার্য করা হয়েছে), (খ) **১,৬১,৮১৯.০০ টাকা** (এক লক্ষ একষট্টি হাজার আটশো ঊনিশ টাকা মাত্র) ২০/০৮/২০২২ অনুযায়ী (৩১/০৫/২০২২ পর্যন্ত সুদ ধার্য করা হয়েছে) এবং সেইসঙ্গে আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি সহ, উল্লেখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।
২.	**গুসকরা টিম্বার, স্বত্বাধিকারী- সেখ লুৎফর রহমান (বর্তমানে মৃত),** পিতা - আবদুস সবুর, বর্তমানে আইনি উত্তরাধিকারী এবং জামিনদার- হোসনেহারা বেগম, পিতা- প্রয়াত সেখ লুৎফর রহমান এবং অন্যান্য **আইনি উত্তরাধিকারী ১) সেখ তৌসিফ রহমান,** পিতা- প্রয়াত সেখ লুৎফর রহমান এবং **২) তাসমিনা খাতুন,** পিতা- প্রয়াত সেখ লুৎফর রহমান, তাদের সকলের ঠিকানা- গ্রাম- ইটাচান্দা, পোস্ট- গুসকরা, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩১২৮ , পশ্চিমবঙ্গ **শাখা: ওরগ্রাম**	জমি ও তথায় থাকা বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা - ইটাচান্দা, জেএল নং- ১১১ (পুরাতন-১৫৯), খতিয়ান নং-৮৩৯, দাগ/প্লট নং- ৬৭৮, এলাকার পরিমাপ ২.৭৫ শতক বা ১১৯৭.৯০ বর্গফুট, জমির প্রকৃতি-বাস্তু, থানা- আউশগ্রামের অধীনে, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, **সেখ লুৎফর রহমানের নামে, পিতা- আব্দুল সবুর,** ২০০৪ সালের মর্টগেজ ডিড নং আই-২৩২৪, এডিএসআর অফিস গুসকরা। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: পূর্ব-** আতিয়ার রহমানের খোলা জমি। **পশ্চিম-** সিউড়ি রোড (বর্ধমান থেকে গুসকরা), **উত্তর-** গণি মন্ডলের সম্পত্তি, **দক্ষিণ-** সিদ্দিক সেখের খোলা জমি দ্বারা।	১) **২১/০৫/২০২৪** ২) **২৫/০৮/২০২৩** ৩) **৩,৮৩,৮০০.৪০ টাকা** (তিন লক্ষ তিরাশি হাজার আটশো টাকা এবং চল্লিশ পয়সা মাত্র) ১৯/০৪/২০২৩ অনুযায়ী (৩১/০৭/২০২২ পর্যন্ত সুদ ধার্য করা হয়েছে) এবং সেইসঙ্গে আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি সহ, উল্লেখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।

তারিখ: ২৭.০৫.২০২৪, স্থান : বর্ধমান — **অনুমোদিত অফিসার,পশ্চিম বঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক**

(This is only an advertisement for information purposes and is not a prospectus announcement)

Associated Coaters Limited
Powder Coating and Wood finish on Metals

ASSOCIATED COATERS LIMITED

Corporate Identification Number: U28129WB2017PLC224001

Our Company was originally incorporated as 'ASSOCIATED COATERS PRIVATE LIMITED' a private limited company under the Companies Act, 2013 with the Registrar of Companies ("ROC"), Kolkata pursuant to Certificate of Incorporation dated December 22, 2017. The name of the company was changed from 'ASSOCIATED COATERS PRIVATE LIMITED' to 'ASSOCIATED COATERS LIMITED'', consequent to conversion of our company from private limited company to public limited company, pursuant to Special Resolution passed by the shareholders of our Company in the Extra-ordinary General Meeting held on October 24, 2023, and a fresh certificate of incorporation consequent to change of name was issued by ROC, Kolkata on December 19, 2023. The corporate identification number of our company is U28129WB2017PLC224001. For further details please refer to the chapter titled *"History and Certain Corporate Matters"* beginning on Page 121 of this Prospectus.

Registered Office: Ashuti Khanberia Maheshtala LP 20/83/46, Kolkata, Vivekanandapur, South 24 Parganas, Thakurpukur Mahestola, West Bengal, India, 700141
Telephone: +91 98304 37701 | **Email:** info@associatedcoaters.in | **Website:** www.associatedcoaters.in;
Contact Person: Heenal Hitesh Rathod, Company Secretary and Compliance Officer

PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. JAGJIT SINGH DHILLON AND MRS. NAVNEET KAUR

"The Issue is being made in accordance with Chapter IX of the SEBI ICDR Regulations (IPO of Small and Medium Enterprises) and the Equity Shares are proposed to be listed on SME Platform of BSE Limited (BSESME)."

THE ISSUE

PUBLIC ISSUE OF 4,22,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00 EACH ("EQUITY SHARES") OF ASSOCIATED COATERS LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 121 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 111 PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ 510.62 LAKHS ("THE ISSUE") OF WHICH 66,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00 EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 121 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 111 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 79.86 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. NET ISSUE OF 3,56,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10.00 EACH AT A PRICE OF ₹ 121 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 111 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 430.76 LAKHS (THE "NET ISSUE"). THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 31.21 % AND 26.33% RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹10/- AND THE ISSUE PRICE IS 12.1 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES

THIS ISSUE IS BEING MADE IN TERMS OF CHAPTER IX OF THE SECURITIES EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018 AS AMENDED ("SEBI (ICDR) REGULATIONS"). IN TERMS OF RULE 19(2)(b)(i) OF THE SECURITIES CONTRACTS (REGULATION) RULES, 1957, AS AMENDED, THIS IS AN ISSUE FOR AT LEAST 25% OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. THIS ISSUE IS A FIXED PRICE ISSUE AND ALLOCATION IN THE NET ISSUE TO THE PUBLIC WILL BE MADE IN TERMS OF REGULATION 253 OF THE SEBI (ICDR) REGULATIONS. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER CHAPTER TITLED "ISSUE PROCEDURE" BEGINNING ON PAGE 193 OF THE PROSPECTUS.

FIXED PRICE ISSUE AT ₹ 121/- PER EQUITY SHARE

MINIMUM APPLICATION SIZE OF 1,000 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 1,000 EQUITY SHARES THEREAFTER

RISK TO INVESTORS:

1. Our Equity Shares have never been publicly traded, and may experience price and volume fluctuations following the completion of the Issue. Further, our Equity Shares may not result in an active or liquid market and the price of our Equity Shares may be volatile and you may be unable to resell your Equity Shares at or above the Issue Price or at all.
2. The average cost of acquisition of Equity Shares by our Promoters is as follows:

Sr. No.	Name of the Promoters	Average cost of Acquisition (in ₹)
1.	MR. JAGJIT SINGH DHILLON	0.32
2.	MRS. NAVNEET KAUR	0.32

3. Weighted average cost of acquisition:

Types of transactions	Weighted average cost of acquisition (₹ per Equity Shares)
Weighted average cost of acquisition of primary / new issue of shares.	NIL
Weighted average cost of acquisition for secondary sale / acquisition of shares.	NIL

Investors are required to refer section titled "Risk Factors" on page 25 of the Prospectus.

ISSUE
OPENS ON: THURSDAY, MAY 30, 2024
CLOSES ON: MONDAY, JUNE 03, 2024

ASBA* **Simple, Safe, Smart way of Application- Make use of it!!!**
***Application Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For further details check section on ASBA below.**
Mandatory in Public Issues from January 01, 2016. No cheque will be accepted.

UPI — UNIFIED PAYMENTS INTERFACE
UPI – Now mandatory in ASBA for Retail Investors applying through Registered Brokers, DPs & RTAs. Retail Investors also have the options to submit the application directly to the ASBA Bank (SCSBs) or to use the facility of linked online trading, demat and bank account. ** Investors are required to ensure that the Bank Account used for applying is linked to their PAN.

**UPI-Now available in ASBA for all individual investors applying in public issues where the application amount is up to ₹ 5,00,000, applying through Registered Brokers, Syndicate, DPs & RTAS. Retail Individual Investors and Non-Institutional Investors also have the option to submit the application directly to the ASBA Bank (SCSBs) or to use the facility of linked online trading, demat and bank account. Investors must ensure that their PAN is linked with Aadhaar and are in compliance with CBDT notification dated February 13, 2020 and press release dated June 25, 2021, read with press release dated September 17, 2021.

ASBA has to be availed by all the investors except anchor investors. UPI may be availed by (i) Retail Individual Investors applying in the Retail Portion, and (ii) Individual Non-Institutional Investors applying with an application size of up to ₹500,000 in the Non-Institutional Portion. For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA form and abridged prospectus and also please refer to the section *"Issue Procedure"* beginning on page 193 of the Prospectus. The process is also available on the website of Association of Investment Bankers of India (**"AIBI"**), the website of BSE Emerge (**"BSE"**) and in the General Information Document. ASBA Application forms can be downloaded from the website of the Stock Exchange and can be obtained from the list of banks that is available on the website of Securities and Exchange Board of India (**"SEBI"**) at www.sebi.gov.in.

**List of banks supporting UPI is also available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. For the list of UPI Apps and Banks live on IPO, please refer to www.sebi.gov.in. Investors applying using the UPI Mechanism may apply through the SCSBs and mobile applications whose names appear on the website of SEBI (https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmId=40 and https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmId=34) respectively, as updated from time to time. Axis Bank Limited has been appointed as Sponsor Bank for the Issue.

For Issue related grievance investors may contact: **GRETEX CORPORATE SERVICES LIMITED** - Mr. Arvind Harlalka, Tel. +91 96532 49863, E-mail: info@gretexgroup.com. For UPI related queries, investors can contact NPCI at the toll-free number: 18001201740 and Mail Id: Ipc.upi@npci.org.in; Axis Bank Limited at Tel: 9004000236 and Email: thane.branchhead@axisbank.com; and the Registrar to the Issue at Tel: 022 – 6263 8200 and E-mail: ipo@bigshareonline.com. All Investors shall participate in this Issue only through the ASBA process. For details in this regard, specific attention is invited to *"Issue Procedure"* on page 193 of the Prospectus. Applicants should ensure that DP ID, PAN, UPI ID (if applicable, in case of investor applying through UPI mechanism) and the Client ID are correctly filled in the Application Form. The DP ID, PAN and Client ID provided in the Application Form should match with the DP ID and Client ID available in the Depository database, otherwise, the Application Form is liable to be rejected. Applicant should ensure that the beneficiary account provided in the Application Form is active. Applicants should note that on the basis of the PAN, DP ID and Client ID as provided in the Application Form, the Applicant may be deemed to have authorized the Depositories to provide to the Registrar to the Issue, any requested Demographic Details of the Applicant as available on the records of the depositories. These Demographic Details may be used, among other things, for any correspondences related to the Issue. Applicants are advised to update any changes to their Demographic Details as available in the records of the Depository Participant to ensure accuracy of records. Any delay resulting from failure to update the Demographic Details would be at the Applicants sole risk.

PROPOSED LISTING: The Equity Shares issued through the Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of BSE Limited. Our Company has received 'in-principle' approval from BSE for the listing of the Equity Shares pursuant to letter dated April 1, 2024. For the purposes of the Issue, the Designated Stock Exchange shall be BSE Limited.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, the Draft Prospectus was not filed with SEBI and SEBI has not issued any observation on Offer Document. Hence, there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire *"Disclaimer Clause of SEBI"* on page 174 of the Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE: It is to be distinctly understood that the permission given by BSE should not in any way be deemed or construed that the Offer Document has been cleared or approved by BSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Offer Document. The investors are advised to refer to the Offer Document for the full text of the 'Disclaimer Clause of BSE on page 176 of the Prospectus.

GENERAL RISKS: : Investments in Equity and Equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Issue including the risks involved. The Equity Shares issued in the Issue have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the Prospectus. Specific attention of the investors is invited to the section ***"Risk Factors"*** beginning on page 25 of this Prospectus.

BASIS OF ISSUE PRICE: The Issue Price is determined by the Company in consultation with the Lead Manager. The financial data presented in chapter *"Basis for Issue Price"* on page 76 of the Prospectus is based on Company's Restated Financial Statements. Investors should also refer to the chapter titled *"Risk Factors"* and *"Restated Financial Statements"* on page 25 and 144 respectively of the Prospectus.

ADDITIONAL INFORMATION AS REQUIRED UNDER SECTION 30 OF THE COMPANIES ACT, 2013:

Main Objects as per MoA of our Company: For information on the main objects of our Company, see *"History and Certain Corporate Matters"* on page 121 of the Prospectus and Clause III(A) of the Memorandum of Association of our Company. The MoA is a material document for inspection in relation to the Issue.

Liability of Members: The Liability of members of Company is Limited.

Amount of Share Capital of our Company and Capital Structure: The authorized, issued, subscribed and paid-up Equity Share capital of the Company as on the date of the Prospectus is as follows: Authorized Share Capital of ₹ 2,00,00,000 divided into 20,00,000 Equity Shares of ₹10/- each. Pre-Issue Capital: Issued, Subscribed and Paid-up Capital of ₹ 93,00,000 divided into 9,30,000 Equity Shares of ₹10/- each. For details of the share capital and capital structure of the Company see *"Capital Structure"* on page 58 of the Prospectus.

Name of the Signatories to the MOA of the Company and the number of Equity Shares held by them:

ORIGINAL SIGNATORIES			CURRENT PROMOTERS		
Name of Promoters	Face Value (₹)	No. of Shares	Name of Promoters	Face Value (₹)	No. of Shares
Gurmel Singh Dhillon	10.00	10,000	Jagjit Singh Dhillon	10.00	6,19,814
Navneet Kaur	10.00	10,000	Navneet Kaur	10.00	3,10,000
Jagjit Singh Dhillon	10.00	10,000			

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
GRETEX **GRETEX CORPORATE SERVICES LIMITED** A-401, Floor 4th, Plot FP-616, (PT), Naman Midtown, Senapati Bapat Marg, Near Indiabulls, Dadar (w), Delisle Road, Delisle Road, Mumbai, Maharashtra, India, 400013. **Tel No.:** +91 96532 49863 **Email:** info@gretexgroup.com **Website:** www.gretexcorporate.com **Contact Person:** Mr. Arvind Harlalka **SEBI Registration No:** INM000012177 **CIN:** L74999MH2008PLC288128	**BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED** Office No. S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri East, Mumbai – 400 093, Maharashtra, India **Telephone:** 022 - 6263 8200 **E-mail:** ipo@bigshareonline.com **Investor Grievance E-mail:** investor@bigshareonline.com **Website:** www.bigshareonline.com **Contact Person:** Mr. Vinayak Morbable **SEBI Registration Number:** INR000001385	**Ms. Heenal Hitesh Rathod,** Ashuti Khanberia Maheshtala LP 20/83/46, Kolkata, Vivekanandapur, South 24 Parganas, Thakurpukur Mahestola, West Bengal, India, 700141 **Telephone:**+919830437701 **Email:** info@associatedcoaters.in **Website:** www.associatedcoaters.in Investors can contact the Compliance Officer or the Registrar to the Issue in case of any pre- Issue or post-issue related problems, such as non-receipt of letters of allotment, credit of allotted shares in the respective beneficiary account, etc.

AVAILABILITY OF PROSPECTUS: Investors should note that Investment in Equity Shares involves a degree of risk and investors are advised to refer to the Prospectus and the Risk Factors contained therein, before applying in the Issue. Full copy of the Prospectus is available at the website of Stock Exchange at www.bseindia.com, the website of Lead Manager at www.gretexcorporate.com the website of our Company at www.associatedcoaters.in and the website of SEBI at www.sebi.gov.in.

AVAILABILITY OF APPLICATION FORMS: Application Forms can be obtained from the registered office of Company, and registered office of Lead Manager, Gretex Corporate Services Limited. Application Forms can also be obtained from the Stock Exchange and the list of SCSBs is available on the websites of the Stock Exchange and SEBI.

BANKER TO ISSUE & SPONSOR BANK: Axis Bank Limited

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Prospectus dated May 24, 2024.

For Associated Coaters Limited
Sd/-
Mr. Jagjit Singh Dhillon
Designation: Managing Director
DIN: 07980441

Place: West Bengal
Date: May 27, 2024

ASSOCIATED COATERS LIMITED is proposing, subject to market conditions and other considerations, public offer of its Equity Shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Kolkata, on May 24, 2024. The Prospectus is available on the website of the Lead Manager at www.gretexcorporate.com, the website of the BSE i.e., www.bseindia.com, and website of our Company at **www.associatedcoaters.in.**

Investor should read the Prospectus carefully, including the Risk Factors on page 25 of the Prospectus before making any investment decision.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States and may not be issued or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" (as defined in Regulation S of the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. Accordingly, the Equity Shares will be issued and sold (i) in the United States only to "qualified institutional buyers", as defined in Rule 144A of the Securities Act, and (ii) outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the Securities Act and in compliance with the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur. The Equity Shares have not been and will not be registered, listed or otherwise qualified in any other jurisdiction outside India and may not be issued or sold, and Application may not be made by persons in any such jurisdiction, except in compliance with the applicable laws of such jurisdiction.

AdBaaz

ভোট দেননি বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র, নাগরিকত্ব কাড়ার পরামর্শ সুজাতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: ভোট দিলেন না বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ নিন্দা রাজনৈতিক মহলে, সৌমিত্র খাঁর নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া উচিত, উনি চাইছেন ওঁর দলের প্রার্থী সুভাষ সরকার হেরে যাক, এমনটাই দাবি সুজাতা মণ্ডলের।

প্রায় আড়াই মাস ধরে মানুষের কাছে ভোট চাইতে বাড়ি বাড়ি পৌঁছেছেন বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ, দিনের শেষে নিজেই ভোট দিলেন না। শনিবার বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের দেশের সবথেকে বড় নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হল। এই নির্বাচনে বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ ভোট দেননি। আর এরপরেই নিন্দার ঝড় ওঠে রাজনৈতিক মহলে।

সৌমিত্র খাঁ বাঁকুড়া লোকসভার মেজিয়া ব্লকের দুর্লভপুর গ্রামের বাসিন্দা। এই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী ডক্টর সুভাষ সরকার। নির্বাচনের দিন বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ বিষ্ণুপুরে একটি বেসরকারি হোটেলে ওয়াররুম বানিয়ে দিনভর তদারকি করেন। সকালে উঠেই প্রথমে বিষ্ণুপুরের পাশে ডিহর গ্রামে বাবা ষাঁড়েশ্বরের মন্দিরে পুজো দিতে দেখা যায় তাঁকে। সেখানে ভক্তদের প্রসাদ খাইয়ে রাস্তায় কর্মীদের কাছে ঘুগনি মুড়ি খেয়ে পুনরায় ঢুকে পড়েন বেসরকারি হোটেলে। একবার তাঁকে দেখা যায় হোটেলের ব্যালকনিতে মেয়েকে কোলে নিয়ে খোঁজ মেজাজেও।

ভোট না দেওয়ার কারণ হিসাবে সৌমিত্র খাঁর দাবি, 'এখান থেকে ভোটকেন্দ্রে যেতে আড়াই ঘণ্টা সময় লাগত, আসতে আড়াই ঘণ্টা সময় লাগবে। মোট ৫ ঘণ্টা সময় লাগবে। আমার নৈতিক কর্তব্য ছিল ভোট দেওয়া এটা ঠিক কথা। নিশ্চিত ভাবে আমি গেলে সুভাষদার একটা ভোট বাড়ত। কিন্তু যেহেতু পাঁচ ঘণ্টা ডিলে হত এই কারণে পারলাম না। ভোট দেওয়াটা অত্যন্ত দরকার। বিষ্ণুপুর একবার ছেড়ে চলে গেলে এই ভোটটা হত না।'

বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুজাতা মণ্ডলের দাবি এটা অত্যন্ত অগণতান্ত্রিক কাজ। একজন সিটিং সাংসদ, বিজেপির প্রার্থী। যেখানে উনি ল মেকার বলেন নিজেকে। সেখানে ল ব্রেক করছেন। সারাদিন হোটেলে বসে ফূর্তি মেরে কাটিয়ে দিলেন তিনি। উনি বুঝে গিয়েছেন নিজে হারছেন, তাই বাঁকুড়ায় ওঁদের দলের প্রার্থী সুভাষ সরকারের হার নিশ্চিত করার জন্য তিনি ভোট দিলেন না। তবে এটা বুঝতে হবে উনি সুভাষ সরকারকে প্রত্যাখ্যান করলেন। এটা বুঝতে হবে যদি সুভাষ সরকার এক ভোটে হারে তার জন্য দায়ী থাকবেন সৌমিত্র খাঁ।

সমগ্র বিষয়ে সুজাতা মনে করছেন, ওঁর দেশের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া উচিত এবং প্রার্থীপদ বাতিল করা উচিত। কারণ উনি জেলায় থেকে ভোট দান প্রয়োগ করলেন না। উনি চাইছেন ওঁর দলের প্রার্থী সুভাষ সরকার হেরে যান।

ভোট মিটতেই স্বাভাবিক ছন্দে হরিবাসরে জনতার মাঝে মিতালি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: শিশুরা নিস্পাপ, দেবশিশু। তাই ভোট মিটতেই তাদের কাছে ছুটে যাই। তাদের ফুলের মতো হাসি আমাকে বারে বারে আনন্দিত করে। এই কথাগুলো বলছিলেন আরামবাগ লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী মিতালি বাগ। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দাওয়ায় বসে ছোট ছোট শিশুদের সঙ্গে কথা বলছিলেন এবং তাদের মিষ্টি সুরে পড়াচ্ছিলেন মিতালিদেবী। আর এই চিত্র দেখতে এলাকার বহু মানুষ পৌঁছেছিলেন ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে।

ভোট মিটতেই মিতালি বাগ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কাজে ফেরেন। ইতিমধ্যেই আরামবাগে পঞ্চম দফার ভোটদান পর্ব শেষ। বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রচারের কাজে একমাসেরও বেশি সময় ধরে ব্যস্ত ছিলেন। সিপিএমের প্রার্থী বিপ্লব মৈত্র দলীয় কর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় মজলেন। যদিও বিজেপি প্রার্থী অরূপকান্তি দিগারের আর কোনও দেখা নেই। দলীয় অফিসেই বেশি সময় কাটাচ্ছেন বলে সূত্র মারফৎ জানা যাচ্ছে। আরামবাগে ভোটদান পর্ব মিটলেও দু'-একটি জায়গায় অশান্তির ঘটনা ঘটেছে। সব দলের প্রার্থীরাই যা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

তৃণমূল প্রার্থী কিন্তু বসে না থেকে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কাজে যোগ দেন। শিশুদের খাওয়া দাওয়া ঠিকমতো হচ্ছে কিনা তার দেখভাল করেন। এছাড়াও দলীয় কর্মীদের ওপর আক্রমণের ঘটনার খোঁজখবর নেন। মিতালিদেবী বলেন, 'ভোটের জন্য ছুটি নিয়েছিলাম। ভোট মিটতেই হাজিপুর এলাকার যে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে কর্মরত আছি, সেখানে কাজে যোগ দিয়েছি। শিশুরা নিস্পাপ ও পবিত্র। তাই এই কাজে যোগ দেওয়া নিয়ে যারা কটাক্ষ করছেন তারা কতটা মানুষ তা বলা যাবে না।'

তিনি আরও বলেন, 'রবিবার ছুটির দিন। তাই আমার গ্রামে হরিবাসর বসেছে। এই হরিবাসরে মানুষের সেবায় ব্রতী হয়েছি। তাছাড়া রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে দিনভর দলীয় কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেছি। বেশ কয়েক জায়গায় আমাদের দলের কর্মীদের ওপর হামলা চালানো হয়েছে। আহত কর্মীরা কেমন আছেন, তার খোঁজখবর নিয়েছি। কর্মীদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুলিশ প্রশাসনকে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার আবেদন জানানো হয়েছে।'

তবে এই বিষয়ে বিজেপি প্রার্থী অরূপকান্তি দিগারের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও করা যায়নি। তিনি একপ্রকার বাস্কবন্দি হয়ে রয়েছেন বলে কটাক্ষ তৃণমূল নেতৃত্বের। হেরে যাওয়ার ভয়ে তিনি বের হচ্ছেন না বলে তোপ তৃণমূলের। যদিও সিপিএমের প্রার্থী বিপ্লব মৈত্র হাসি মুখে বলেন, 'আমরা খেটেখাওয়া সাধারণ মানুষের পাশে আছি। স্বাভাবিক ভাবেই দিন চলছে। তবে ভোট পর্ব মেটার পর দলের কর্মীদের বাড়ি ভাঙচুর হয়েছে। আক্রান্ত কর্মীদের বাড়ি গিয়ে কথা বলেছি। পার্টি অফিসে গিয়েও দলীয় কর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। এছাড়াও অনেকদিন পর পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছি।'

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'এবারের লোকসভায় বামপন্থীরা প্রধান ফ্যাক্টর হয়ে উঠেছে, এটা শুনে ভালো লাগছে। আমরা চোর জোচ্চোরদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাব তৃণমূল ও বিজেপি ভাই ভাই। ওদের মুখোশ সাধারণ মানুষের কাছে খুলে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে আবার বামপন্থীরা প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠবে।' সবমিলিয়ে আরামবাগ লোকসভায় ভোট পর্ব মেটার পর রাজ্যের তিনটি রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড করার সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবন অতিবাহিত করছেন।

অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মীকে দড়িতে বেঁধে সর্বস্ব লুঠ সশস্ত্র ডাকাত দলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মীকে ঘরের মধ্যে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে সর্বস্ব লুঠ করে পালাল সশস্ত্র ডাকাত দল। রবিবার সকালে এই ডাকাতির খবর জানাজানি হতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ইংরেজবাজার পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের মাধবনগর এলাকায়। এই ঘটনার খবর পেয়ে অবসরপ্রাপ্ত ওই পুলিশকর্মীর বাড়িতে তদন্তে পৌঁছয় ইংরেজবাজার থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। বাড়ির প্রবীণ কর্তাকে মারধর করে ডাকাত দলটি প্রায় ৩০ ভরি সোনার অলংকার এবং নগদ কয়েক হাজার টাকা লুঠ করেছে বলে জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

শহরের অভিজাত এলাকা হিসেবে পরিচিত মাধবনগর। আর সেখানেই এমন ডাকাতির ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মাধবনগর এলাকার বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মী প্রকাশ কুমার সিংহ বাড়িতে একাই থাকতেন। তাঁর মেয়েদের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। তাঁরা মালদা শহরের অন্যত্র এলাকায় থাকেন। রবিবার ভোরে ছয় থেকে সাতজনের সশস্ত্র দুষ্কৃতী দল ওই অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মীর বাড়িতে ছাদের দরজা ভেঙে ঢোকে বলে অভিযোগ। এরপরই বৃদ্ধ প্রকাশ কুমার সিংহকে দড়ি দিয়ে খাটের সঙ্গে বাধে দুষ্কৃতীরা। এমনকি ধারালো অস্ত্র দিয়েও মারধর করা হয় প্রকাশবাবুকে। ঘরের বিভিন্ন আসবাবপত্র ভাঙচুর করে মূল্যবান অলংকার ও নগদ টাকা লুঠ করে দুষ্কৃতীরা বলে অভিযোগ।

অবসরপ্রাপ্ত ওই পুলিশকর্মীর মেয়ে ছায়া সিংহ জানিয়েছেন, 'বিষয়টি জানতে পেরেই বাবার বাড়িতে ছুটে আসি। বাবা চরম অসুস্থ হয়ে পড়েন, পরে প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয়েছে। এদিন ভোট চারটা থেকে পাঁচটার মধ্যেই দুষ্কৃতীরা বাড়িতে তাণ্ডব চালিয়েছে। ছয় থেকে সাতজনের ডাকাত দল ছিল। প্রত্যেকের হাতে অস্ত্র ছিল বলে বাবা আমাকে জানিয়েছে। বাড়িতে রাখা ছিল প্রায় ৩০ ভরি সোনার অলংকার, যার বর্তমান বাজার মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা। এছাড়াও নগদ কয়েক হাজার টাকা লুঠ করেছে দুষ্কৃতীরা।' ইংরেজবাজার থানার পুলিশ জানিয়েছে, আশপাশের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। তবে দুষ্কৃতীরা পালাবার সময় একটি মোটরবাইক ফেলে দিয়ে যায়। সেই মোটরবাইকের নম্বর প্লেট সেলোটেপ দিয়ে আটকানো ছিল। সেটিও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করানো হয়েছে।

রেমালের আতঙ্কে প্রহর গুনছে সাইবেরিয়া গ্রাম

নিজস্ব প্রতবেদন, শ্যামপুর: আতঙ্কের প্রহর গুনছে হাওড়ার শ্যামপুর দুই ব্লকের সাইবেরিয়া গ্রাম। বছর দুয়েক আগে যশের তাণ্ডবে লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছিল সাইবেরিয়া গ্রামের মানুষের জীবন। শ্যামপুর দুই ব্লকের ডিহি মণ্ডল ঘাট দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের সাইবেরিয়া গ্রামটিতে মূলত মৎস্যজীবী শ্রেণির বাস। অধিকাংশ মানুষই রূপনারায়ণের বুক থেকে মাছ ধরে জীবনযাপন করে। স্বাভাবিক ভাবেই এদের জীবনধারণের মান একটু নিম্নমানের।

যশের জন্য লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছিল বাড়িঘর। হতদরিদ্র এই গ্রামটির শতাধিক পরিবার এখন রেমালের আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। যশের তাণ্ডবে বন্যায় ভেসে গিয়েছিল শ্যামপুর দুই ব্লকের একাংশ। নষ্ট হয়ে গিয়েছিল ঘরবাড়ি। জানা গিয়েছে, এই গ্রামটির বেশ কিছু পরিবারের আবাস যোজনায় নাম থাকলেও কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের টালবাহানায় জোটেনি অর্থ। ফলে যেমন বাড়ি করা হয়ে ওঠেনি, তেমনই অনেকের নাম ও ওঠেনি সরকারি তালিকায়। বছর দুয়েক ধরে টালির চাল দিয়ে মাটির বাড়ি করে দিন কাটাচ্ছে তারা। ক্ষোভ বিক্ষোভ রয়েছে এলাকার স্থানীয় নেতাদের বিরুদ্ধে। তবে সেই ক্ষোভ কিছুটা প্রশমিত হবে ডিসেম্বর মাস নাগাদ- এমনটাই আশা করছেন গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান পশুপতি জানা। কারণ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবাস যোজনার টাকা দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

এদিকে রেমালের তাণ্ডব শুরু হয়ে গিয়েছে। হাওড়ার অধিকাংশ জায়গাতেই শুরু হয়েছে ব্যাপক বৃষ্টি। মাঝে মাঝে চলছে ঝোড়ো হাওয়া। রূপনারায়ণ এবং ভাগীরথী ফুঁসছে। তাই রেমাল আছড়ে পড়লে সবকিছু হারাবার আতঙ্ক তৈরি হয়েছে গ্রামের মানুষের মধ্যে। বিশেষত ভয় যাদের মাথায় আচ্ছাদনটুকু নেই তারা হতাশায় ভুগছে।

রেমালের প্রভাব আরামবাগে, সতর্কতা জারি ব্লকে ব্লকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: রেমাল ঝড়ের প্রভাব পড়ল আরামবাগে। আরামবাগ মহকুমা জুড়ে জারি সর্তকতা। তবে প্রশাসন সূত্রে জানা যাচ্ছে, ঝড়ের পাশাপাশি অতিবৃষ্টির জন্য কমলা সতকর্তা জারি করা হয়। রবিবার বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করে। প্রতিটি ব্লক প্রশাসন সজাগ হয়ে ওঠে। আরামবাগ পুর প্রশাসন থেকে মাইকিং করে সতর্ক করা হয়।

জানা গিয়েছে, শনিবার আরামবাগ মহকুমা প্রশাসনের তরফে ঘূর্ণিঝড়ের মোকাবিলার জন্য একটি জরুরি বৈঠক হয়। মহকুমার প্রশাসনিক ভবন ও ব্লক অফিসগুলিতে ইতিমধ্যেই কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। পূর্ত, বিদ্যুৎ ও স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের পরিস্থিতি মোকাবিলায় তৈরি থাকতে বলা হয়। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে সর্বোচ্চ ৮০ কিমি গতিবেগে ঘূর্ণিঝড় বয়ে যেতে পারে। বজ্রপাত সহ ভারী বৃষ্টি হতে পারে। ঝড় বৃষ্টির সময় নদী পারাপার ও মাছ ধরতে না যাওয়ার জন্য প্রশাসনের তরফে নির্দেশিকা জারি করা হয়। পাশাপাশি ঝড়ের সময় সাধারণ মানুষকে ঘরে থাকতে বলা হয়েছে। ইতিমধ্যেই আরামবাগ মহকুমা প্রশাসনের তরফ থেকে এনডিআরএফ ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মী আধিকারিকদের মোতায়ন করা হয়।

এই বিষয়ে আরামবাগ মহকুমাশাসক সুভাষিণী ই বলেন, 'রেমাল নিয়ে মহকুমাস্তরে আমরা বৈঠক করেছি। প্রতিটি দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। প্রতিটি ব্লক প্রশাসনকে কন্ট্রোল রুম খোলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ফেরিঘাটে নৌকা পারাপার ও মাছ ধরতে যাতে কেউ না যায়, তার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে। পূর্ত দপ্তরকে জেসিবি, প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ নিয়ে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। কোথাও গাছ ভেঙে পড়লে বা বাড়িঘর ধসে পড়লে যাতে সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায় সেই বিষয়ে প্রশাসনিক কর্মীদের সতর্ক করা হয়। বিদ্যুৎ দপ্তরের মোবাইল টিম প্রস্তুত রাখা হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তর অ্যাম্বুল্যান্স ও প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র নিয়ে প্রস্তুত থাকছে। সবমিলিয়ে এদিন সকাল থেকেই অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী, খাদ্য, পোশাক, ওষুধ ও পানীয় জল মজুত করে রাখার জন্য প্রশাসনের তরফে নদীবাঁধ ও আরামবাগ শহরে মাইকিং করা হয়। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত আরামবাগ মহকুমায় ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি শুরু হয়।

খোলামুখ খনিতে মাত্রাতিরিক্ত বিস্ফোরণের দাবিতে প্রতিবাদ, খনির উৎপাদন বন্ধ করে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: শনিবার সন্ধ্যায় খোলামুখ খনির প্রবল বিস্ফোরণের জেরে আশপাশের অনেক গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। শনিবার সন্ধ্যা ও রবিবার সকাল থেকে বিস্ফোরণের অভিযোগে এর বিরুদ্ধে জোরালো বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন স্থানীয়রা। বিজাপুর দক্ষিণপাড়া, ইন্দ্রভূমি ও আনন্দনগর কলোনির পাশাপাশি কাঁটাগোড়িয়া মাঝিপাড়ার মানুষ রবিবার খোলামুখ খনির উৎপাদন বন্ধ করে তাঁদের প্রতিবাদ জানান।

তাঁরা জানান, শনিবার খোলামুখ খনিতে কয়লা উৎপাদনের জন্য যে বিস্ফোরণ হচ্ছে, তাতে ওই এলাকার বাড়িঘরের ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে, খোলামুখ খনি থেকে ছিটকে আসছে পাথর লোকালয়ে। বাড়ির উঠোনে ছেলেমেয়েরা যখন খেলছিল, ঠিক সেই মুহূর্তেই খোলামুখ খনি থেকে বড় বড় পাথর ছিটকে আসে বাড়ির আঙিনায়। কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। তবে যে কোনও সময় বড়সড় দুর্ঘটনার আশঙ্কায় আতঙ্কিত স্থানীয়রা। টুটুল বাউরি ও সোনাল ও টুডুরা জানান, ওসিপিতে এভাবে বিস্ফোরণ চলতে থাকলে ভবিষ্যতে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, সেকারণেই এই প্রতিবাদ। ঘটনার খবর পেয়ে ইসিএল কর্মকর্তা ঘটনাস্থলে পৌঁছলে তাঁকে ঘিরেও বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীদের একটাই দাবি, লিখিত আকারে কর্তৃপক্ষকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে এভাবে আর খোলামুখ খনিতে বিস্ফোরণ হবে না নতুবা তাঁদের এই আন্দোলন চলবে। যদিও এই বিষয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছনো ইসিএল আধিকারিক দেখছেন দেখবেন বলেই পাশ কাটালেন বলে দাবি।

জমি বিবাদে মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের প্রোমোটারের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে এক ব্যক্তিকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূল আশ্রিত প্রোমোটারদের বিরুদ্ধে। আহত অবস্থায় ওই ব্যক্তি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ওই ব্যক্তির অভিযোগ, অভিযুক্তরা সকলেই নদিয়ার শান্তিপুর পুরসভার তৃণমূল চেয়ারম্যান সুব্রত ঘোষের ঘনিষ্ঠ।

জানা যায়, শান্তিপুর পুরসভার কুটিরপাড়া লেন এলাকার বাসিন্দা সোমনাথ প্রামাণিক। তাঁর পরিবার বহুদিন ধরে ওই এলাকার একটি বাড়িতে বসবাস করে। ওই বাড়ির যিনি মালিক তিনি কলকাতায় বসবাস করেন। কিন্তু বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই কুটিরপাড়া এলাকার কিছু প্রোমোটার নকল নথিপত্র বানিয়ে ওই জমিটি তাদের নিজেদের বলে দাবি করতে থাকেন। এরপরেই ২০০৭ সাল থেকে আদালতে জমি সংক্রান্ত বিষয়ে একটি মামলা চলছে বলে জানান তিনি।

তিনি দাবি করেন, 'আদালত এখনও কাউকেই ওই জমির মালিক বলে ঘোষণা করেনি। যেহেতু আমরা ৫০ থেকে ৬০ বছর ধরে ওই জমিতে বসবাস করছি। সেহেতু আমাদের দখলেই রয়েছে ওই জায়গাটি। কিন্তু এর আগে থেকেই ওই জায়গাটি হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে তৃণমূল আশ্রিত প্রোমোটাররা। এদিন সকালে আমি যখন আমার জমির ওপর একটি মরা গাছের ডাল কাটতে গিয়েছিলাম, ঠিক তখনই ওই এলাকার তৃণমূল আশ্রিত প্রোমোটার চন্দন মুখোপাধ্যায় সহ আরও বেশ কয়েকজন তাঁকে বাড়ি থেকে বের করে রাস্তায় ফেলে বেধড়ক মারতে থাকে। এরপর ঘটনাস্থল ছেড়ে চলে যায় দুষ্কৃতীরা।' আহত অবস্থায় ওই ব্যক্তি বর্তমানে শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বিষয়টি জানতে পেরে হাসপাতালে পৌঁছয় শান্তিপুর থানার পুলিশ। পুলিশ গিয়ে আহত ব্যক্তির কাছ থেকে বিবরণ শুনে বাপ্পা শর্মা ওরফে নেপা নামে এক প্রোমোটারকে আটক করে।

তবে আহত ব্যক্তির তোলা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন শান্তিপুর পুরসভার চেয়ারম্যান সুব্রত ঘোষ। তিনি বলেন, 'রাজনীতির বাইরে ব্যক্তিগত ভাবে কে কি করল সেটা আমার জানার বিষয় নয়। প্রশাসন রয়েছে সঠিক তদন্ত করবে। যারা অভিযুক্ত তারা অবশ্যই শাস্তি পাবে।' ঘটনায় নাম আসা একাধিক প্রোমোটারকে ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

এই ঘটনা তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন শান্তিপুর বিজেপির মণ্ডল সভাপতি অমিত বৈরাগী। তাঁর দাবি, 'শুধু শান্তিপুর নয় গোটা রাজ্যজুড়ে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা কোথাও জমি দখল, কোথাও বা ফলন্ত গাছ কেটে নেওয়ার ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। শান্তিপুরে যে ঘটনা ঘটেছে সেটি অত্যন্ত নিন্দনীয়। তৃণমূল আশ্রিত যে সমস্ত দুষ্কৃতীরা এই ঘটনা ঘটিয়েছে আমরা তার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। পাশাপাশি এই ধরনের ঘটনা যদি আগামী দিনে ঘটে আমরা সাধারণ মানুষের পাশে থাকব এবং এর তীব্র প্রতিবাদ জানাব।'

ডালখোলায় বিধ্বংসী আগুনে ভস্মীভূত বেসরকারি বিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: বিধ্বংসী আগুনে ভস্মীভূত হল একটি বেসরকারি বিদ্যালয়। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার ডালখোলার ভূষামণির কলেজ পাড়ায় অবস্থিত ভারত সেবাশ্রম সংঘ পরিচালিত স্বামী প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দিরে। রবিবার ছুটির দিনে বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে ডালখোলা থানার পুলিশ ও দমকলের দু'টি ইঞ্জিন। যদিও কী কারণে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল, তা এখনও জানা যায়নি। গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখছে দমকল আধিকারিকরা।

উল্লেখ্য, ডালখোলায় ভারত সেবাশ্রম সংঘ পরিচালিত স্বামী প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দিরের একাংশে রবিবার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা নজরে আসে মন্দিরের পাশে থাকা স্থানীয় বাসিন্দাদের। সে সময় মূল মন্দিরে থাকা স্বামীজিকে বিষয়টি জানান বাসিন্দারা। এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে ডালখোলা থানার পুলিশ ও দমকলের দু'টি ইঞ্জিন। যদিও রাস্তার অবস্থা বেহাল হওয়ার কারণে স্কুল চত্বরে দমকলের গাড়ি আনতে বেশ কিছুটা বেগ পেতে হয়। যদিও পরবর্তীতে স্কুল চত্বরে দমকলের গাড়ি আসে এবং প্রায় দু'ঘণ্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন দমকলের কর্মীরা। আগুনে পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায় স্কুলের ১৩টি টিনের ঘর। পাশাপাশি স্কুলে থাকা সমস্ত নথি আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়।

প্রসঙ্গত, এই স্কুলে বর্তমানে প্রায় ১৬০ জন পড়ুয়া রয়েছে। বিগত কয়েকদিন ধরে পরীক্ষাও চলছিল বলে জানা গিয়েছে। রবিবার ছুটির দিনে বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে। যদিও কী কারণে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখছেন দমকলের আধিকারিকরা।

ফের ঘূর্ণিঝড়ে মাথায় হাত প্রত্যন্ত সুন্দরবনবাসীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: ফের ঘূর্ণিঝড়ে মাথায় হাত প্রত্যন্ত সুন্দরবনবাসীর। ঘূর্ণিঝড় রেমালের প্রভাব পড়বে সুন্দরবনের উপকূলবর্তী অঞ্চলেও। বিগত দিনে আমফান, আয়লা, বুলবুলের মতো ঘূর্ণিঝড় চোখের সামনে দেখেছে সুন্দরবনের প্রান্তিক এলাকার মানুষজন। ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে প্রচুর। বাড়ি ভেঙে পড়েছে। নদীর বাঁধ ভেঙে গ্রামে নোনা জল ঢুকে প্লাবিত হয়েছে গ্রামকে গ্রাম, ক্ষতি হয়েছে চাষের জমি। অন্যদিকে ক্ষতি হয়েছে মাছের ভেড়ি। গ্রাম ছেড়ে থাকতে হয়েছে মাসের পর মাস। বাড়ি ভেঙে যাওয়ার পরেও সেই বাড়ির তৈরির ক্ষতিপূরণ আজও পায়নি বহু পরিবার। তাই আবার ঘূর্ণিঝড় আসায় চিন্তায় মাথায় হাত প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকার মানুষের।

৩১ ঘণ্টা পর পরিত্যক্ত খোলামুখ খনির জলাশয়ে উদ্ধার মহিলার দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: শনিবার সকাল ১০টা নাগাদ ইসিএলের কেন্দ্রা এরিয়ার বহুলা সিএল জামবাদ কোলিয়ারির পরিত্যক্ত খাদানের জলাশয়ে ডুবে নিখোঁজ হন উমা বাদ্যকর (২৫) নামে এক মহিলা। রবিবার বেলা পাঁচটা নাগাদ দীর্ঘ ৩১ ঘণ্টা পর উদ্ধার মহিলার মৃতদেহ। ওই মহিলা বহুলা গ্রামের বাদ্যকর পাড়ার বাসিন্দা ছিল বলে জানা যায়। স্থানীয় এক যুবক মহিলাকে জলে ডুবে যেতে দেখলে এলাকায় সেই খবর ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার খবর ছড়াতেই পরিত্যক্ত জলাশয়ের সামনে ভিড় জমান নিখোঁজ মহিলার বাড়ির লোকজন ও স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে অণ্ডাল থানার পুলিশ। উদ্ধারকাজের জন্য আনা হয় প্রশিক্ষিত ডুবুরির দল। স্পিড বোটে চড়ে উদ্ধার কাজে নামেন ডুবুরিরা। দীর্ঘ ৩১ ঘণ্টা অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে অবশেষে রবিবার বেলা পাঁচটা নাগাদ ডুবুরির দল উদ্ধার করল পরিত্যক্ত খাদানের জলাশয়ের ডুবে নিখোঁজ হওয়া মহিলার মৃতদেহ। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। নিজেই জলে পড়ে গিয়ে মহিলার মৃত্যু হয়েছে নাকি এই মৃত্যুর পেছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে সমস্ত কিছুর তদন্ত শুরু করছে অণ্ডাল থানার পুলিশ এবং এই মৃত্যুর পিছনে কী কারণ রয়েছে তা ময়না তদন্তের পরেই পরিষ্কার হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়।

১২ কোটির সোনা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: বনগাঁয় এক ব্যক্তির ঘর থেকে ১২ কোটি টাকার সোনা উদ্ধার। গ্রামের কোনও এক বাড়িতে লুকনো রয়েছে সোনা। বেশ কিছুদিন ধরে সূত্র মারফত খবর পাচ্ছিল বনগাঁ গুনার মাঠের ৫ নম্বর ব্যাটেলিয়নের কর্মরত জওয়ানরা। শনিবার সীমান্ত এলাকার হালদার পাড়া গ্রামে তল্লাশি চালিয়ে অলোক পাল নামে এক ব্যক্তির ঘর থেকে উদ্ধার হয় ১৬ কেজি বিভিন্ন আকারের সোনার টুকরো। যার আনুমানিক বাজার মূল্য ১২ কোটি টাকা। বিএসএফের জিজ্ঞাসাবাদে অলোক পাল জানান, গত একমাস ধরে তাঁর বাড়িতে বাংলাদেশ থেকে এক ব্যক্তি এই সোনাগুলি লুকিয়ে রাখতে বলে, যার বিনিময়ে প্রত্যেকদিন তাঁকে ৪০০ টাকা করে দেওয়া হবে। বিএসএফ জানিয়েছে, এই অলোক আগেও সোনা পাচারের দায়ে জেল খেটেছেন। সোনা ও ধৃতকে শুল্ক দপ্তর হাতে তুলে দিয়েছে বিএসএফ।

বধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: এক গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের অন্তর্গত চিঙ্গিসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্গাপুর এলাকার ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত গৃহবধূর নাম শেফালি বিশ্বাস (৪৯)। এদিন বাড়িতে কেউ না থাকার সময় ঘরের দরজা বন্ধ করে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন শেফালি। পরিবারের লোকেরা বাড়িতে এসে দেখেন শেফালির ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। দরজা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করতেই পরিবারের লোকেরা তাঁর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান। এরপরই তাঁরা খবর দেন বালুরঘাট থানায়। পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। সেখানেই চিকিৎসক ওই মহিলাকে মৃত বলে জানান। তবে মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধন্দে রয়েছে মৃতার পরিবারের লোকজনরা। এ বিষয়ে মৃতার ছেলে বলেন, 'মা কেন এমনটা করল তা আমরা বুঝে উঠতে পারছি না! তবে মার নার্ভের সমস্যা ছিল। সেই কারণেই হয়তো এমন ঘটনা ঘটিয়েছে।' অন্যদিকে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বালুরঘাট থানার পুলিশের তরফে।

ইসিএল অধিকারিককের নির্দেশে আম পাড়তে গিয়ে পড়ে মৃত্যুর দাবি, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: ইসিএল অফিসারের বাড়িতে তাঁর নির্দেশে আম পাড়তে গিয়ে এক যুবক প্রাণ হারালেন বলে দাবি।

জানা গিয়েছে, লোয়ার কেন্দা কোলিয়ারির ডিপো ধাউদার বাসিন্দা শিবদানি দুসাদ শুক্রবার সকালে আম পাড়তে গিয়েছিলেন সেফটি অফিসার মনোজ কুমার সিংয়ের বাড়িতে। আম পাড়ার সময় গাছ থেকে পড়ে গুরুতর আহত হন তিনি। ঘটনাস্থলে উপস্থিত লোকজন তাঁকে চিকিৎসার জন্য দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসা না হওয়ায় তাঁকে দুর্গাপুরের আরও একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

এ বিষয়ে লোয়ার কেন্দা কোলিয়ারির এজেন্ট বিমল আচার্য দাবি করেন, মনোজ কুমার তাঁর ব্যক্তিগত কোনও কাজে পাটনায় গিয়েছেন। এই কোলিয়ারিতে একজন ইসিএল কর্মীর বদলি হিসেবে অন্য একজন বাইরের লোককে কাজে লাগানোর রীতি ছিল, কিন্তু সেই বদলির কাজ একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে জানান কোলিয়ারির এজেন্ট। কিন্তু এভাবে একজনের মৃত্যুর ঘটনায় মৃতর পরিবার এবং আত্মীয়-স্বজনরা দাবি করেন কোলিয়ারির সেফটি অফিসার মনোজ কুমার যতক্ষণ না এখানে আসছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত মৃতদেহ সরানো হবে না। মৃতদেহ রেখেই বিক্ষোভে সামিল স্থানীয়রা।

আকস্মিক এই দুর্ঘটনায় মৃত শিবদানি দুসাদের স্ত্রীর দাবি, মনোজ কুমার সিং তাঁর স্বামীকে সকালে তাঁদের বাড়িতে আম পাড়ার জন্য ডেকেছিলেন। মনোজ কুমার সিং তাঁর স্বামীকে দিয়ে গৃহস্থালির কাজ করিয়ে নিতেন, এছাড়াও তিনি তাঁর স্বামীকে চালকের কাজ করিয়ে নিতেন। তাঁর নির্দেশ মতো শিবদানি মনোজবাবুর কোলিয়ারির আবাসনের গাছ থেকে আম পারার জন্য যান। আম গাছে উঠেই হয় বিপত্তি।

‘উপত্যকায় ৩০ সেপ্টেম্বরের আগেই বিধানসভা নির্বাচন’

তারপরেই রাজ্যের মর্যাদা, আশ্বাস অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ২৬ মে: ৩০ সেপ্টেম্বরের আগেই জম্মু ও কাশ্মীরে বিধানসভা নির্বাচন হবে। সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে এমনটাই জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি জানিয়েছেন, বিধানসভা নির্বাচন মিটলে জম্মু ও কাশ্মীরে রাজ্যের মর্যাদা ফেরানোর প্রক্রিয়াও শুরু হবে। ইতিমধ্যে উপত্যকায় লোকসভা নির্বাচন হয়ে গিয়েছে। শাহ জানিয়েছেন, লোকসভা ভোট শান্তিপূর্ণ ভাবে মিটেছে, যা থেকে প্রমাণিত হয়, মোদি সরকারের ‘কাশ্মীর নীতি’ সফল।

শনিবার রাতে পিটিআইকে শাহ বলেন, ‘আমি সংসদেও বলেছি, কাশ্মীরে বিধানসভা নির্বাচন হয়ে গেলে আমরা রাজ্যের মর্যাদা ফেরানোর প্রক্রিয়াও শুরু করে দেব। অনগ্রসর শ্রেণিগুলির সমীক্ষা, বিধানসভা এবং লোকসভা কেন্দ্রগুলিতে আসন পুনর্বিন্যাস বা ‘ডিলিমিটেশন’; সব আপাতত পরিকল্পনামাফিক চলছে। আসন পুনর্বিন্যাস প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছে। তা না হলে শ্রেণি অনুযায়ী সংরক্ষণ দেওয়া সম্ভব হত না। কাশ্মীরে লোকসভা ভোটও হয়ে গিয়েছে। বাকি শুধু বিধানসভা ভোট, তা-ও হয়ে যাবে। সুপ্রিম কোর্ট যে সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে, তার আগেই ওই প্রক্রিয়া আমরা শেষ করব।’ উল্লেখ্য, গত ১১ ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছিল ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরে বিধানসভা নির্বাচন করাতে হবে।

পাঁচ দফায় পাঁচটি আসনে লোকসভা ভোট হয়েছে উপত্যকায়। ভোটের হার উল্লেখ করে শাহ জানান, তিনি বিশ্বাস করেন, কাশ্মীরের বাসিন্দাদের মনোভাবে পরিবর্তন এসেছে। সেই কারণেই এত বিপুল পরিমাণে মানুষ বুথে গিয়ে ভোট দিয়েছেন সেখানে। শাহের কথায়, ‘জম্মু ও কাশ্মীরে ভোটের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেকে বলেছিলেন, উপত্যকার মানুষ ভারতের সংবিধানে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু এই নির্বাচনটি ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী হয়েছে। কাশ্মীরের সংবিধান আর সেখানে নেই। যাঁরা উপত্যকায় পৃথক দেশ চান, যাঁরা পাকিস্তানে চলে যেতে চান, তাঁরাও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ভোট দিয়েছেন। এটা গণতন্ত্রের জয়। মোদি সরকারের কাশ্মীর নীতির জয়।’

পাক অধিকৃত কাশ্মীর কি জম্মু ও কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্ত হবে? এ প্রসঙ্গে শাহ জানান, পাক অধিকৃত কাশ্মীরকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অনেক গুরুতর আলোচনা প্রয়োজন। কারণ, এই সিদ্ধান্ত গোটা দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের বিষয়টি বিজেপির ইস্তাহারেও রয়েছে বলে জানান তিনি।

২০১৪ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে শেষ বার বিধানসভা ভোট হয়েছিল অবিভক্ত জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে। ২০১৯ সালের অগস্টে ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ নম্বর ধারাটি বাতিল করে জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ অধিকার এবং রাজ্যের মর্যাদা বিলোপ করেছিল নরেন্দ্র মোদি সরকার। তার তিন বছর আগেই অবশ্য রাজনৈতিক অচলাবস্থার কারণে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল বিধানসভা। এখনও পর্যন্ত সেখানে আর বিধানসভা ভোট হয়নি।

উত্তরপ্রদেশে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত অন্তত ১১

লখনউ, ২৬ মে: মর্মান্তিক দুর্ঘটনা উত্তরপ্রদেশে। একটি পার্ক করে রাখা বাসকে ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে ১১ জনের। আহত ১০। শনিবার রাতে এমন দুর্ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, শনিবার রাতে গোলা বাইপাস রোডে শাহজাহানপুরের একটি ধাবায় দাঁড়িয়েছিল বেসরকারি একটি বাস। পূর্ণগিরি থেকে সীতাপুরে যাচ্ছিল বাসটি। আচমকাই সেখানে হাজির হয় একটি পাথরবোঝাই ট্রাক। সেটি সোজা এসে ধাক্কা মারে বাসটিকে। সঙ্গে বাসটি উলটে যায়।

দ্রুত ঘটনাস্থলে হাজির হয় তদন্তকারী দল। প্রায় তিন ঘণ্টা চলে উদ্ধারকাজ। দেখা যায়, বহু তীর্থযাত্রী ট্রাকের তলায় এমনভাবে চাপা পড়েছেন, ক্রেনে তাঁদের নিথর দেহ বের করতে হচ্ছে। আক্রান্তদের অধিকাংশই স্ত্রী ও শিশু বলে জানা গিয়েছে। শাহজাহানপুরের পুলিশ সুপারিটেন্ডেন্ট অশোককুমার মীনা সর্বভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় জানান, ‘আমরা রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ জানতে পারি গোলা বাইপাস রোডে একটি লোডেড ট্রাক দাঁড় করিয়ে রাখা এক বাসে ধাক্কা মেরে সেটিকে উলটে দিয়েছে। কিছু মানুষ বাস থেকে নেমে ধাবায় খাবার খাচ্ছিলেন। বাকিরা বাসেই বসেছিলেন। দুর্ঘটনায় ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। ১০ জন আহত। আমরা সব কটি দেহ উদ্ধার করতে পেরেছি। আক্রান্তদের পরিবারের কাছে খবর দেওয়া হয়েছে।’ সেই সঙ্গেই তিনি জানান, আহতদের সকলকে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে।

অ্যাপের মাধ্যমে অধ্যাপিকা পরিচয়ে সাত ছাত্রীকে ধর্ষণ!

ধৃত কারখানার শ্রমিক

ভোপাল, ২৬ মে: প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে কলেজের ছাত্রীদের কাছে নিজেকে অধ্যাপিকা বলে পরিচয় দিয়েছিলেন কারখানার শ্রমিক ব্রজেশ কুশওয়া। অ্যাপের মাধ্যমে গলার স্বর বদলে মহিলা কণ্ঠে ছাত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। তাঁদের বৃত্তি পাইয়ে দেওয়ার টোপ দিত। আর সেই ফাঁদে পা দিতেই ছাত্রীদের নিজের লালসার শিকার বানাতো ব্রজেশ। এ ভাবেই সাত ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে। মধ্যপ্রদেশের সিধি জেলার ঘটনা।

পুলিশ সূত্রে খবর, একটি কারখানায় কাজ করতো ব্রজেশ। ফোন করে ছাত্রীদের তাঁর বাড়িতে দেখা করার জন্য বলতো। ছাত্রীদের প্রথমে একটি ফাঁকা এলাকায় আসতে বলতো। তাঁদের আরও বলতো যে, ওখানে অপেক্ষা করতে। তার পর এক ব্যক্তি মোটরসাইকেলে করে ছাত্রীদের ‘অধ্যাপিকা’র বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার নাম করে জঙ্গলে নিয়ে যেতো। সেখানেই অপেক্ষা করতো ব্রজেশ। তার পর সেখানেই ছাত্রীদের ধর্ষণ করতো বলে অভিযোগ। এইভাবে আদিবাসী কলেজের সাত ছাত্রীকে ব্রজেশ ধর্ষণ করেছে বলে অভিযোগ।

এক নির্যাতিতা পুলিশকে জানিয়েছেন, ব্রজেশ সব সময় হেলমেট পরে থাকতো। ফলে তাঁকে চেনা যেত না। হাতেও গ্লাভস পরা থাকত তাঁর। কারখানায় কাজ করার সময় তাঁর হাত ঝলসে গিয়েছিল। মধ্যপ্রদেশ পুলিশের আইজি মহেন্দ্র সিকরওয়ার জানিয়েছেন, এক ছাত্রী তাঁদের কাছে অভিযোগ জানান, এক ব্যক্তি অধ্যাপিকার পরিচয়ে বৃত্তি পাইয়ে দেওয়ার টোপ দিয়ে নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করেছে। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, ওই ছাত্রী একা নন, তাঁর মতো আরও ছ’জনকেও একই ভাবে টোপ দিয়ে নির্যাতন করা হয়েছিল। তবে যে হেতু ব্রজেশ সব সময় হেলমেট পরে থাকতো এবং হাতে গ্লাভস, তাঁর পরিচয় জানা যাচ্ছিল না। কিন্তু নির্যাতিতাদের কাছ থেকে পাওয়া হেলমেট আর গ্লাভসের সূত্রই অপরাধীকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে পুলিশকে। শনিবার ব্রজেশকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

দিল্লিতে পাঁচ তলা আবাসনে আগুন লেগে মৃত অন্তত তিন

পুড়ে ছাই যানবাহন

নয়াদিল্লি, ২৬ মে: দিল্লিতে আবার অগ্নিকাণ্ড। শনিবার রাতে পূর্ব দিল্লির কৃষ্ণনগরে পাঁচ তলা একটি আবাসনে আগুন লেগে মৃত্যু হয়েছে তিন জনের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন। আবাসনের এক তলায় রাখা ছিল ১১টি দু’চাকার যান। সেগুলিও পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।

দমকলের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, আবাসনের দ্বিতীয় তল থেকে ৬৬ বছরের এক বৃদ্ধার দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁর নাম প্রমীলা শাদ। আরও দু’জনকে দগ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকেরা তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন। তাঁদের নাম কেশব শর্মা (১৮) এবং অঞ্জু শর্মা (৩৪)।

দিল্লির দমকল বিভাগের প্রধান অতুল গর্গ জানান, শনিবার রাত ২টো ৩৫ মিনিট নাগাদ তাঁদের কাছে একটি ফোন আসে। জানানো হয়, কৃষ্ণনগরে একটি সরকারি ব্যাংকের কাছে এক বহুতলে আগুন লেগেছে। রবিবার সকাল ৭টা নাগাদ আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। বহুতলের এক তলায় ১১টি দু’চাকার যান রাখা ছিল। মনে করা হচ্ছে, সেখান থেকেই আগুন ছড়িয়েছে দোতলায়। দমকল কর্মীরা জানিয়েছেন, বহুতলের তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম তলে ধোঁয়া, তাপ ছড়িয়ে পড়ে। তবে আগুন লাগেনি। গর্গ জানিয়েছেন, ওই তলগুলি থেকে ১২ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। তাঁদের মধ্যে এক জনের অবস্থা সঙ্কটজনক।

মোদির ‘মঙ্গলসূত্র’ কটাক্ষের পালটা তোপ ওয়েইসির

নয়াদিল্লি, ২৬ মে: ‘অধিক সন্তান’ মন্তব্যের জবাব দিয়েছিলেন আগেই, এবার ‘মঙ্গলসূত্র’ নিয়ে মোদির মুসলিম সম্প্রদায়কে আক্রমণের জবাব দিলেন মিম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়েইসি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে পালটা তোপ দেগে জানালেন, ‘সাচ্চা মুসলমান সর্বদা হিন্দু সম্প্রদায়ের মা-বোনেদের সম্মান করে। এবং প্রাণ দিয়ে তাঁদের মঙ্গলসূত্রকে রক্ষা করে।’

‘যারা অধিক সন্তানের জন্ম দেয়, কংগ্রেস তাদের হাতে তুলে দেবে মা-বোনেদের মঙ্গলসূত্র’, নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে এমনই মন্তব্য করে বিতর্ক তৈরি করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর মন্তব্য মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি চরম বিদ্বেষমূলক বলে সরব হয় বিরোধী শিবির। শনিবার বিহারের কারাকাট লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী প্রচারে এসে তারই পালটা ওয়েইসি বলেন, ‘মুসলিম মহিলারা অধিক সন্তান প্রসব করে বলে যে মন্তব্য নরেন্দ্র মোদি করেছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যে। মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উনি বার বার আক্রমণ শানিয়ে বলছেন মুসলিমরা হিন্দু মা বোনেদের মঙ্গলসূত্র কেড়ে নেবে। আমি ওনাকে জানাতে চাই, একজন সচ্চা মুসলিম কখনই হিন্দু মা-বোনেদের মঙ্গলসূত্র কেড়ে নেবে না বরং প্রাণ দিয়ে তাঁরা ওই মঙ্গলসূত্র রক্ষা করবে।’

পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, ‘আপনারা বলুন এই ধরনের মন্তব্য প্রধানমন্ত্রী পদে থাকা কোনও ব্যক্তির মুখে শোভা পায়! এই ধরনের মন্তব্য করে উনি কি দেশের মহিলাদের অপমান করছেন না? মা বোনেদের উপস্থিতিতে এমন কথা কেউ কখনও বলতে পারেন? শুধু তাই নয়, সম্প্রতি নিজেকে মানুষ নন ঈশ্বরের দূত বলে দাবি করেছিলেন মোদি। সেই মন্তব্যের পালটা দিয়ে ওয়েইসি বলেন, কিছুদিন আগেও নিজেকে চৌকিদার ও দেশবাসীর সেবক বলে নিজেকে দাবি করেছিলেন তিনি। আজ উনি যে মন্তব্য করলেন তাতে স্পষ্ট যে দম্ভ সীমা পার করেছে।’

ফের গাজায় যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনা শুরুর সম্ভাবনা

গাজা, ২৬ মে: ফের গাজায় যুদ্ধবিরতি প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

যুদ্ধবিরতির আলোচনা শ্রীঘ্রই আবার শুরুর সম্ভাবনা বেড়েছে। শনিবার গাজায় নতুন করে হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল বাহিনী। এই হামলায় ৪০ জনের বেশি প্যালেস্তিনীয় প্রাণ হারিয়েছেন। প্যালেস্তিনীয় চিকিৎসকদের মাধ্যমে এই তথ্য মিলেছে। বিষয়টি সম্পর্কে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক আধিকারিক জানান, আগামী সপ্তাহে আলোচনা আবার শুরু করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ইজরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের প্রধান আমেরিকার কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার (সিআইএ) প্রধান ও কাতারের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার পরই এহেন সিদ্ধান্ত হয়।

তিনি জানান, আগামী সপ্তাহে মধ্যস্থতাকারী দেশগুলোর নেতৃত্বে নতুন প্রস্তাবের ভিত্তিতে আলোচনা শুরু করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় আমেরিকা সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করবে। আলোচনায় মধ্যস্থতাকারী হিসেবে থাকছে মিশর ও কাতার। ইজরায়েলি সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, আগামী মঙ্গলবার মিশরের কায়রোতে আলোচনা ফের শুরু হবে। যদিও এই তথ্য অস্বীকার করেছেন গাজার প্যালিস্তিনীয় স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র সংগঠন হামাসের এক আধিকারিক। তিনি জানান, কোনও তারিখ ঠিক হয়নি।

উল্লেখ্য, গাজায় সাত মাসের বেশি সময় ধরে ইজরায়েল সেনা নির্বিচারে হামলা করছে। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, গত ৭ অক্টোবর থেকে এই হামলার ফলে ৩৬ হাজার প্যালেস্তিনীর প্রাণ গিয়েছে। মধ্যস্থতাকারীরা গাজায় যুদ্ধবিরতির জন্য বহু দিন ধরেই চেষ্টা করে চলেছে। গত শুক্রবার আন্তর্জাতিক বিচার আদালত ইজরায়েলকে প্যালেস্তাইনের রাফায় হামলা অবিলম্বে বন্ধের নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও, তা উপেক্ষা করে সেখানে হামলা জোরদার করেছে তারা। শনিবার ইজরায়েলের স্থল ও বিমানবাহিনী রাফায় ব্যাপক হামলা করে।

এভারেস্ট ছুঁয়েও ব্রিটিশ পর্বতারোহী ও শেরপার মৃত্যুর আশঙ্কা জোরালো

কাঠমাণ্ডু, ২৬ মে: বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্ট ছুঁয়েও ব্রিটিশ পর্বতারোহী ড্যানিয়েল পিটারসন ও তাঁর গাইড নেপালি প্যাস্টেনজি শেরপার মৃত্যুর আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। এক ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, এভারেস্ট জয়ের পর ‘মৃত্যু উপত্যকা’য় তাঁদের সলিল সমাধি হয়েছে বলেই অনুমান। তিব্বতের দিকের ওই অংশ অসম্ভব খাড়াই। ওই অঞ্চল এত দুর্গম যে সেখানে দুই আরোহীর মৃত্যুর আশঙ্কাই ক্রমশ জোরালো করে তুলছে।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২৬ হাজার ফুট উচ্চতায় ওই অঞ্চল ‘মৃত্যু উপত্যকা’ নামেই পরিচিত। সেখানে অক্সিজেনের মাত্রা এতটাই কম, যার সঙ্গে উচ্চতাজনিত অসুখের প্রকোপ ঘটলে মৃত্যু অবধারিত। ৩৯ বছরের পিটারসন ও ২৩ বছরের প্যাস্টেনজিরও তাই হয়েছে বলেই অনুমান। একটি ১৫ জনের দলের সদস্য হিসেবে তাঁরা এভারেস্টে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেই দলের বাকিদের খোঁজ মিললেও এই দু’জন নিখোঁজ হয়ে যান। ২১ মে ভোর ৪টে ৪০ নাগাদ পিটারসন ও প্যাস্টেনজি শৃঙ্গজয় করে নামার সময় প্রায় ৮ হাজার ৮০০ মিটার উচ্চতায় হিলারি স্টেপে তুষারঝড় শুরু হওয়ার পরই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই অভিযানের আয়োজক ‘৮কে এক্সপিডিশনস’-এর তরফে বলা হয়, হঠাৎ তুষারঝড় শুরু হওয়ার পর দলটির সদস্যরা একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। অনেক চেষ্টা করেও কোনও পিটারসন ও প্যাস্টেনজির খোঁজ পাওয়া যায়নি। ফলে মৃত্যুর আশঙ্কাই ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। উল্লেখ্য, এবারের মরশুমে এর আগে এভারেস্টে অভিযান গিয়ে পাঁচজন পর্বতারোহী প্রাণ হারিয়েছেন।

বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ষাঁড়ের পুরস্কার ছ’ বছরের রোমিওর

ওয়াশিংটন, ২৬ মে: ছ’ বছরের রোমিও বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ষাঁড়ের পুরস্কার জিতে নিয়েছে। এটি হোলস্টেইন প্রজাতির ষাঁড়। এটি আমেরিকার অরেগন রাজ্যে পশুদের এক অভয়ারণ্যে লালনপালন করা হয়। মাটি থেকে এর উচ্চতা ৬ ফুট ৪ দশমিক ৫ ইঞ্চি। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস অনুযায়ী, রোমিও নামে এই ষাঁড়টি আগের রেকর্ডধারী টমির তুলনায় তিন ইঞ্চি লম্বা।

রোমিওর মালিকের নাম মিস্টি মোর। তিনি এই রোমিওকে অত্যন্ত ভদ্র স্বভাবের ষাঁড় বলে দাবি করেছেন। এই ষাঁড় সাধারণত খাওয়ার মাংসের জন্য লালনপালন করা করা হয়। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের তরফে টুইটারে রোমিওর একটি ভিডিও পোস্ট করা হয়েছে। সেখানে তারা লিখেছে, ‘রোমিওর সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন। বিশ্বের সবচেয়ে বড় ষাঁড় রোমিও, যার বয়স ছ’ বছর। এটি হোলস্টেইন প্রজাতির ষাঁড়। এর উচ্চতা ১ দশমিক ৯৪ মিটার (৬ ফুট ৪ দশমিক ৫ ইঞ্চি)। রোমি ওয়েলকাম হোম অ্যানিমেল নামে একটি অভয়ারণ্যে তার মালিক মিস্টি মোরের সঙ্গে থাকে। রোমিও বিশেষ করে আপেল ও কলা খেতে খুব ভালোবাসে। এটি দিনে ১০০ পাউন্ড খড় ছাড়াও শস্য খায়। রোমিওর বিশালাকার দেহের জন্য বিশেষ পরিবহণ ব্যবস্থার দরকার পড়ে। এমনকি আরামের জন্য ওর থাকার জায়গা বেশ উঁচু করে খোলামেলা ভাবে তৈরি করা হয়। রোমিওর মালিক মিস্টি মোর গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসকে বলেন, ‘মাত্র ১০ দিন বয়সে আমরা রোমিওকে উদ্ধার করি। একটি ডেইরি ফার্মের রূঢ় বাস্তবতার মুখ থেকে তাকে উদ্ধার করেছেন, এমন একজনের কাছ থেকে আমরা একটি ফোন কল পাই। দুগ্ধশিল্পে রোমিওর মতো পুরুষ বাছুরগুলোকে মাংসের ব্যবসার জন্যই লালনপালন করা হয়।’

কিন্তু রোমিওর ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটে। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের সঙ্গে কথা বলার সময় মোর বলেন, ‘আমার দল রোমিওকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দিতে চেয়েছে। আমরা তাকে নিরাপত্তা, সহানুভূতিশীল ও ভালোবাসায় ভরা একটি জীবন দিতে চেয়েছি। তাই অভয়ারণ্য থেকে সে পেয়েছে প্রচুর ভালোবাসা।’ রোমিওর আকার বড় হওয়ার কারণে বেশ কিছু সমস্যা হয়। পশু হাসপাতালে তার চিকিৎসা করার যন্ত্রপাতি অমিল। তাই জরুরি প্রয়োজনে তার চিকিৎসা করতে সমস্যায় পড়তে হয়।

লেহ যাওয়ার বিমান জরুরি অবতরণ করল দিল্লিতে

নয়াদিল্লি, ২৬ মে: মাঝ আকাশে পাখির ধাক্কা লাগায় লেহগামী বিমান জরুরি অবতরণ করল দিল্লি বিমানবন্দরে। যার ফলে যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়। তবে সকলে সুরক্ষিত রয়েছেন। অন্য একটি বিমানে তাঁদের গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

রবিবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ স্পাইসজেটের এসজি১২৩ বিমানটি দিল্লি বিমানবন্দর থেকে রওনা দেয়। তবে মাটি ছাড়তেই আকাশে ঘটে বিপত্তি। বিমানের একটি ইঞ্জিনের সঙ্গে পাখির ধাক্কা লাগে। ইঞ্জিনে যান্ত্রিক ত্রুটির সম্ভাবনা তৈরি হয়। সঙ্গে সঙ্গে বিমানটিকে দিল্লি বিমানবন্দরেই আবার নামানোর সিদ্ধান্ত নেন পাইলট। জরুরি অবতরণের ঘোষণা হলে যাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তবে বড়সড় বিপদ হয়নি। ১১টার মধ্যেই বিমানটি সুরক্ষিত ভাবে দিল্লিতে নামে। পরে অন্য বিমানে তাঁদের গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

গত সপ্তাহে এয়ার ইন্ডিয়া এবং এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের দু’টি বিমান যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে জরুরি অবতরণ করাতে বাধ্য হয়েছিলেন পাইলট। ১৭৯ জন যাত্রীকে নিয়ে বেঙ্গালুরু থেকে কোচি যাওয়ার পথে রওনা দিতেই এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের বিমানের ইঞ্জিনে আগুন লক্ষ করেন যাত্রীরা। দ্রুত বেঙ্গালুরুতেই বিমানটি আবার ফিরিয়ে আনা হয়। এই ঘটনার দু’দিন আগে এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিমান ১৭৫ জন যাত্রী নিয়ে দিল্লি থেকে রওনা দিয়েছিল। সেখানেও মাঝ আকাশে থাকাকালীন বিমানের যন্ত্রপাতিতে আগুন লক্ষ করা যায়। সেই বিমানটিও জরুরি অবতরণ করাতে হয়েছিল।

Ekdin_Page_8_Layout 1 5/26/2024 8:08 PM Page 1

বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচে কোহলির খেলা নাও হতে পারে

নিজস্ব প্রতিনিধি: আর মাত্র ৫ দিনের অপেক্ষা। ৫ দিন পর বাংলাদেশ সময় ২ জুন যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হবে এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। কোনো কোনো দল বিশ্বকাপে যাওয়ার আগে দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলায় ব্যস্ত এখনো। কিছু দল এরই মধ্যে পৌঁছে গেছে যুক্তরাষ্ট্রে। এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের অন্যতম ফেবারিট ভারত দলের একটি অংশ যুক্তরাষ্ট্র রওনা হয়ে গেছে। সেই অংশের সঙ্গে যাননি আইপিএলের এলিমিনেটর থেকে বাদ পড়া রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ব্যাটসম্যান বিরাট কোহলি।

ভারতের সংবাদমাধ্যমের খবর, কোহলি দেশটির ক্রিকেট বোর্ডের কাছ থেকে বাড়তি কয়েক দিন ছুটি নিয়েছেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে ভারত ছাড়বেন ৩০ মে সকালে। যার মানে, বিশ্বকাপের আগে ভারতের একমাত্র প্রস্তুতি ম্যাচে বাংলাদেশের বিপক্ষে না,ও খেলতে পারেন কোহলি। নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ম্যাচটি হওয়ার কথা ১ জুন। ২০ দলের বিশ্বকাপে 'ডি' গ্রুপে থাকা বাংলাদেশ তাদের বিশ্বকাপ-অভিযান শুরু করবে ৮ জুন, শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে। ভারতের বিশ্বকাপ-অভিযান শুরু হবে তার দুই দিন আগে ৬ জুন, প্রতিপক্ষ আয়ারল্যান্ড।

আইপিএলের ফাইনালে না থাকলেও কোহলি বাড়তি একটু বিশ্রাম নিয়ে বিশ্বকাপে দেরিতে যাবেন। অন্যদিকে কোচ রাহুল দ্রাবিড় ও অধিনায়ক রোহিত শর্মার নেতৃত্বে গতকাল যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে ভারত ছেড়েছেন সূর্যকুমার যাদব, যশপ্রীত বুমরা, রবীন্দ্র জাদেজা, শিবম দুবে, মোহাম্মদ সিরাজ, অর্শদীপ সিং, খলিল আহমেদ, কুলদীপ যাদব ও অক্ষর প্যাটেল। ৭৪১ রান করে এখন পর্যন্ত এবারের আইপিএলের সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক কোহলি যে বাড়তি ছুটি নিয়েছেন, সেই খবরটি দিয়েছে ভারতের পত্রিকা ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস। তারাই আবার জানিয়েছে, কোহলি বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচটি মিস করতে পারেন। তবে বিসিসিআই অবশ্য কোহলির প্রস্তুতি ম্যাচ মিস করা নিয়ে কিছু জানায়নি। বিসিসিআইয়ের এক কর্মকর্তা ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের সঙ্গে শুধু কোহলির ছুটি নেওয়ার বিষয়ে কথা বলেছেন। বিসিসিআইয়ের ওই কর্মকর্তার কথা ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে বলেছেন, 'দলের সঙ্গে একটু দেরিতে যোগ দেওয়ার কথা কোহলি আমাদের আগেই জানিয়েছিল। এ কারণে বিসিসিআই তার ভিসার সাক্ষাৎকার দেরিতে রেখেছে। সে ৩০ মে সকালে নিউইয়র্কের উদ্দেশে রওনা দেবে। বিসিসিআই তার অনুরোধ মেনে নিয়েছে।'

আফ্রিদি কেন, কাউকেই সহ-অধিনায়ক হতে প্রস্তাব দেওয়া হয়নি, দাবি পিসিবি

নিজস্ব প্রতিনিধি: পাকিস্তানের অধিনায়কত্ব নিয়ে আলোচনা তো আর কম হয়নি! সেটা বন্ধ হওয়ার পর এবার পাকিস্তান ক্রিকেটে শুরু হয়েছে সহ-অধিনায়কত্ব নিয়ে আলোচনা। বিশ্বকাপে পাকিস্তানের সহ-অধিনায়ক হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল শাহিন শাহ আফ্রিদিকে, সেই প্রস্তাব আফ্রিদি ফিরিয়ে দিয়েছেন;গতকাল ক্রিকেটবিষয়ক ওয়েবসাইট ইএসপিএন ক্রিকইনফোসহ বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যম এই খবর জানিয়েছিল। পরে এক বিবৃতিতে এই খবর নাকচ করে দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড।

ক্রিকইনফো জানিয়েছিল, আফ্রিদি প্রস্তাব গ্রহণ না করায় সহ-অধিনায়কত্বের জন্য নির্বাচকদের আলোচনায় ছিলেন অলরাউন্ডার শাদাব খান ও উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান মোহাম্মদ রিজওয়ানও। তবে বোলিংয়ে ছন্দহীনতার কারণে শাদাব এখন আর দলের 'অটো চয়েজ' নন। অন্যদিকে তুলনামূলক তরুণ কাউকে দায়িত্ব দিতে চাওয়ায় রিজওয়ানকেও বিবেচনা করা হয়নি।

পিসিবি বিবৃতিতে বলেছে, 'নির্বাচকদের আলোচনার সময় সহ-অধিনায়কত্ব নিয়ে কথা হয়েছে। তবে কাউকে সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হবে না, সে বিষয়ে সবাই একমত ছিলেন। কাউকে কোনো প্রস্তাব দেওয়া হয়নি।'

আফ্রিদি তাঁকে অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া ভালোভাবে নেননি, প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়াতে এই বিষয়টিই স্পষ্ট হয়েছে বলে মনে করছেন অনেকে। তবে পিসিবি পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দল ঐক্যবদ্ধই আছে, 'দল পুরোপুরি ঐক্যবদ্ধ, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং যুক্তরাজ্যে ও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো খেলতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।'

বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসেবে পাকিস্তান ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৪ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলছে। সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে এজবাস্টনে ইংল্যান্ডের কাছে ২৩ রানে হেরেছে পাকিস্তান। আলোচনার মূল কেন্দ্রে যিনি আছেন, সেই আফ্রিদি গতকালও পারফর্ম করেছেন। নিয়েছেন ৩৬ রানে ৩ উইকেট। এমনিতেই দারুণ ছন্দে আছেন আফ্রিদি। সর্বশেষ ৫ ম্যাচে এই বাঁহাতি পেসার উইকেট নিয়েছেন ১৪টি।

অবিশ্বাস্য মৌসুম শেষে 'ছুটি' নিলেন আলোনসো

নিজস্ব প্রতিনিধি: অবিশ্বাস্য!

অবিশ্বাস্য এক মৌসুম শেষ করেছে বায়ার লেভারকুসেন। মৌসুমের শুরুতে যাদের শিরোপা জেতা ছিল অকল্পনীয় এক ব্যাপার, তারাই মৌসুম শেষ করেছে ঘরোয়া ডাবল জিতে। বুন্দেসলিগা জিতেছে কোনো ম্যাচ না হেরে 'ইনভিন্সিবল' থেকে। এমনকি ঘরোয়া প্রতিযোগিতায় এ মৌসুমে একটি ম্যাচও হারেনি জাবি আলোনসোর দল

সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এ মৌসুমে একটি ম্যাচ হেরেছে লেভারকুসেন। চাঁদের কলঙ্কের মতো সেই হারটি এসেছে ইউরোপা লিগের ফাইনালে। যে ম্যাচটি জিততে পারলে 'সিজন ইনভিন্সিবল' থেকে ট্রেবল জিততে পারত লেভারকুসেন।

সেটি শেষ পর্যন্ত না হলেও যা হয়েছে তা ইতিহাসের পাতায় অমলিন থেকে যাবে। মৌসুমে ৫৩ ম্যাচের ৫২টিতে অপরাজিত থাকার মতো ঘটনা তো আর প্রতি মৌসুমে ঘটে না। মৌসুম শেষ বড়সড় উদ্‌যাপন তো দলটির প্রাপ্যই। গতকাল রাতে কাইজারস্লাটার্নকে ১-০ গোলে হারিয়ে জার্মান কাপের শিরোপা জেতার পর আলোনসো নিজেও বলেছেন সে কথা। বলেছেন, এখন সময়টা উদ্‌যাপনের

দুর্দান্ত মৌসুম শেষ করার পর এখন অপেক্ষা ছাদখোলা বাসে প্যারেডের। তবে উদ্‌যাপন যে রাজধানী বার্লিন থেকেই শুরু হয়ে গেছে তা জানিয়ে আলোনসো বলেছেন, 'আমাদের এখন উপভোগ করতে হবে। পুরো মৌসুমের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ঝেড়ে ফেলতে হবে। আমি কাল কোনো কাজ করব না।'

আলোনসোর অধীনে এ মৌসুমে রোমাঞ্চকর ফুটবল উপহার দিয়েছে লেভারকুসেন। প্রত্যাশাহীন একটি মৌসুম শুরুর পর যেভাবে সেটি শেষ হয়েছে, তা যেন আলোনসোর নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে না, 'এটা হজম করতে আমার আরও কিছু সময় লাগবে। এটা আমার কাছে স্বপ্নের মতো ছিল। এখানে এসে উদ্‌যাপন করতে পারাটা অবিশ্বাস্য ছিল।'

মৌসুমের মাঝ পথেই লিভারপুল, রিয়াল মাদ্রিদ এবং বায়ার্ন মিউনিখ থেকে আগ্রহের কথা শোনা গিয়েছিল। একপর্যায়ে মনে হচ্ছিল মৌসুম শেষ করে অন্য কোথাও পাড়ি জমাবেন। তবে শেষ পর্যন্ত লেভারকুসেনেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন আলোনসো। লক্ষ্য ছিল ট্রেবল জিতে চূড়া স্পর্শের, যদিও তা হয়নি। তবে যা পেয়েছেন তাতেই দারুণ খুশি আলোনসো, 'অবশ্যই আমি অনেক খুশি। বিশেষ করে আমি খেলোয়াড়দের নিয়ে গর্বিত। এই ডাবল আমাদের প্রাপ্য ছিল।'

আলোনসোর অধীনে এ মৌসুমে রোমাঞ্চকর ফুটবল উপহার দিয়েছে লেভারকুসেন। প্রত্যাশাহীন একটি মৌসুম শুরুর পর যেভাবে সেটি শেষ হয়েছে, তা যেন আলোনসোর নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে না, 'এটা হজম করতে আমার আরও কিছু সময় লাগবে। এটা আমার কাছে স্বপ্নের মতো ছিল। এখানে এসে উদ্‌যাপন করতে পারাটা অবিশ্বাস্য ছিল।'

মৌসুমের মাঝ পথেই লিভারপুল, রিয়াল মাদ্রিদ এবং বায়ার্ন মিউনিখ থেকে আগ্রহের কথা শোনা গিয়েছিল। একপর্যায়ে মনে হচ্ছিল মৌসুম শেষ করে অন্য কোথাও পাড়ি জমাবেন। তবে শেষ পর্যন্ত লেভারকুসেনেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন আলোনসো। লক্ষ্য ছিল ট্রেবল জিতে চূড়া স্পর্শের, যদিও তা হয়নি। তবে যা পেয়েছেন তাতেই দারুণ খুশি আলোনসো, 'অবশ্যই আমি অনেক খুশি। বিশেষ করে আমি খেলোয়াড়দের নিয়ে গর্বিত। এই ডাবল আমাদের প্রাপ্য ছিল।'

মেসি সুয়ারেজদের ছাড়াই কানাডায় মায়ামির জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি: লিওনেল মেসির খেলা দেখতেই কানাডার ভ্যাঙ্কুভার হোয়াইটক্যাপস ও ইন্টার মায়ামি ম্যাচের টিকিট বিক্রি হয়েছিল দেদার। এমনকি দাম বাড়ানোর পরও কমেনি টিকিট বিক্রির গতি। সব মিলিয়ে এই ম্যাচ দেখতে টিকিট কিনেছিল প্রায় ৫৪ হাজার দর্শক। কিন্তু ম্যাচের আগেই দর্শকদের মেসিকে দেখার সব আশায় পানি ঢেলে দেয় মায়ামি। লম্বা ভ্রমণের ধকল এড়াতে মেসিকে ভ্যাঙ্কুভারের বিপক্ষে ম্যাচে দেওয়া হয় বিশ্রাম।

মেসিই শুধু নন, এই সফরে নেওয়া হয়নি লুইস সুয়ারজে ও সের্হিও বুসকেতসকেও। মেসিসহ শীর্ষ তারকাদের কাছ থেকে না দেখার হতাশা থাকলেও বিসি প্যালেস স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে দর্শক উপস্থিতি মোটেই কম ছিল না। যদিও শেষ পর্যন্ত খর্বশক্তি মায়ামির বিপক্ষে নিজ দলের জয় দেখে মাঠ ছাড়তে পারেনি স্বাগতিক দর্শকেরা। দলের তিন সেরা তারকাকে ছাড়াই ভ্যাঙ্কুভারের বিপক্ষে জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে ইন্টার মায়ামি।

এ ম্যাচে মায়ামি জিতেছে ২-১ গোলের ব্যবধানে। মায়ামির হয়ে প্রথম গোলটি করেন রবার্ট টেলর। পরে দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন লিওনার্দো কাম্পানা। পেনাল্টিতে রায়ান গাল্ড ভ্যাঙ্কুভারের হয়ে এক গোল শোধ করলেও তাতে ঠেকানো যায়নি মায়ামির জয়।

ম্যাচে অবশ্য আক্রমণ ও বল দখলে ভ্যাঙ্কুভারই এগিয়ে ছিল। ৫২ শতাংশ বলের দখল রেখে ১৬টি শট নেয় তাঁরা, যদিও লক্ষ্যে রাখতে পারে মাত্র ২টি শট। বিপরীতে মায়ামি ৯ শটের ছয়টিই লক্ষ্যে রাখে এবং সুযোগও কাজে লাগায়। প্রথমার্ধের ৩৮ মিনিটে জর্দি আলবার ডিফেন্স,ছেঁড়া পাস থেকে দারুণ এক ফিনিশিংয়ে মায়ামিকে এগিয়ে দেন টেলর। ৫৪ মিনিটে মায়ামির দ্বিতীয় গোলটি ছিল দলীয় এক আক্রমণের ফসল। এবার টেলরের কাছ থেকে বল পেয়ে লক্ষ্যভেদ করেন কাম্পানা।

এ জয়ে ইস্টার্ন কনফারেন্সের পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষ স্থান ধরে রাখল মায়ামি। ১৬ ম্যাচ শেষে ১০ জয়, ৪ ড্র এবং ২ হারে মায়ামির পয়েন্ট ৩৪। এক ম্যাচ কম খেলে দুই নম্বরে থাকা সিনসিনাটির পয়েন্ট ৩৩। মায়ামি নিজেদের পরের দুটি ম্যাচ খেলবে ঘরের মাঠে। ৩০ মে মায়ামির প্রতিপক্ষ আটলান্টা ইউনাইটেড। আর ২ জুন তারা আতিথ্য দেবে সেন্ট লুইসকে।

ফ্রেঞ্চ ওপেনে এবার যা যা ঘটতে পারে

নিজস্ব প্রতিনিধি: নোভাক জোকোভিচের সামনে একটি রেকর্ড শুধুই নিজের নামে করে নেওয়ার হাতছানি। ইগা সিওনতেককে ডাকছে হ্যাটট্রিক আর রাফায়েল নাদালের 'শেষ';আজ থেকে শুরু হতে যাওয়া এবারের ফ্রেঞ্চ ওপেনে আরও যা ঘটতে পারে, দেখে আসা যাক একনজরে;

একলা হবেন জোকোভিচ?

পাঁচ বছর বিরতির পর ফ্লাশিং মিডোতে গত বছর আরেকটি শিরোপা জেতেন নোভাক জোকোভিচ। সেই শিরোপা জিতে রাফায়েল নাদালকে পেছনে ফেলে গ্র্যান্ড স্লাম একক শিরোপা জয়ে সর্বকালের সেরা হয়ে যান জোকোভিচ। পরে বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্লাম ইউএস ওপেন জিতে ছুঁয়ে ফেলেন মার্গারেট কোর্টের নারী-পুরুষ মিলিয়ে সবচেয়ে বেশি গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের রেকর্ড (২৪টি)। রোলাঁ গারোতে আজ থেকে শুরু হতে যাওয়া ফ্রেঞ্চ ওপেনের শিরোপা জিতলে রেকর্ডটিতে শুধুই নিজের নাম লিখিয়ে নেবেন জোকোভিচ। গত বছর ফ্রেঞ্চ ওপেনে নিজের তৃতীয় শিরোপা জিতেছেন তিনি। এতেও একটি রেকর্ডের মালিক হয়েছেন;উন্মুক্ত যুগে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে চারটি গ্র্যান্ড স্লামের সব কটিতেই তিনটি করে শিরোপা জিতেছেন জোকোভিচ।

এবার চতুর্থবারের মতো ফ্রেঞ্চ ওপেন জিতলে আরেকটি রেকর্ডও ধরা দেবে জোকোভিচকে। প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে সবগুলো গ্র্যান্ড স্লাম অন্তত চারবার জিতবেন ৩৭-এ পা দেওয়া সার্বিয়ান তারকা।

সিওনতেকের হ্যাটট্রিকের সুযোগ

১২ মাস আগে টানা দ্বিতীয়বারের মতো প্যারিসের রানি হয়েছেন ইগা সিওনতেক। কারোলিনা মুখোভাকে ফাইনালে হারিয়ে জেতা এই শিরোপা ফ্রেঞ্চ ওপেনে ছিল সিওনতেকের তৃতীয়। ২০০৭ সালে জাস্টিন হেনিনের পর গত বছর প্রথম নারী খেলোয়াড় হিসেবে ফ্রেঞ্চ ওপেনে শিরোপা ধরে রাখার কীর্তি গড়েছিলেন পোলিশ তারকা। ২০০৭ সালে বেলজিয়ান তারকা হেনিন প্যারিসে জিতেছিলেন টানা তৃতীয় ফ্রেঞ্চ ওপেন শিরোপা। এবার সিওনতেকের সামনে হেনিনের সেই কীর্তিকে ধরে ফেলার সুযোগ। ২০১৪ সালে ইউএস ওপেনে সেরেনা উইলিয়ামসের পর আর কোনো নারী খেলোয়াড় কোনো গ্র্যান্ড স্লামেই টানা তিনটি শিরোপা জিততে পারেননি।

ওসাকার পর সিনার?

নোভাক জোকোভিচকে সরিয়ে র্যাংকিংয়ের এক নম্বরে ওঠা ইয়ানিক সিনারের সামনে অন্য রকম একটা প্রথমের হাতছানি। টেনিসের উন্মুক্ত যুগে প্রথম পুরুষ খেলোয়াড় হিসেবে নিজের প্রথম দুটি গ্র্যান্ড স্লাম শিরোপা টানা জিততে পারেন সিনার। ইতালিয়ান এই খেলোয়াড়ের আগে উন্মুক্ত যুগে সর্বশেষ এই কীর্তি গড়েছেন নাওমি ওসাকা।

জাপানের টেনিস তারকা নিজের প্রথম দুটি গ্র্যান্ড স্লাম জিতেছেন ২০১৮ সালের ইউএস ওপেন ও ২০১৯ সালের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে। ইউএস ওপেন বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্লাম আর অস্ট্রেলিয়ান ওপেন বছরের প্রথম

গফের দ্বিতীয় গ্র্যান্ড স্লামের অপেক্ষা

২০২২ সালে ইউএস ওপেনের ফাইনাল শেষে কাঁদতে হয়েছিল কোকো গফকে। যুক্তরাষ্ট্রের উঠতি তারকা সেবার খুব কাছে গিয়েও জিততে পারেননি নিজের প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম। অবশেষে কাঙ্ক্ষিত সেই শিরোপা তিনি জেতেন গত বছরের ইউএস ওপেনে। এবার ফ্রেঞ্চ ওপেন জিতলে মারিয়া শারাপোভার পর ২০ বছর বয়সের মধ্যে দুটি গ্র্যান্ড স্লাম জেতা প্রথম নারী হবেন গফ

নাদালের শেষ

২০০৫ সালে প্রথম, সর্বশেষটি ২০২২ সালে। ফ্রেঞ্চ ওপেনে সব মিলিয়ে রাফায়েল নাদাল জিতেছেন ১৪টি শিরোপা। লম্বা ক্যারিয়ারে রোলাঁ গারো নাদালের জন্য 'জাদুকরি' এক জায়গাই। জাদুকরি এই জায়গায় এবারের পর হয়তো আর তাঁকে দেখা যাবে না। আগামী ৩ জুন ৩৮তম জন্মদিন পালন করতে চলা নাদালকে নিয়ে এবারের ফ্রেঞ্চ ওপেনে আলোচনাটা এ রকমই। কয়েক বছর ধরে চোটের সঙ্গে লড়াই করে আসা নাদাল এবার প্রথম রাউন্ডেই মুখোমুখি হবেন আলেক্সান্দর জভেরেভের। কে জানে, চোট কাটিয়ে আসা নাদাল এই বাধা পেরিয়ে পরের রাউন্ডে যেতে পারবেন কি না! না হলে যে নিজের প্রিয় ভেন্যুতে বিদায়টা যে খুবই সাদামাটা হবে তাঁর।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**